৫৯ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

চাকরির নানা খবর দুয়ের পাতায়

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী ৭ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৫৯ বর্ষ, ৪ সংখ্যা, ৩০ কার্ত্তিক – ৬ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১ ঃ ১৬ নভেম্বর – ২২ নভেম্বর, ২০২৪

Kolkata : 59 year : Vol No.: 59, Issue No. 4, 16 November - 22 November, 2024 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : অনেক কাজ অসমাপ্ত রেখে সুপ্রিম কোর্টের প্রধানমন্ত্রী পদে

অবসর নিলেন ধনঞ্জয় যশোবন্ত চন্দ্রচুড়। এসেছিলেন অনেক আশা জাগিয়ে, চলে গেলেন অনেক প্রশ্ন রেখে দিয়ে। ঝুলে রইল বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মামলা।

রবিবার : শালিমার আসার পথে হাওড়া–খড়্গপুর শাখার নলপুর

স্টেশনের কাছে লাইনচ্যুত হল ডাউন সেকেন্দ্রাবাদ এক্সপ্রেস। এর জেরে বাতিল হয়ে যায় বহু ট্রেন। বিপদে পড়েন যাত্রীরা। বার বার এমন ঘটনায় রেলের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তদন্ত শুরু করেছে রেল।

সোমবার : জম্মু কাশ্মীরের কিস্তয়ারে জঙ্গিদের সঙ্গে সংঘর্ষে

শহীদ হলেন প্যারা স্পেশাল ফোর্সের অফিসার রাকেশ কুমার। ভাটগিরির কাছে জঙ্গলের মধ্যে সংঘর্ষের সময় আচমকা হামলা করে জঙ্গিরা। সঙ্গে উদ্ধার দুই গ্রামবাসীর দেহ।

মঙ্গলবার : আল কায়দার সহযোগী বাংলাদেশিদের খুঁজতে

কোচবিহারের হলদিবাড়ি ও জলপাইগুড়ির ফুলবাড়িতে হানা দেয় এনআইএ। সঙ্গে ছিল রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স। জিজ্ঞাসা করা হয় সন্দেহভাজনদের পরিবারকে।

বুধবার : বেশ কিছুদিন ধরে রোগভোগের পর পরলোকে পাড়ি

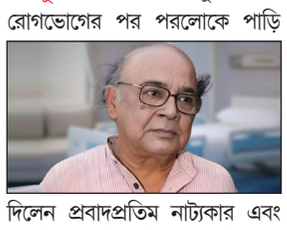

দিলেন প্রবাদপ্রতিম নাট্যকার এবং বাঙালির অতি প্রিয় মঞ্চাভিনেতা মনোজ মিত্র। অমায়িক, বিনয়ী, মিষ্টভাষী মানুষটি মন জয় করেছিলেন সবার।

বৃহস্পতিবার : কিছু বিক্ষিপ্ত গণ্ডগোলের মধ্যে দিয়ে রাজ্যে

অনুষ্ঠিত হল ছটি বিধানসভার উপনির্বাচন। সবচেয়ে বেশি ভোট পড়লো তালডাংরার ভোটে। ছটির মধ্যে গত বারে বিজেপির জেতা মাদারিহাট আসনটি জিততে মরিয়া শাসক দল।

শুক্রবার : ট্যাবের টাকা প্রতারণা ক্রমশঃ ভয়ঙ্কর রূপ নিচ্ছে।

স্থানীয় দুষ্কৃতি ছাড়াও আতস কাঁচে কুখ্যাত হ্যাকাররা। তদন্ত করতে সিট গঠন করল কলকাতা ও মালদা পুলিশ। শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন ধরা হয়েছে ১০ জনকে। টাকা ফেরত দেওয়া হয়েছে ১০০ জনকে।

সবজান্তা খবরওয়ালা

শারদোৎসব শেষ, বাংলায় প্রতারণার উৎসব চলছেই

ওঙ্কার মিত্র

বারো মাসে তেরো পার্বনের মত বাংলায় দুর্নীতি আর প্রতারণা উৎসবে কোনো খামতি নেই। পরিবর্তনের বাংলায় সারদা, রোজভ্যালি সহ নানা চিট ফান্ড কেলেঙ্কারির যে মহা উৎসব শুরু হয়েছিল তার সঙ্গে একে একে যুক্ত হয়েছে একশো দিনের কাজ, আবাস, শিক্ষা, খাদ্য, পুর নিয়োগ, স্বাস্থ্য প্রতারণার বড় বড় পার্বন। এর সঙ্গে পাচার, বিস্ফোরণ, নারী নির্যাতন, খুন–জখমের মতো ছোটখাট পুজো পাব্বন তো রয়েছেই। ভুক্তভোগীদের অনেকে মনে করেন কাঁসর ঘণ্টা না বাজিয়ে শুধু ফুল–বেলপাতা দিয়ে নিঃশব্দে বহু ছোট খাটো দুর্নীতি পাব্বন প্রশাসনের অন্দরে প্রতিদিন অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে যা আমরা জানতেও পারছিনা। পরে বড়সড় হয়ে এগুলোই সামনে এসে শোরগোল ফেলে দেবে।

এমনই একটি প্রতারণা পর্ব বর্তমানে সামনে এসেছে যার নাম তরুনের স্বপ্নভঙ্গ বা ট্যাব কেলেঙ্কারি। স্কুল পড়ুয়াদের অ্যাকাউন্টে ট্যাবের জন্য যে টাকা ঢোকার কথা তা পাচার হয়ে যাচ্ছে অন্য অ্যাকাউন্টে। জানা যাচ্ছে

> বাংলা শিক্ষা পোর্টালে যে ট্যাব বা ট্যাবের টাকার বিভ্রাট অর্থাৎ এক অ্যাকাউন্টের টাকা অন্য অ্যাকাউন্টে হ্যাক হয়ে চলে গেছে, সে বিষয়টা গত জুলাই আগষ্ট মাসের শুরুতে আমরা বিভিন্ন জেলার ডি আই সাহেবদের জানিয়েছিলাম। শিক্ষাদপ্তর গত বছরই এই অভিজ্ঞতা পেয়েছিল। তা স্বত্ত্বেও তারা নিজেদের সংশোধন করেনি।
>
> **চন্দন মাইতি**
> রাজ্য সাধারণ সম্পাদক
> অ্যাডভান্সড সোসাইটি অফ হেডমাস্টার অ্যান্ড হেডমিস্ট্রেসসেস

স্কুলের সঙ্গে জড়িতরা বা হ্যাকাররা এর সঙ্গে যুক্ত, এক সপ্তাহ আগে ঘুনাক্ষরেও যা টের পাইনি আমরা। এখন বুঝতে পারছি পড়ুয়াদের দেওয়া সরকারি টাকা নিয়ে কি কেলেঙ্কারিটাই না হয়েছে। না না, এটা ভাববার কোনো কারণ নেই যে এই পুজোর আয়োজন দু–চার সপ্তাহ ধরে চলছে। প্রধান শিক্ষক শিক্ষিকাদের সংগঠন অ্যাডভান্সড সোসাইটি অফ হেডমাস্টার অ্যান্ড হেডমিস্ট্রেসসেস–এর রাজ্য সাধারণ সম্পাদক চন্দন মাইতি এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, তারা এই প্রতারণার হদিস পেয়েছিলেন গত জুলাই মাসে। জানিয়েছিলেন ডি আই সহ শিক্ষা দপ্তরকে, কিন্তু কিছুই হয়নি। অতএব, খোদ দপ্তরের কর্তাদের এই অনীহা দেখে সহজেই অনুমেয় যে, এই প্রতারণা পুজোর আসল পুরোহিত কে বা কারা, এরপর পাঁচের পাতায়

চন্দনবাবুর এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকারটির ভিডিও দেখতে স্ক্যান করুন।

৩১ জন ছাত্রছাত্রীর ট্যাবের টাকা তুলে নিল প্রতারকেরা

সৌরভ নস্কর, গঙ্গাসাগর : সারা রাজ্যে যখন ট্যাব কেলেঙ্কারি নিয়ে আলোড়ন পড়ে গেছে, ঠিক সেই সময়ে জানা গেল , দক্ষিণ ২৪ পরগনার গঙ্গাসাগরে মহেন্দ্রগঞ্জ হাইস্কুলে ৩১জন পড়ুয়ার ট্যাবের টাকা তুলে নিয়েছে হ্যাকাররা। ঘটনা জানাজানি হতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে স্কুল চত্বর এলাকায়। মঙ্গলবার রাতে সাগর থানাতে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে। স্কুলের বর্তমান ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক শ্যামল কুমার বালা জানিয়েছেন স্কুলের ২৬১ জনের নাম ট্যাবের জন্য সাবমিট করা হয়েছিল, কিন্তু মোট ২৬১জনের মধ্যে বাকিরা টাকা পেলেও ৩১জন ছাত্রছাত্রীর ট্যাবের টাকা হ্যাকাররা হ্যাক করা হয়েছে। থানায় অভিযোগ দায়েরের পর লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা শিক্ষা অধিকর্তার কাছে। অন্যদিকে ওই ৩১জন ছাত্রছাত্রীকে পুনরায় ডকুমেন্ট নিয়ে স্কুলে আসতে বলা হয়েছে। উচ্চতর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে স্কুল কর্তৃপক্ষ আলোচনা করে কিভাবে এই ছাত্র–ছাত্রীদের টাকা ফেরানো যায় সেই দিকে নজর প্রশাসন থেকে স্কুল কর্তৃপক্ষদের।

কুমার বাবু অরোও জানান, আমরা সমস্ত বিষয়ে খতিয়ে দেখে পেয়েছি যে, ৩১ জনের একাউন্ট ডিটেলস বদলে গিয়েছে। অর্থাৎ বলা যেতেই পারে তাদের অ্যাকাউন্ট হ্যাক হয়ে গিয়েছে। আমরা সুন্দরবন পুলিশ জেলার সাইবার ক্রাইমেও একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি।

বৈঠকে কাটল ভেসেল জট

নিজস্ব প্রতিনিধি, গঙ্গাসাগর: প্রশাসনিক বৈঠকের পর স্বাভাবিক হল গঙ্গাসাগরের ভেসেল পরিষেবা।দু দফা দাবিকে সামনে রেখে সোমবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ভেসেল পরিষেবা বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয় পশ্চিমবঙ্গ ভূতল পরিবহন নিগমের জলপথের সমস্ত শাখার কর্মীরা। বেতন পরিকাঠামো চালু, ঠিকাদারি প্রথা বাতিল ও সকল কর্মীকে সংস্থার নিজস্ব চুক্তিতে নিয়োগ করার হবে দাবিকে সামনে রেখে ১১নভেম্বর থেকে সমস্ত জলপথের ভেসেল পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কর্মীরা।

যাত্রী সাধারণ ও এলাকার মানুষদের কথা মাথায় রেখে আগের দিন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা, পরিবহন দপ্তরের একাধিক আধিকারিক এবং গঙ্গাসাগর বকখালি ডেভেলপমেন্ট অথরিটির ভাইস চেয়ারম্যান সন্দীপ কুমার পাত্র সহ প্রশাসনিক আধিকারিকেরা আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা বলেন। এরপর পাঁচের পাতায়

ক্যানিং হাসপাতালের সহকারী সুপারকে প্রাণনাশের হুমকি

নিজস্ব প্রতিনিধি: আরজিকর কান্ডের ক্ষত এখনও অবধি শুকায়নি। ইতিমধ্যে আবারও আরজিকর কান্ডের ছায়া পড়তে শুরু করেছে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে।খোদ হাসপাতালের সহকারী সুপার কে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ।ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সহকারী সুপার সৌরভ কুমার দাস ইতিমধ্যে প্রাণনাশ ও নিরাপত্তাহীনতার কথা উল্লেখ করে জেলার মূখ্য স্বাস্থ্য আধিকার,ক্যানিং মহকুমা শাসক,ক্যানিং মহকুমা পুলিশ আধিকারীক ও ক্যানিং থানার আইসি'র কাছে চিঠিতে অভিযোগ জানিয়েছেন।চিঠিতে সহকারী সুপার উল্লেখ করেছেন,সোমবার দুপুরে বেশকিছু বহিরাগত দুষ্কৃতি হাসপাতালের মধ্যে ঢুকে পড়ে। তাদের সাথে কিছু আয়া ও হাসপাতালের চুক্তি ভিত্তিক নিরাপত্তা রক্ষীরা ছিল। অফিসের সামনেই হুমকি দেওয়া হয়। বলা হয় অস্থায়ী চুক্তি ভিক্তিক যে সমস্ত কর্মচারী রয়েছে তাদের বেতনের টাকা আটকানো যাবে না। কেউ যদি কারোর পরিবর্তে ডিউটি করে তাতেও বাধা দেওয়া যাবে না। এছাড়াও হাসপাতালে আয়াদের রাখতে হবে। তাঁকে ক্যানিং এ ঢুকতে দেওয়া হবে না বলেও হুমকি দেওয়া হয়। যে সব কথা সহকারী সুপার একেবারেই মানতে চাননি। এরপর পাঁচের পাতায়

পানীয় জলের সঙ্কট চরমে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: সুন্দরবনের বৃহত্তম ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল। যেখানে প্রতিদিনই জেলার ক্যানিং ১, ক্যানিং ২, বাসন্তী, গোসাবা, জীবনতলা, বারুইপুর, জয়নগর, কুলতলি সহ উত্তর ২৪ পরগনার হাড়োয়া, মিনাখাঁ, সন্দেশখালি সহ বিভিন্ন প্রান্তের হাজার হাজার মানুষ চিকিৎসা পরিষেবার জন্য আসে।ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে দুটি বিভাগ রয়েছে। দুটি বিভাগের মধ্যে মাতৃমা বিল্ডিং এর সামনে পানীয় জলের একটি ট্যাপ রয়েছে। এরপর পাঁচের পাতায়

রাতে অমিল অ্যাম্বুলেন্স

নিজস্ব প্রতিনিধি, বারুইপুর: সরকারি হাসপাতালে রাতে এম্বুলেন্স পরিষেবা না থাকার অভিযোগ উঠলো রোগী পরিবারের পক্ষ থেকে।বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে রাতে বেসরকারি এম্বুলেন্স থাকলেও চালকদের খুঁজে পাওয়া যায় না। ফলে জরুরি ভিত্তিতে অন্য হাসপাতালে রোগী নিয়ে যেতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে রোগীর আত্মীয়দের। এই নিয়ে হাসপাতালের সুপারের কাছেও অভিযোগ জানিয়েছেন রোগীর পরিজনরা।এব্যাপারে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালের সুপার ডঃ ধীরাজ রায় বলেন, আমরা এই ব্যাপারে এম্বুলেন্স চালকদের সঙ্গে কথা বলেছি।রোগীদের যাতে কোনোভাবে হয়রানি না হয় তা দেখতে বলা হয়েছে তাদের। এরপর পাঁচের পাতায়

একমাত্র গ্রন্থাগার সহযোগীকে অন্য কাজের দায়িত্ব

বন্ধ দুই পাঠাগার, ক্ষুব্ধ পাঠক

কুনাল মালিক, বিষ্ণুপুর

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর ২ নম্বর ব্লকের বাখরাহাট পাবলিক লাইব্রেরী এবং ঠাকুরপুকুর–মহেশতলা ব্লকের সামালী সাধারণ পাঠাগার গত ৩০ অক্টোবর থেকে ৭ নভেম্বর পর্যন্ত একমাত্র গ্রন্থাগার সহযোগী না থাকায় বন্ধ থাকলো। পাঠকরা গ্রন্থাগার পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হল। এই ঘটনা প্রায় নজিরবিহীন। ২ পাঠাগারের পাঠকরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। বাখরাহাট এবং সামালি সাধারণ পাঠাগারে একমাত্র গ্রন্থাগার সহযোগী আছেন অংশুমান রায়। তিনি ছাড়া অন্য কোন কর্মচারী নেই এই দুই গ্রন্থাগারে। বাখরাহাট পাবলিক লাইব্রেরী বুধ, বৃহস্পতি এবং শনিবার সকাল ১১ টা থেকে ৬টা পর্যন্ত খোলা থাকে। সামালি সাধারণ পাঠাগার সোমবার এবং শুক্রবার সকাল ১১ টা থেকে সন্ধ্যে ৬ টা পর্যন্ত খোলা থাকে। কেন এতদিন দুই পাঠাগার বন্ধ থাকলো? সেই প্রশ্নে অংশুমান রায় জানান, তাকে বিষ্ণুপুর দুনম্বর ব্লকের বিডিও আবাস যোজনার কাজে সার্ভে করতে পাঠিয়েছিলেন। তাই তিনি দুটি পাঠাগারে আসতে পারেননি বাধ্য হয়েই বন্ধ রাখতে হয়। বাখরাহাট পাবলিক লাইব্রেরির পাঠক বিশ্বজিৎ দত্ত এই প্রসঙ্গে বলেন, আমরা কোনদিন এভাবে লাইব্রেরী বন্ধ হতে দেখিনি। একাধিক লাইব্রেরিয়ান বা কর্মচারী থাকলে তাকে অন্য কাজে নিয়োগ করা যেত। যেহেতু এখানে একজনই লাইব্রেরিয়ান আছে তাই তাকে অন্য কাজে নিয়োগ করায় পাঠকরা সমস্যায় পড়লেন। আরেক পাঠক বিশ্বজিৎ বইঠাও একই কথা বলেছেন। প্রসঙ্গত বাখরাহাট পাবলিক লাইব্রেরী একটি টাউন লাইব্রেরি এটা ১৯২৬ সালে প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯৪৭ সালে এই লাইব্রেরীতে বিপ্লবী বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী এসেছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজ লোকেশ্বরানন্দজি মহারাজের ও পদধূলি ধন্য এই লাইব্রেরী। ঐতিহাসিক এই লাইব্রেরী বন্ধ থাকায় এই নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে। যদিও বর্তমানে লাইব্রেরী ২টি খুলে দেওয়া হয়েছে পাঠকদের জন্য। পাঠকদের প্রশ্ন আগামীদিনেও কি একমাত্র লাইব্রেরিয়ানকে অন্য কাজে পাঠাবে প্রশাসন? এরপর পাঁচের পাতায়

জমি জটে আটকে সিউড়ি রেল প্রকল্প

নিজস্ব প্রতিনিধি : জমি জটে আটকে রয়েছে বীরভূম জেলার সিউড়ি – প্রান্তিক নতুন রেলপথ নির্মাণের কাজ। তৎকালীন রেলমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদব ২০০৬ সালে সিউড়িতে এসে সিউড়ি – প্রান্তিক নতুন রেলপথ প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেছিলেন। ২০১০ সালে প্রকল্পের কাজ শুরুও হয়েছিল। বীরভূম জেলার সদর শহর সিউড়ি। বর্ধমান – সাহিবগঞ্জ লুপলাইনের অন্তর্গত প্রান্তিক স্টেশন এবং সাঁইথিয়া – অন্ডাল রেলপথের অন্তর্গত সিউড়ি স্টেশন। প্রান্তিক থেকে লাইনটি ভাগ হয়ে সিউড়ি দিকে যাবে। সিউড়ি থেকে পুরন্দরপুর, সালোন,কসবা,মঙ্গলডিহি এবং অবিনাশপুর– এই পাঁচটি স্টেশন হবে সিঙ্গেল লাইনে। মঙ্গলডিহি আর অবিনাশপুর এই দুটি স্টেশনে দুটি ট্রেনের ক্রশিংয়ের ব্যবস্থা থাকবে। প্রথমে দু'দিকেই কিছুটা পথে মাটি ও পাথরের কাজ সম্পন্ন হয় তারপর আর এগোয়নি কাজ। ২০১০–র সার্ভে রিপোর্ট অনুযায়ী ওই রেলপথ করতে ৭৫ হেক্টর জমি প্রয়োজন যারমধ্যে ২৮৫৯টা প্লট পড়বে এবং প্রজেক্ট কস্ট ধরা হয়েছিল আনুমানিক ১৪৮ কোটি টাকা বলে পূর্ব রেল সূত্রে জানা গিয়েছে।

সিউড়ির বাসিন্দারা বলেন, ''বোলপুর থেকে সিউড়ি যাতায়তের একমাত্র মাধ্যম বাস। এই নতুন রেলপথ বাস্তবায়ন হলে জেলাবাসীর উপকার হবে।'' একাধিকবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও ফোন না ধরায় প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় নি বীরভূম জেলার জেলাশাসক বিধান রায়ের। অনুরুপভাবেই জমি জটে আটকে রয়েছে সাইথিয়া – চৌরিগাছা (ভায়া – কান্দি) নতুন রেলপথ নির্মাণের কাজও।

খিদিরপুর ও রিমাউন্ট রোড যেন ভুতুড়ে স্টেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা: দমদম থেকে মাঝেরহাট পর্যন্ত গঙ্গার পাড় দিয়ে চলছে চক্ররেল। সারা দিনে আপডাউন মিলিয়ে প্রায় ৩০ টি লোকাল ট্রেন যাতায়াত করে এই পথে। এই পথেই পড়ে দুটি স্টেশন খিদিরপুর এবং রিমাউন্ট রোড। সম্প্রতি ২ টি স্টেশন চত্বরে গিয়ে চোখে পড়ল নানান অসংগতি। খিদিরপুর স্টেশনটিতে আবর্জনা ও আগাছায় পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। কবে যে এখানে শেষ ঝাড়ু দেওয়া হয়েছে তা কেউ স্মরণ করতে পারে না। ফ্লাড লাইটটি ভেঙ্গে পড়েছে। স্টেশন চত্তরে বেআইনি পার্কিং ও শুরু হয়েছে। এরপরের স্টেশনটি হচ্ছে রিমাউন্ট রোড। এখানেরও অবস্থা আরো খারাপ। স্টেশনের কোন নামকরণের বোর্ডও এখানে চোখে পড়লো না।। এখানেও আবর্জনা ও জঞ্জালের স্তুপ। সব সময় স্টেশন খোলা ও থাকে না। এখানেও যত্রতত্র বেআইনি পার্কিং শুরু হয়েছে। কোন নজরদারি চোখে পড়ল না। দুটি স্টেশনেই সারাদিনে খুব কম লোকজন উঠানামা করে। দুটি স্টেশনেই ধুঁকছে। সন্ধ্যাবেলা মনে হয় যেন দুটো ভুতুড়ে স্টেশন দাঁড়িয়ে আছে। এই দুটো স্টেশন থেকে রেলের আয়ও হয় খুব কম। কিন্তু যাত্রীসাধারণের পরিষেবাও অত্যন্ত কম। এই প্রসঙ্গে পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র সংবাদ এরপর পাঁচের পাতায়

চক্ররেল

১৫ বছরে একটুকুও এগোলো না জয়নগর রায়দীঘি রেলপথ সম্প্রসারণ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়

দীর্ঘ ১৫ বছর পার হলেও একটুকুও এগোলো না সুন্দরবনের নতুন রেলপথ সম্প্রসারনের কাজ। জয়নগর মজিলপুর স্টেশন থেকে রায়দিঘি পর্যন্ত নতুন রেললাইন সম্প্রসারণের জন্য ঘটা করে শিলান্যাস হয়েছিল। রায়দিঘির মানুষ আশায় বুক বেঁধেছিলেন।কিন্তু সেই লাইন এখনও তৈরি হয় নি। ওই লাইনের কাজ শুরুর আবেদন জানিয়ে মাস খানেক আগে সংসদে আওয়াজ তুলেছেন মথুরাপুরের সাংসদ বাপি হালদার। পাশাপাশি তিনি রেল মন্ত্রীর সঙ্গে এ বিষয়ে কথাও বলেছেন বলে জানা গেছে। এ সাংসদ বাপি বাবু বলেন, 'রায়দিঘি থেকে জয়নগর মজিলপুর পর্যন্ত রেললাইন চালু হলে লক্ষ লক্ষ মানুষ উপকৃত হবেন। এলাকায় নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে।সুন্দরবনে পর্যটন ব্যবসা কয়েক গুন বেড়ে যাবে।মানুষের

কলকাতা যাওয়ার খরচ ও সময় দুটোই কমে যাবে। আমি সুন্দরবনের মানুষের এই সমস্যা সমাধানের জন্য বর্তমান রেল মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের সাথে কথা বলেছি। চিঠি দিয়েছি।তবে এখনো পর্যন্ত সেই চিঠির কোনো উওর আমার কাছে আসে নি।'

প্রশাসন ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,২০০৯ সালে তৎকালীন রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জয়নগর মজিলপুর স্টেশন থেকে রায়দিঘি পর্যন্ত প্রায় ২৫ কিলোমিটার রেল লাইন সম্প্রসারণের ভার্চুয়ালি শিলান্যাস করেছিলেন রায়দিঘি সেতু সংলগ্ন এলাকায়। সেই শিলান্যাস অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন তৎকালীন সাংসদ চৌধুরী মোহন জাতুয়া।প্রথম দিকে সার্ভের কাজ কয়েকমাস হলেও তার পরে আর কিছুই এগোয়নি। এদিকে রায়দীঘির যে জায়গায় ওই শিলান্যাস হয়েছিল সেই জায়গায় এখন শিলার কোনো অংশ নেই। তার আশে পাশের জায়গায় নির্মাণ কাজ চলছে। আর ঐ জায়গা এখন দূস্কৃতীদের ডেরা হয়ে উঠেছে। জয়নগর মজিলপুর স্টেশন থেকে রায়দীঘি পর্যন্ত তিনটি স্টেশন হওয়ার কথা ছিল। এই রেল পথ চালু হলে মথুরাপুর ১ ও ২,জয়নগর ২, পাথরপ্রতিমা ও কুলতলি এলাকার কয়েক লক্ষ মানুষ উপকৃত হতেন।সুন্দরবনের মথুরাপুর ২ নং ব্লক একটি নদী নালা ঘেরা প্রত্যন্ত এলাকা।মানুষ কে কলকাতায় আসতে হলে বাস বা ছোট গাড়িতে প্রায় কুড়ি কিলো মিটার পথ পাড়ি দিয়ে মথুরাপুর রোড স্টেশনে আসতে হয়। সেখান থেকে দেড় থেকে পৌনে দু'ঘণ্টা ট্রেনে চেপে তবেই শিয়ালদহে পৌঁছতে হয়। সব মিলিয়ে সময় লাগে প্রায় তিন সাড়ে তিন ঘণ্টা।খরচ প্রায় ২০০ টাকা।অথচ, রায়দিঘি থেকে সরাসরি রেললাইন চালু হলে মাত্র দেড় থেকে পৌনে দু'ঘণ্টার মধ্যে অনেক কম খরচে শিয়ালদহে পৌঁছতে পারবে মানুষ। এছাড়া এই ব্লক গুলি মূলত কৃষিপ্রধান।এলাকায় কোনও হিমঘর এখনও তৈরি হয়নি।বড় কোনও বাজারও সে ভাবে গড়ে ওঠেনি।ফলে এখানকার কৃষিজাত দ্রব্য, আনাজ, মাছ সহজেই ট্রেনপথে শিয়ালদহে পৌঁছে যেত। তাতে আর্থিক উন্নয়ন হত চাষিদের। আরও নানা ভাবে কর্মসংস্থান বাড়তে পারত বলে মনে করেন অনেকেই।

শিলান্যাসের পরে এত বছর কেটে গেলেও কেন কোনও কাজ হয়নি। শিলান্যাসের পাথরটিও কে বা কারা ভেঙে ফেলেছে।যে জায়গায় শিলান্যাসের অনুষ্ঠান হয়েছিল, সেটা এখন আগাছায় ঢাকা। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, রায়দিঘি থেকে রেললাইন পাতা হবে, আনন্দে ছিলাম। কিন্তু ১৫ বছর কেটে গেলেও কিছুই হলো না। আদৌ কি হবে? রায়দীঘি কুমড়ো পাড়ার বাসিন্দা তথা প্রাক্তন সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী কান্তি গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলমন্ত্রী থাকাকালীন রায়দিঘি থেকে জয়নগর মজিলপুর পর্যন্ত প্রস্তাবিত রেলের কোনও অনুমোদন বা বাজেট ছিল না। ভাঁওতাবাজি করে শিলান্যাস করা হয়েছিল। তাই শিলাও চুরি হয়ে গেছে আর আগাছায় মুখ ঢেকে গেছে।এ ব্যাপারে রায়দীঘির বিধায়ক ডাঃ অলক জলদাতা বলেন, কেন্দ্রের সরকার সাধারণ মানুষের সাথে বেইমানি করেছে।আর এই রেলপথ চালু হলে আর্থ সামাজিক পরিবর্তন হত।এদিকে এই বিষয়ে জয়নগরের সাংসদ প্রতিমা মন্ডল বলেন,সুন্দরবনের নতুন রেলপথের বিষয়ে একাধিক বার রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের সাথে আমি কথা বলেছি। চিঠিও দেওয়া আছে।অথচ রেল দপ্তর থেকে এ ব্যাপারে কোনো রকম সদিচ্ছা দেখানো হচ্ছে না।

হ্যালে ৫৭ এক্সিকিউটিভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, হায়দরাবাদ: হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্স লিমিটেডের হায়দরাবাদ অ্যাভোনিক্স ডিভিশন নন-এক্সিকিউটিভ ক্যাডার"এ ৫৭ জন লোক নিচ্ছে। কারা কোন ট্রেডের জন্য যোগ্য : ডিপ্লোমা টেকনিশিয়ান (মেকানিক্যাল) পলিটেকনিক থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ: ৮টি (জেনাঃ ৪, ই.ডব্লু.এস. ১, ও.বি.সি. ২, তঃজাঃ ১)।

ডিপ্লোমা টেকনিশিয়ান (মেকানিক্যাল) এফ.এস.আর. পলিটেকনিক থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ: ২টি (জেনাঃ ১. ও.বি.সি. ১)।estpol

ডিপ্লোমা টেকনিশিয়ান (ইলেক্ট্রিক্যাল) পলিটেকনিক থেকে ইলেক্ট্রিক্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ: ২টি (জেনাঃ ১, ও.বি.সি. ১)। ডিপ্লোমা টেকনিশিয়ান (ইলেক্ট্রিক্যাল) এফ.এস.আর.: পলিটেকনিক থেকে ইলেক্ট্রিক্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ: ৩টি (জেনাঃ ১, ও.বি.সি. ১, তঃজাঃ১)। ডিপ্লোমা টেকনিশিয়ান (ইলেক্ট্রনিক্স) পলিটেকনিক থেকে ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ: ২১টি

(জেনাঃ ৮, ই.ডব্লু.এস. ৩, ও.বি.সি. ৫, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ২)।ডিপ্লোমা টেকনিশিয়ান (ইলেক্ট্রনিক্স) এফ.এস.আর.: পলিটেকনিক থেকে ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ: ১৪টি (জেনাঃ ৫, ই.ডব্লু.এস. ২, ও.বি.সি. ৪, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১)।

ডিপ্লোমা টেকনিশিয়ান (কেমিক্যাল) পলিটেকনিক থেকে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা যোগ্য। কেমিস্ট্রির এম.এসসি. কোর্স পাশরাও যোগ্য। শূন্যপদ: ১টি (জেনাঃ)।

অপারেটর (ইলেক্ট্রনিক মেকানিক): আই.টি.আই. থেকে ইলেক্ট্রনিক মেকানিক ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ: ২টি (জেনাঃ ১, ও.বি.সি. ১)। অপারেটর (ফিটার): আই.টি.আই. থেকে ইলেক্ট্রনিক ফিটার ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ: ১টি (জেনাঃ)। অপারেটর (পেইন্টার): আই.টি.আই. থেকে পেইন্টার ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স * পাশরা যোগ্য।

শূন্যপদ: ২টি (জেনাঃ ১, ও.বি.সি. ১)। অপারেটর (টার্নার): আই.টি.আই. থেকে টার্নার ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ: ১টি (জেনাঃ)। সব ক্ষেত্রে বয়স হতে হবে ২৪-১১-২০২৪"এর হিসাবে ২৮ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর ও প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর বয়সে ছাড় পাবেন।

মূল মাইনে: ডিপ্লোমা টেকনিশিয়ান পদে ২৩,০০০ টাকা ও অপারেটর পদে ২২,০০০ টাকা। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: HAL/HD/HR/TM/TBE/2024/02, Date: 07-11-24. দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ২৪ নভেম্বরের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে: www.hal- india.co.in এজন্য বৈধ ই-মেল আই.ডি. থাকতে হবে।

এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ২০০ (তপশিলী, প্রতিবন্ধীদের ফী লাগবে না) টাকা অনলাইনে জমা দিতে হবে।

টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

IDBI ব্যাঙ্কে ১,০০০ এক্সিকিউটিভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা: ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আই.ডি.বি.আই.) ব্যাঙ্ক লিমিটেড এক্সিকিউটিভ সেলস অ্যান্ড অপারেশন্স পদে ১,০০০ জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে। যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। কম্পিউটার বা, আই.টি. সংক্রান্ত কাজে দক্ষতা থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ১-১০- ২০ ২৪"এর হিসাবে ২০ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে অর্থাৎ, জন্ম-তারিখ হতে হবে ২১০-১৯৯৯ থেকে ১-১০-২০০৪"এর মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর ও প্রতিবন্ধীরা ৫ (ও.বি.সি. হলে ৮, তঃজাঃ হলে ১০) বছর বয়সে ছাড় পাবেন। পারিশ্রমিক প্রথম বছর মাসে ২৯,০০০ টাকা ও দ্বিতীয় বছর মাসে ৩১,০০০ টাকা। শূন্যপদ: ১,০০০টি (জেনাঃ ৪৪৮, তঃজাঃ ১২৭, তঃউঃজাঃ ৯৪, ও.বি.সি. ২৩১, ই.ডব্লু.এস. ১০০)। এর মধ্যে দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী ১০, বধির প্রতিবন্ধী ১০, অস্থি সংক্রান্ত ১০, অন্যান্য ১০। শুরুতে ১ বছরের প্রবেশনে থাকতে হবে। প্রার্থী বাছাই হবে অনলাইন পরীক্ষার মাধ্যমে।

পরীক্ষা হবে ১ ডিসেম্বর, কলকাতা, কল্যাণী, শিলিগুড়ি, হুগলি, দুর্গাপুর, আসানসোল, পটনায়। ২০০ নম্বরের ২০০টি প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে: (১) লজিক্যাল রিজনিং, ডাটা অ্যানালাইসিস অ্যান্ড ইন্টারপ্রিটেশন-৬০ নম্বরের ৬০টি প্রশ্ন, (২) ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ-৪০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন, (৩) কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড-৪০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন, (৪) জেনারেল /ই কনমি / ব্যাঙ্কিং অ্যাওয়ারনেস/ কম্পিউটার/আই.টি. ৬০ নম্বরের ৬০টি প্রশ্ন। সময় থাকবে ২ ঘন্টা। নেগেটিভ মার্কিং আছে। প্রতিটি প্রশ্নের জন্য ০.২৫ নম্বর কাটা হবে। সফল হলে ইন্টারভিউ।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১৬ নভেম্বরের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে: www.id-bibank.in অনলাইনে দরখাস্ত করার সময় একটি বৈধ ই-মেল আইডি, থাকতে হবে। প্রথমে পাশপোর্ট মাপের ফটো, সিগনেচার স্ক্যান করে নেবেন। এছাড়াও নিচের প্যারাগ্রাফটি হাতে লিখে স্ক্যান করবেন I, ...(Name of the candidate), hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required.

অনলাইনে দরখাস্ত করার আগে ১,০৫০ (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ২৫০) টাকা অনলাইনে জমা দেবেন। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

১ লাখ ২৫ হাজার প্রার্থীর নামি ৫০০ কোম্পানিতে স্টাইপেন্ড-সহ ইন্টার্নশিপ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা: কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন এবছরের বাজেটে পিএম ইন্টার্নশিপ স্কিম"এর কথা ঘোষণা করেন। প্রধানমন্ত্রী ইন্টার্নশিপ স্কিম ২০২৪-এর উদ্দেশ্য হল, দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শীর্ষ কোম্পানিগুলিতে ছেলেমেয়েদের ইন্টার্নশিপের সুযোগ করে দেওয়া। যাতে তাঁরা কাজের ক্ষেত্রে দক্ষ হয়ে উঠতে পারেন। এছাড়াও এই স্কিমের অন্যতম লক্ষ্য, শিল্প ক্ষেত্রের চাহিদা পূরণ আর শিক্ষা ও শিল্পের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। আগ্রহীরা সবোর্চ্চ ৫টি ইন্টার্নশিপ করার জন্য আবেদন করতে পারেন। এখনো পর্যন্ত ২.৫ লাখের বেশি আবেদন জমা পড়েছে। দেশের শীর্ষ কোম্পানিগুলিতে ১,২৫,০০০"এরও বেশি পদে ইন্টার্নশিপের সুযোগ রয়েছে। আই.টি. ও সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট, ব্যাঙ্কিং ও ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস, অয়েল, গ্যাস অ্যান্ড এনার্জি, মেটাল ও মাইনিং, এফ.এম.সি.জি, টেলিকম, কনস্ট্রাকশন, রিটেল অ্যান্ড কনজিউমার ডুরাবেল, সিমেন্ট ও বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন, ফার্মাসিউটিক্যাল, অ্যাভিয়েশন, ডিফেন্স, ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল, কেমিক্যাল, মিডিয়া, এন্টারটেইনমেন্ট অ্যান্ড এডুকেশন, অ্যাগ্রিকালচার, কনসাল্টিং সার্ভিসেস, টেক্সটাইল ম্যানুফ্যাকচারিং, জেমস অ্যান্ড জুয়েলারি, ট্রাভেল অ্যান্ড হসপিটালিটি ও হেলথ কেয়ার সংক্রান্ত ৫০০টি নামি কোম্পানিতে ইন্টার্নশিপ করার সুযোগ পাবেন।

কারা আবেদন করতে পারেন

ভারতীয় নাগরিক হতে হবে। প্রার্থীর বয়স ২১ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে হতে হবে। তবে, পুরো সময় কাজ করা বা, পুরো সময়ের পড়াশোনা করা চলবে না। অনলাইন বা, দূরশিক্ষা মাধ্যমে পড়াশোনা করা ছেলেমেয়েরাও আবেদন করতে পারেন।

কী শিক্ষাগত যোগ্যতা দরকার

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পাশরা পিএম ইন্টার্নশিপ স্কিম ২০২৪-এর জন্য আবেদন করতে পারেন। এছাড়াও, আইটিআই পাশ, পলিটেকনিক ডিপ্লোমা পাশ ও যাঁরা বি.এ., বি.এসসি, বি.কম, বি.সি.এ., বি.বি.এ. ও বি.ফার্মার মতো কোর্সে স্নাতক হয়েছেন তাঁরাও যোগ্য। তবে স্নাতকোত্তর, আই.আই.টি., এন.আই.টি., আই আই.এম., জাতীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও যাঁরা এম.বি.এ., সি.এস., সি.এ., এম.বি.বি.এস. আর বি.ডি.এস. * ডিগ্রি পেয়েছেন, তাঁরা এই স্কিমের জন্য আবেদন করতে পারবেন না।

কারা এই স্কিমের জন্য যোগ্য নন

যদি বয়স ২১ বছরের কম বা, ২৪ বছরের বেশি হয় (আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন অনুযায়ী)। প্রার্থী যদি এখন পূর্ণসময়ের চাকরি বা, পুরো সময়ের কোর্স করেন। যদি প্রার্থী কেন্দ্রীয় বা, রাজ্য সরকারের কোনো স্কিমের অধীনে কোনো দক্ষতা, শিক্ষানবিশ বা, ইন্টার্নশিপ বা, প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামের মধ্যে থাকেন, তাঁরাও আবেদনের যোগ্য নন।

পিএম ইন্টার্নশিপ স্কিমে কী কী সুবিধা পাওয়া যাবে

পিএম ইন্টার্নশিপ স্কিমের অধীনে, ছেলেমেয়েরা দেশের শীর্ষ সংস্থাগুলিতে ১ বছরের জন্য ইন্টার্নশিপ করে কাজ শিখতে পারবেন। কেন্দ্রীয় সরকার ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরের জন্য শীর্ষ ৫০০ কোম্পানিতে ১.২৫ লাখ যুবকদের ইন্টার্নশিপ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্র নির্ধারণ করেছে। এই প্রকল্পের অধীনে ৫ বছরে ১ কোটি যুবক ইন্টার্নশিপ করার সুযোগ পাবেন। এই সময়ের মধ্যে, তাঁদের প্রতি মাসে ৫,০০০ টাকা স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট সংস্থা প্রতি মাসে ৫০০ টাকা করে দেবে আর কেন্দ্রীয় সরকার প্রতি মাসে ৪,৫০০ টাকা করে দেবে। কেন্দ্রীয় সরকার সরাসরি প্রার্থীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ৪,৫০০ টাকা করে পাঠাবে। এছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকার এককালীন ৬,০০০ টাকা দেবে। কেন্দ্রীয় সরকারের বিমা প্রকল্প, প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বিমা যোজনা ও প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বিমা যোজনার অধীনে প্রতিটি আলাদা ইন্টার্নকে বিমা কভারেজ দেওয়া হবে, যার প্রিমিয়াম কেন্দ্রীয় সরকার দেবে। এছাড়াও কোম্পানি ইন্টার্নদের অতিরিক্ত দুর্ঘটনাজনিত বিমা কভারেজ দেবে। ইন্টার্নশিপ শুরু হবে ২ ডিসেম্বর থেকে। কোন কোন সংস্থায় ইন্টার্নশিপের সুযোগ রয়েছে নামি সংস্থাগুলির মধ্যে রয়েছে গুগলস, রিলায়েন্স, মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রা, টাটা কন্স্যালটেন্সি সার্ভিস, লার্সেন অ্যান্ড টুব্রো, এইচ.ডি.এফ.সি. ব্যাঙ্ক, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক, টাটা স্টিল, এন.টি.পি.সি. লিমিটেড, আই.টি.সি.. ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন, আই.সি.সি.আই. ব্যাঙ্ক, পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশন, উইপ্রো, এন এম ডি.সি. জিন্দাল, হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম, স্টিল অথরিটি অফইন্ডিয়া, মারুতি সুজুকি, হিরো মোটরস, ভারত পেট্রোলিয়াম, বন্ধন ব্যাঙ্ক, সিপলা, পিরামল, আই.আর.এফ.সি., জিবোধা, ব্রিটানিয়া, ড. রেড্ডি, লুপিন, কন্টেনার কর্পোরেশন, অশোক লেল্যান্ড, আদিত্য বিড়লা, আদানি, ম্যাজাগাঁও, ভোল্টাস, রাইটস, কোটাক মাহিন্দ্রা, এল. আই.সি. হাউজিং ফিনান্স-সহ ৫০০টি কোম্পানি।

ইন্টার্নশিপের পরে কী চাকরি হবে?

ইন্টার্নশিপ করার পর নিশ্চিত চাকরির কোনো সুযোগ নেই। তবে, সংশ্লিষ্ট সংস্থা প্রয়োজন মনে করলে ওই ইন্টার্নকে চাকরিতে নিতে পারে। ১২ মাসের ইন্টার্নশিপ করার পর কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে পি.এম. ইন্টার্নশিপ-২০২৪ হিসাবে সার্টিফিকেট পাবেন।

কিভাবে ইন্টার্ন বাছাই করা হবে

একটি উদ্দেশ্যমূলক, ন্যায্য, সামাজিকভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও প্রযুক্তি চালিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ইন্টার্ন বাছাই করা হবে। প্রার্থীদের পিএম ইন্টার্নশিপ পোর্টালে নাম রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। সেই প্রোফাইল দেখে বাছাই করা হবে। সংশ্লিষ্ট কোম্পানি প্রার্থীদের বাছাই করবে ও তাদের নিজেদের বাছাইয়ের মানদণ্ডের ভিত্তিতে ইন্টার্নশিপ করার সুযোগ দেবে। দরখাস্ত করার সময় পছন্দমতো কোম্পানির নাম দিতে পারবেন না। তবে, প্রেফারেন্স হিসাবে বিভিন্ন সংস্থার উল্লেখ করতে হবে।

দরখাস্ত করতে কী কী প্রমাণপত্র থাকতে হবে: পোর্টালে নাম নথিভুক্ত করার সময় প্রার্থীদের জমা দিতে হবে আধার কার্ড, শিক্ষাগত যোগ্যতার শংসাপত্র, সদ্য তোলা পাশপোর্ট মাপের ফটো। কবে থেকে দরখাস্ত নেওয়া হবে: ১২ অক্টোবর থেকে কেন্দ্রীয় কর্পোরেট মন্ত্রক প্রধানমন্ত্রী ইন্টার্নশিপ স্কিম"এর জন্য রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া শুরু করেছে। আবেদনের জন্য কোনো ফী লাগবে না। দরখাস্ত করার শেষ তারিখ: দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ছিল ১০ নভেম্বর। পরে শেষ তারিখ বাড়িয়ে ১৫ নভেম্বর করা হয়েছে। বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করতে হবে ১৮০০ ১১৬০৯০ (টোলফ্রি)। ওয়েবসাইট- www.pminternship.mca.gov.in

পিএম ইন্টার্নশিপ স্কিম-এর জন্য কীভাবে আবেদন করবেন

(১) পিএম ইন্টার্নশিপ স্কিমের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট www.pminternship.mca.gov.in দেখুন। ২) তারপর রেজিস্টার লিঙ্কে ক্লিক করুন। একটি নতুন পেজ খুলবে।

(৩) এখানে রেজিস্ট্রেশনের জন্য জিজ্ঞাসা করা সব বিবরণ পূরণ করুন ও সাবমিট"এ ক্লিক করুন।

(৪) যে তথ্য দিয়েছেন তার ওপর ভিত্তি করে পোর্টাল বায়োডাটা তৈরি করবে।

(৫) এখন লোকেশন, সেক্টর, কার্যকরী ভূমিকা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ৫টি ইন্টার্নশিপের সুযোগের জন্য আবেদন করতে হবে।

ভারত ইলেক্ট্রনিক্স লিমিটেডে ৭৮ ইঞ্জিনিয়ার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা: ভারত ইলেক্ট্রনিক্স লিমিটেড সিনিয়র ফিল্ড অপারেশন ইঞ্জিনিয়ার, ফিল্ড অপারেশন ইঞ্জিনিয়ার, প্রোজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার-। ও ট্রেনি ইঞ্জিনিয়ার-। পদে ৭৮ জন লোক নিচ্ছে। বি.ই., বি.টেক, এম.ই., এম.টেক, কোর্স পাশ ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। কম্পিউটার সায়েন্স বা, আই.টি.র এম.এসসি. কোর্স পাশরাও যোগ্য। এম.সি.এ. কোর্স পাশরাও আবেদন করতে পারেন। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ট্রেনি ইঞ্জিনিয়ার পদের বেলায় ২৮ বছরের মধ্যে, প্রোজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার পদের বেলায় ৩২ বছরের মধ্যে। চাকরি হবে চুক্তিতে।

ট্রেনি ইঞ্জিনিয়ার পদে পারিশ্রমিক মাসে ৩০,০০০ টাকা (প্রতি বছর ৫,০০০ টাকা ইনক্রিমেন্ট হবে)। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: 383/ HR/ HLS&SCB 2024-25.

প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। কবে কোথায় পরীক্ষা হবে তা ওয়েবসাইটে পাবেন। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ২৪ নভেম্বরের মধ্যে। এজন্য বৈধ ই-মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো, সিগনেচার স্ক্যান করে নেবেন। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ট্রেনি ইঞ্জিনিয়ার পদের বেলায় ১৫০ টাকা, প্রোজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার পদের বেলায় ৪০০ টাকা আর অন্যান্য পদের বেলায় ৪৫০ টাকা অনলাইনে দিতে হবে। তপশিলী, প্রতিবন্ধীদের ফী লাগবে না। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন এই ওয়েবসাইটে: www.bel-india.in/careers <http://www.bel-india.in/careers>.

নাম পরিবর্তন

আলিপুর ফার্স্টক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে ১০-৭-২০২৪ তারিখের এফিডেভিট বলে আমি ঘোষণা করছি যে আমার ছেলের প্রকৃত নাম সুজয় প্রামাণিক। ভুলবশত তার জন্ম সার্টিফিকেটে সুজয়ের বদলে বিজয় প্রামাণিক নথিভুক্ত হয়েছে। সুজয় প্রামাণিক ও বিজয় প্রামাণিক এক এবং অদ্বিতীয় ব্যক্তি।

মনোরঞ্জন প্রামাণিক
খাস রামকর চর,
সাগর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

বিজ্ঞপ্তি

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য আপনাদের অপেক্ষায়

হিন্দ্ সংঘ

যোগাযোগ
৮৫৮২৯৫৭৩৭০

বিজ্ঞপ্তি

কম খরচে পাত্র-পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দপ্তরে। ইমেলেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

কর্মখালি

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালিতে সমাজ কল্যাণ দপ্তর অনুমোদিত আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনার জন্য মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫/ ৯৮৩০২৮৪৯৯২

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১৬ নভেম্বর – ২২ নভেম্বর, ২০২৪

মেষ রাশি : এই জাতক জাতিকারা অনেক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ফলা ফল পাবে। চাকুরিজীবী এবং ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে অনুকূল ফলাফল আশা করা যায়। এই সময় দশম ভাবে বুধ এবং শনি দেবতা কর্মদাতা হিসাবে আপনাকে পরিশ্রম করার রসদ যোগাবে এবং ব্যবসার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের গ্রহগুলি শুভদৃষ্টি ভাগ্যের অনুকূলে। শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে অনুকূল এবং স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে বিড়ম্বনা রয়েছে। রাস্তা ঘাটে সাবধানে চলার প্রয়োজন।

প্রতিকার : প্রত্যহ হনুমান চালিশা পাঠ করুন।

বৃষ : এই সপ্তাহে সপ্তমভাবে মঙ্গল ও কেতু এবং রাহুর দৃষ্টি থাকায় ও অষ্টমে রবি ও শুক্র বিরাজমান থাকায় ভিন্ন ফল প্রদান করবে। কর্মজীবন এবং ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে শুভ ফল আশা করা যায়। কিন্তু সহকর্মীদের সঙ্গে বাক-বিতন্ডার সম্ভাবনা রয়েছে। শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় ভালো ফল করবে। স্বাস্থ্য সমস্যা থাকবে। বিপদের আশঙ্কা আছে। সাবধানে চলাফেরা করবেন।

প্রতিকার : হনুমান চালিশা বা গায়েত্রী মন্ত্র ১০৮বার জপ করুন।

মিথুন : চাকুরিজীবীরা যথেষ্ট সুফল পাবেন। যেহেতু দশমভাবের অধিপতি নবমভাবে তাই স্থানান্তর হওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে অনুকূল। শিক্ষা ক্ষেত্রে সুফল পাবে। এবং বিবাহের সম্ভাবনা প্রবল। পারিবারিক ব্যয় বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : মা দুর্গার স্তব এবং শুক্রবার উপবাস।

কর্কট : মিশ্রফল পাবেন। চাকুরিজীবীদের খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। যেহেতু দশমাভাবাধিপতি কেতুর সঙ্গে পঞ্চমভাবে থাকবেন। ব্যবসায়ীদের অনুকুল হবে। উচ্চ শিক্ষার্থীদের সাফল্য পাবার সম্ভাবনা। গুরুজনদের স্বাস্থ্য বিষয়ে সাবধান।

প্রতিকার : শ্রী বিষ্ণু সহস্রনাম পাঠ করবেন ১০৮ বার ও চন্দনের ফোঁটা।

সিংহ : চাকুরিজীবীদের এবং ব্যবসায়ীদের শুভ সপ্তাহ বলা যায়। পারিবারিক জীবন শান্তিপূর্ণ হবে। ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। আর্থিক ঋণ নেওয়ার পরিকল্পনা থাকলেও ঋণ নেবেন না, তাতে সমস্যা বাড়তে পারে। ১৮ জুনের পর স্বাস্থ্য সমস্যা থাকবে।

প্রতিকার : গায়ত্রী মন্ত্র ১০৮ বার জপ।

কন্যা : চাকুরীজীবীদের ক্ষেত্রে শুভ বলা যাবে না। ব্যবসা ক্ষেত্রে শুভ ফল পাবে। শিক্ষার্থীদের শুভ। চতুর্থভাবে শুক্র ও রবি পারিবারিক জীবনে সুখ আনবে। ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। স্বাস্থ্যহানি হবে।

প্রতিকার : গায়ত্রী মন্ত্র ১০৮ বার জপ করুন।

তুলা : কর্মজীবনে উত্থান পতন থাকবে চাকুরীজীবীদের। ব্যবসার প্রসার হবে। বিবাহিত জীবন সুখের হবে। আর্থিক সুখ সমৃদ্ধি থাকবে এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

প্রতিকার : বিষ্ণুর সহস্র নাম পাঠ করুন ১০৮ বার।

বৃশ্চিক : কর্মজীবন এই রাশির জন্য খুব ভালো যাবে। চাকুরিজীবীদের অনুকূলে মান সম্মান বৃদ্ধি পাবে। ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সময়। পরিবার সম্পর্কিত ছোট খাট সমস্যা হবে। আপনি কোনও দুর্ঘটনায় পড়তে পারেন।

প্রতিকার : প্রতিদিন হনুমান চালিশা পাঠ করুন।

ধনু : চাকরিতে এবং ব্যবসায় সাফল্য পাবেন। শিক্ষার্থীরা আশানুরূপ ফল না পেলেও উত্তীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা। পারিবারিক জীবনে সুখ অনুভব করবেন। স্বাস্থ্যের দিকে সচেতনতার প্রয়োজন।

প্রতিকার : মহা মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র ১০৮ বার পাঠ।

মকর : চাকুরীজীবীদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরিশ্রম ব্যতীত সাফল্য পাবে না। ব্যবসায়িক দিক দিয়েও খুব অনুকূল প্রভাব পাবে না। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অধিক পরিশ্রমের প্রয়োজন। বিবাহিত জীবনে সমস্যার দেখা দিতে পারে। আয়ের থেকে ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যা থাকবে।

প্রতিকার : শনিদেবের স্ত্রোত্র পাঠ।

কুম্ভ : চাকরির ক্ষেত্রে সদা সতর্ক থাকতে হবে। ব্যবসার সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এই মাসটি ভাল বলা যায়। শিক্ষার্থীদের শুভ। পারিবারিক জীবনে অশান্তির সম্ভাবনা। বিবাহিত জীবন শুভ হলেও ঋণের সম্ভাবনা রয়েছে। স্বাস্থ্য বিষয়ে সতর্কতা প্রয়োজন। রাস্তাঘাটে সাবধানে চলাফেরা করবেন।

প্রতিকার : ওঁ নমঃ শিবায় জপ ১০৮ বার।

মীন : চাকুরীজীবীদের কর্মজীবনে দশমভাবে কর্মক্ষেত্রে অনেক শুভ গ্রহের অবস্থান সাফল্য এনে দেবে। ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে অনুকূল থাকলেও সাবধানে লেনদেন করবেন। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা পাবে। শিক্ষার্থীদের সময় ভালো যাবে। পারিবারিক অশান্তির সম্ভরবনা রয়েছে। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে শুভ। স্বাস্থের পিঠের ব্যথা, কোমরের ব্যথা হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতে হবে ১০৮ বার।

শব্দবার্তা ৩১৯

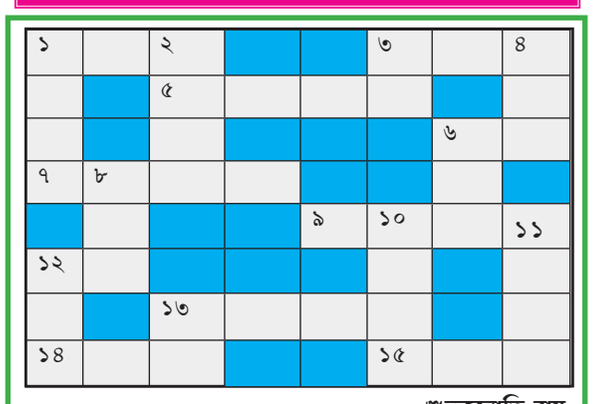

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। গগন ৩। বিচারের জন্য উপস্থাপিত, রুজু ৫। অভিপ্রায় ৬। শরতের এক ফুল ৭। নয়টি চূড়াযুক্ত দেব মন্দির ৯। দোষ, ত্রুটি ১২। মালা ১৩। ক্লান্তি দূর হয়েছে এমন ১৪। পদ্ম ১৫। তরঙ্গ, ঢেউ।

উপর-নীচ

১। আমন্ত্রণ, ডাক ২। তরবারি ৩। বনের আগুন, বনাগ্নি ৪। বিষ্ণু ৬। কক্ষ, ঘর ৮। বৎসর ১০। – লোভে অলি আসিয়া জটিল ১১। অর্থভাণ্ডার, কোষ ১২। শখ, ইচ্ছা ১৩। হাতি।

সমাধান : ৩১৮

পাশাপাশি : ১। আবীত ৪। জোরালো ৫। চারণকবি ৬। উপকূল ৭। পঙ্কিলতা ৯। দেহপিঞ্জর ১১। বাসর ১২। নভস।

উপরনীচ : ১। আলোচনা ২। তর্পণ ৩। মানবিকতা ৪। জোলাপ ৬। উপদেশক ৭। পরবাস ৮। লহর ১০। পিছন।

আধ্যাত্মিক

ভূত হয়ে আছি তাই সব ভৌতিক

অচিন্ত্যরতন দেবতীর্থ

মহাভারতে কথিত আছে, যা আছে ব্রহ্মাণ্ডে তাই আছে দেহভাণ্ডে। অর্থাৎ পঞ্চমহাভূত আমাদের দেহের মধ্যেই আছে। পঞ্চমহাভূত হল ক্ষিতি (মাটি), অপ (জল), তেজ (অগ্নি বা জ্যোতি), মরুৎ (বায়ু) ও আকাশ বা ব্যোম (শূন্য) দেহের মধ্যে ভূত আছে বলেই আমরা ভূত দেখতে পাই। অর্থাৎ ভূতে পাওয়া মানুষ, আমরা তাই সব ভৌতিক। গীতার জ্ঞানযোগ (৪/৪০) শ্লোকে বলা হয়েছে, 'সংশযাত্মা বিনশাতি'- সংশয়চিত্র ব্যক্তি নিবষ্ট হয়। কারণ মন সর্বদা দেহেতে আবদ্ধ থাকে। কলিতে অন্নগত প্রাণ, রোগ-শোক লেগেই আছে। তাই দেহে আত্মবুদ্ধি যায় না। এই ভোগবাদী জগতে সম্পূর্ণ চিন্তাশূন্য মন অসম্ভব। মানুষের মন সবটা তো সাধারণ সংকল্প বিকল্প চিন্তার আকার। অর্থাৎ মন বিক্

প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার রাস্তায় নিম্নমানের কাঁচামাল

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা প্রকল্পে রাস্তা নির্মানে নিম্ন মানের পিচ ও না ভাজা বালি দিয়ে রাস্তা নির্মাণের অভিযোগ উঠেছে ঠিকাদারের বিরুদ্ধে। মুরারই ১নং ব্লকের ধিতোড়া থেকে কনকপুর ভাঙ্গাপাড়া ৮.৫৯০ কিমি রাস্তা নির্মাণের কাজ চলছে ২৬ নভেম্বর ২০২৩ সাল থেকে। মাটির কাজ ও পাথর বিছানোর পর এখন চলছে পিচের কাজ। কনকপুর ও ডাঙ্গাপাড়া এবং ডুমুরগ্রামের বাসিন্দারা বলেন, যেভাবে বোর্ডে সিডিউল দেওয়া আছে সেইমত পিচের আস্তরণ এক ইঞ্চিও নয়। তার উপর নিম্নমানের পিচ এবং উপরে না ভাজা বালি ছড়িয়ে রোলার দেওয়া হচ্ছে। পায়ের ধাক্কায় উঠে যাচ্ছে পিচসমেত পাথরের স্তর। মনেই হয় না এটা পিচের রাস্তা। যারা কাজ করছেন তাদের বক্তব্য শক্ত হতে দেরি হবে। ওই নির্মানরত অবস্থায় ওই কাঁচা পিচের রাস্তা দিয়ে চলছে বালি ও পাথর বোঝাই ট্রাক্টর ফলে ভেঙ্গে যাচ্ছে রাস্তা। যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করা হয় না বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের।

গ্রামবাসীরা বলেন, প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা প্রকল্পের ৮.৫৯০ কিমি ধিতোরা–কনকপুর রাস্তা নির্মাণে ব্যায় বরাদ্ধ আছে ৪৫৮.৩৬ লক্ষ টাকা। পিচ হবে ৬.৫৬০ কিমি এবং চালাই হবে ২.০৩০ কিমি। ঠিকাদার সামিউল ইসলাম। নির্বাহী বাস্তুকার ডব্লুবিএসআরডিএ বীরভূম ডিভিশন পশ্চিমবঙ্গ সরকার। অর্থানুকুল্যে ভারত সরকার গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক। এই রাস্তাটি ধিতোড়া, ডুমুরগ্রাম, বালিয়াড়া, মলয়পুর মাঝে পড়ছে ঝাড়খন্ড রাজ্যের কাঁসাদিঘী, রঘুনাথপুর, ডাঙ্গাপাড়া এবং বাংলার ডাঙ্গাপাড়া ও কনকপুর। রাস্তাটি যুক্ত হয়েছে মুরারই–কনকপুর রাজ্য সড়কের সঙ্গে। গ্রামবাসীদের দাবি, সিডিউল হিসাবে কাজ করতে হবে ঠিকাদারকে। তা নাহলে আমরা অভিযোগ জানাবো জেলা সড়ক দপ্তরে। প্রতিক্রিয়া জানতে ঠিকাদারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে ফোন ধরেন নি।

মুরারই ১নং ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক বীরেন্দ্র অধিকারী বলেন, প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার রাস্তা দেখভাল করেন জেলার এসআরডিএ আধিকারিক। এসআরডিএ আধিকারিকের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা যায় নি।

দিকে দিকে বালি পাচার রুখলো এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ডিএসপি স্বপনকুমার চক্রবর্তীর নেতৃত্বে অবৈধ চালানে বালি পাচার রুখলো বীরভূম জেলা এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ। বুধবার ১৩ নভেম্বর মধ্যরাতে আকস্মিক পরিদর্শনকালে বিভিন্ন থানা এলাকার বিভিন্ন স্থানে বেশ কিছু সংখ্যক অবৈধ বালিবোঝাই যানবাহন আটক করা হয়। ১৪ নং জাতীয় সড়কে দুবরাজপুর থানার গোপালপুরে দুটি বালি ওভারলোড ট্রাক্টর আটক করা হয় । তারা লোবার অজয় নদী থেকে বালি উত্তোলন করে এবং কোনো ই–চালান ছাড়াই কাছাকাছি গ্রামে চলে যায়। একটি মালদাগামী বালিবোঝাই গাড়ি ইলামবাজার থানার পাইয়ের মোরে আটক করা হয় যেটি জয়দেব ঘাটে অজয় নদী থেকে বালি সংগ্রহ করেছিল কিন্তু কাটোয়া মহকুমার কেতুগ্রামের পালিতা ঘাটের ই–চালান ছিল। এটি একটি জাল ই–চালান প্রমাণ করে। সাঁইথিয়ার জলটাঙ্কি ঘাট থেকে ময়ূরাক্ষী নদীর তীর থেকে বালি তোলা দুটি মুর্শিদাবাদগামী বালি ওভারলোড ডাম্পার সাঁইথিয়া তালতলার কাছে ধরা পড়ে। উভয় ডাম্পারের কোনো ই–চালান ছিল না। বেআইনিভাবে বালি পরিবহনের সাথে জড়িত এই সমস্ত যানবাহনকে আরও ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্টদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে । ট্রাক্টর পিছু পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং ডাম্পার পিছু এক লক্ষ টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ডিএসপি স্বপনকুমার চক্রবর্তীর নেতৃত্বে গোপনসূত্রে খবর পেয়ে ৯ নভেম্বর রাত দেড়টা নাগাদ নির্ধারিত রাতের রাউন্ড তত্ত্বাবধানের ডিউটির কোর্সে একটি মোরগ্রাম–মুর্শিদাবাদ ওভারলোড ডাম্পার (ডব্লিউ বি৫৭ই০৬২৬) ১৪ নং জাতীয় সড়কে রামপুরহাট চকপাড়া মোরের কাছে আটক করে বীরভূম জেলা এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ। চালক বলে ই–চালান ছাড়াই কাঁকরতলায় অবৈধ বালিঘাট থেকে বালি সংগ্রহ করেছিল। সপ্তাহে অন্তত ৩/৪ বার এইধরনের অবৈধ বালি পরিবহনের সঙ্গে জড়িত। রামপুরহাট থানার আইসির হাতে গাড়িটি (WB57E 0626) হস্তান্তর করা হয়। গাড়িটির এক লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

ডাক বিভাগে অব্যবস্থা

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

দক্ষিন ২৪ পরগণার কাকদ্বীপ ডাকঘরে হাজার হাজার টাকার লেদেন হয়। সেভিংস ব্যাঙ্ক ও মনি অর্ডারের কাজ যথেষ্ট বেড়েছে। এই ডাকঘর থেকে পাশ বই বছরে একবার সুদ কষার জন্য বারুইপুরের বড় ডাকঘরে পাঠানো হয়। জানা গেল, মাসের পর মাস ঐ সব পাশবই বাইপুরে জমে আছে। পাশবই ফেরৎ না আসাতে জনসাধারণের পক্ষে টাকা লেনদেনে যথেষ্ঠ অসুবিধা হচ্ছে। এভাবে দীর্ঘদিন চলতে থাকলে সরকারের সঞ্চয় প্রকল্প বানচাল হবার আশঙ্কা আছে। আরও জানা গেল কাকদ্বীপ ডাকঘরে মণি– অর্ডার ফরম, টেলিগ্রাম ফরম ও মণি– অর্ডারের রসিদবইও পাওয়া যাচ্ছেনা। অবিলম্বে এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্ম সংশ্লিষ্ট ডাক কতপক্ষকে অনুরোধ করছি।

৯ম বর্ষ, ১৫ নভেম্বর ১৯৭৪, শনিবার, ২ সংখ্যা

ক্রাইম ডেস্ক

তরুণীকে ধর্ষণ, গ্রেপ্তার দাদা সহ ৪

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৯ নভেম্বর গভীররাতে লাভপুরে ১৮ বছরের এক তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগে তার পিসতুতো দাদা শফিকুল শেখকে গ্রেপ্তার করেছে লাভপুর থানার পুলিশ। ধর্ষণে সহযোগিতা করার অভিযোগে তিন কাকাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। একজন পলাতক। নির্যাতিতার বাবা মা কর্মসূত্রে অন্য রাজ্যে থাকে। তরুণী একাই থাকতো। নির্যাতিতা আদালতে গোপন জবানবন্দি দিয়েছে। ১১ নভেম্বর বোলপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে ধৃতদের ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

আঙ্গুল গেল প্রতিবাদীর, ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিনিধি : ওভারলোডেড ডাম্পার তীব্রগতিতে যাতায়াত করার প্রতিবাদ করায় এক যুবকের আঙ্গুল কাটলো দুষ্কৃতীরা। সাঁইথিয়া–আহমেদপুর হয়ে একাধিক বালি– পাথরবোঝাই ওভারলোড ডাম্পার–ট্রাক–দশ চাকা গাড়ি তীব্রগতিতে যাতায়াত করে বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। ৯ নভেম্বর সন্ধ্যায় আহমেদপুরের ঈশ্বরপুরে এক ডাম্পারের ধাক্কায় কুকুরের মৃত্যু হয়। ঘটনার প্রতিবাদ করায় অভীক ভট্টাচার্য নামে এক যুবকের আঙ্গুল কেটে দেয় ডাম্পার চালক ও তার দলবল। ওই ডাম্পার চালক দলবল নিয়ে প্রতিবাদী যুবকের বাড়িতে চড়াও হয়। প্রতিবাদী অভীকের মা সহ অন্যান্য মহিলাদেরও মারধর করে বলে অভিযোগ। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, পুলিশ ও তৃণমূল নেতাদের মদতে এই বাড়বাড়ন্ত বেআইনি বালি ও পাথর বোঝাই গাড়ি চালকদের। মাস গেলেই মোটা টাকা রফা হয়, তাই এই কুকীর্তিতে ছাড় রয়েছে। অবিলম্বে দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবি জানানোর পাশাপাশি অবৈধ বালি ঘাট বন্ধ করার দাবি জানিয়েছে স্থানীয় বাসিন্দারা। যোগাযোগ করা হলে জেলা পুলিশ সুপার রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায় কোনো মন্তব্য করবো না বলে ফোন কেটে দেন। দুইজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে সাঁইথিয়া থানা সূত্রে জানা গিয়েছে।

দুর্ঘটনা

অটো উল্টে গুরুতর জখম ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : অটো উল্টে গুরুতর জখম হলেন এক মহিলা সহ তিনজন অটোযাত্রী।মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে বাসন্তী থানার অন্তর্গত কুলতলির হালদার পাড়া সংলগ্ন বাসন্তী হাইওয়েতে।গুরুতর জখম হয়েছেন সানোয়াজ মোল্লা,আসান সরদার ও হাবিয়া সরদার। তারা বর্তমানে ক্যানিং হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তিনজনের মধ্যে সানোয়াজ মোল্লার অবস্থা সঙ্কটজনক। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে এদিন সকালে অটোতে চেপে কয়েকজন যাত্রী ক্যানিংয়ে আসছিলেন।সেই সময় কুলতলির হালদারপাড়া সংলগ্ন এলাকায় আচমকা অটো উল্টে গেলে এমন দুর্ঘটনা ঘটে।

গঙ্গায় তলিয়ে গেল ৪ স্কুল পড়ুয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, বজবজ : পুলিশ এবং স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৫ নভেম্বর সকাল আনুমানিক সাড়ে ৭ টা নাগাদ বিড়লাপুর জুটমিল কোয়াটারের বাসিন্দা ৪ নাবালক কাশীপুর আলমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিড়লাপুর এক ফটক জেটিঘাটে গঙ্গায় স্নান করতে গিয়েছিল। চারজনের ২ জন একই পরিবারের। এদের মধ্যে একজন স্নান করতে করতে স্রোতের টানে ভেসে যাচ্ছে দেখে বাকি তিনজন তাকে বাঁচাতে নদীতে ঝাঁপ দিলে চারজনই স্রোতের টানে তলিয়ে যায়। নিখোঁজ ওই চার নাবালকের নাম দিপু কুমার সা(১৬) পিন্টু কুমার সা(১৪) এরা একই পরিবারের। এছাড়াও ১৫ বছরের দীপক মাহাতো এবং ১৬ বছরের বিভাস কুমার সা। ঘটনাস্থলে নোদাখালী থানার পুলিশ প্রশাসন সহ ফায়ার ব্রিগেডের কর্মীরা এসে উপস্থিত হয়েছে নৌকার মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে তাদের খোঁজাখুঁজি করা হচ্ছে। এই প্রতিবেদন পাঠানো পর্যন্ত তাদের উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। ঘটনাস্থলে বিপর্যয় মোকাবিলা দলের সদস্যদের আসবার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই একই এলাকার ৪ নাবালকের এই নিখোঁজ হওয়ায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

অশোক নগরে যাত্রী বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৫ নভেম্বর সাত সকালে কর্মস্থলের জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়ে সমস্যায় পড়লেন উত্তর ২৪ পরগণার বনগাঁ– শিয়ালদহ শাখার লোকাল ট্রেনের যাত্রীরা। এদিন সকাল ৭ টা ৩০ মিনিটের ডাউন মাঝেরহাট লোকাল আশোকনগর স্টেশনে পৌঁছতেই যাত্রীদের একাংশ অবরোধ শুরু করে। তাদের দাবি, বেশ কিছুদিন ধরেই এই মাঝেরহাট লোকাল নিয়ে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। তাদের অভিযোগ, কখনও ট্রেন মাঝেরহাট পর্যন্ত যায় না। বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে কখনও বারাসত পর্যন্ত গিয়ে বা কখনও কলকাতা স্টেশন পর্যন্ত গিয়ে থেমে যায়। কখনও আবার বালিগঞ্জ থেকে ঘুরে যায়। ফলে অসুবিধায় পড়তে হয় যাত্রীদের। দিনের পর দিন এমনটা চলতে থাকায় এদিন অবরোধের সিদ্ধান্ত নেন যাত্রীরা। এই অবরোধের ফলে বনগাঁ–শিয়ালদহ শাখার সমস্ত লোকাল ট্রেন কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে একের পর এক স্টেশনে দাঁড়িয়ে পড়ে। ফলে অফিস টাইমে প্রত্যেক স্টেশনে উপচে পড়ে ভিড়, হয়রান হতে হয় যাত্রীদের। বিক্ষোভরত যাত্রীদের অভিযোগ এসময়ে একটি লেডিজ স্পেশাল ট্রেন আছে। সেটি ফাঁকাই যায়। কিন্তু তাতে পুরুষ যাত্রী উঠলে ২৫০ টাকা জরিমানা দিতে হয়। এদিন বিক্ষোভের খবর পেয়ে অশোকনগর থানার ওসি চিন্তামণি নস্করের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনীর পাশাপাশি আরপিএফ বাহিনীও আসে। লাঠি চার্জ করে প্রায় ১ ঘণ্টা পর অবরোধ তুলে দিতে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়। তবে মাঝেরহাট লোকাল এভাবে প্রায়শই বাতিল করার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট রেল কতৃপক্ষের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

শুক্রবার করে বন্ধ সুন্দরবন

নিজস্ব প্রতিনিধি,ক্যানিং : এতদিন মঙ্গলবার বন্ধ থাকতো সুন্দরবন। সাপ্তাহিক ছুটি হিসেবে এই দিন কোন পর্যটকদেরকে জঙ্গলে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হতো না। সমগ্র দেশের সমস্ত জঙ্গল সপ্তাহে একদিন করে ছুটি থাকে। মূলত জঙ্গল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত গাইড এবং অন্যান্য কর্মীদেরকে সপ্তাহে একদিন ছুটি দেওয়ার জন্যই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল বনদপ্তরের তরফ থেকে। সেই হিসেবেই গত বছর থেকে মঙ্গলবার বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এবার সেই নির্দেশের বদল ঘটলো। সারা বছর প্রতি শুক্রবারই বন্ধ থাকবে সুন্দরবন। সমস্ত ট্যুর অপারেটরদেরকে সরকারি এই নির্দেশের কথা জানানো হয়েছে। ১ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে তা কার্যকারী করা হবে।

গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি শুরু করে দিল জেলা প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, গঙ্গাসাগর: আগামী জানুয়ারি মাসের ৮ তারিখ থেকে শুরু হয়ে যাবে গঙ্গাসাগর মেলা। ইতিমধ্যে তার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে জেলা প্রশাসন। একের পর এক প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সাগরতটে ভয়াবহ ভাঙ্গন মেলা পরিচালনা করা জেলা প্রশাসনের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। গত মাসের সামনের সপ্তাহে মেলা মাঠ পরিদর্শন করে গেছেন জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা।এরপর রবিবার গঙ্গাসাগরে প্রশাসনিক বৈঠকের আয়োজন করা হয়। সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা, তিন অতিরিক্ত জেলা শাসক, সাগর বকখালি উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান সীমন্ত মালি, সুন্দরবন পুলিশ জেলার শীষকর্তারা। এদিন বৈঠকের পর সরেজমিনে সাগরতট পরিদর্শন করেন। সূত্রের খবর, আগামী গঙ্গাসাগর মেলায় ২ থেকে ৪ নম্বর স্নানঘাট বন্ধ থাকবে। এইসব ঘাট দিয়ে কোনও পুণ্যার্থীকে থেকে সাগরে নামতে দেওয়া হবে না। এই তিনটি স্নানঘাট বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ১ ও ৬ নম্বর ঘাটের পাশে পাশে নতুন ঘাট গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়েছে।রবিবার সাগর মেলা উপলক্ষে এক প্রশাসনিক বৈঠক থেকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ২ থেকে ৪ নম্বর স্নান ঘাটের ভাঙ্গন এলাকায় দ্রুত মেরামতির কাজ শুরু করবেন সেচ দপ্তর। মেরামতির পর এই এলাকাতে এবার সাগর আরতির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। পাশাপাশি এই এলাকায় মেলার কদিন পরিবেশ মেলা ও প্রবচনের জন্য নির্ধারণ করা হচ্ছে। গঙ্গাসাগর মেলার জন্য পুলিশ ক্যাম্পের কিছু স্নান পরিবর্তন করা হবে। এবার পুলিশের কন্ট্রোল রুম ও পুলিশ সুপারের অস্থায়ী অফিস থাকবে মেলা মাঠের মধ্যে।

মডেল ক্যানিং ষ্টেশনে উন্মুক্ত মহিলা শৌচালয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার প্রান্তিক ষ্টেশন তথা সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার ক্যানিং। প্রতিদিনই হাজার হাজার যাত্রী এই ষ্টেশন দিয়ে যাতায়াত করেন। এছাড়াও দেশবিদেশের পর্যটকরা ক্যানিং শহর হয়ে সুন্দরবনে বেড়াতে যান।বিগত কয়েক বছর আগেই মডেল ষ্টেশনের মর্যাদা পেয়েছে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার এই ষ্টেশন। ক্যানিং ষ্টেশনের শৌচালয় নিয়ে সাধারণ নিত্যযাত্রীদের বিস্তর অভিযোগ রয়েছে।দীর্ঘদিন ধরে নোংরা আবর্জনায় ভরা ষ্টেশনে। দুর্গন্ধ বের হয়। অনেক সময় নাকে রুমাল দিয়ে যাতায়াত করতে হয় নিত্যযাত্রীদের। এছাড়াও প্রতিবন্ধীদের জন্য শৌচালয় নির্মিত হলেও দীর্ঘদিন যাবৎ ভগ্নদশা তার পাশাপাশি মহিলাদের জন্য যে শৌচালয় রয়েছে তার দরজা নেই। ফলে সমস্যায় পড়লেও ক্যানিং ষ্টেশনের শৌচালয় ব্যবহার করেন না মহিলারা।নিত্য মহিলা যাত্রীদের অভিযোগ, 'রেল সব সময় বলে থাকে যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য এবং সুরক্ষার বিষয়ে রেল সজাগ রয়েছে। অথচক্যানিং ষ্টেশনের মহিলা শৌচালয়ের দরজা নেই।প্রতিবন্ধী শৌচালয় ভগ্নদশায় পড়ে রয়েছে। রেল কর্তৃপক্ষ যে জেগে ঘুমায় তার জ্বলন্ত উদাহরণ ক্যানিং ষ্টেশন। ক্যানিং ষ্টেশনের শৌচালয় সমস্যা নিয়ে পূর্ব রেলের এক আধিকারিককে জিঞ্জাসা করা হলে কোন মন্তব্য করতে রাজি হননি।

বিস্ফোরণে মৃত্যু, গ্রেপ্তার সিভিক ভলেন্টিয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিলসা বিস্ফোরণকান্ডে সিভিক ভলেন্টিয়ার দুর্গাপ্রসাদ ভট্টাচার্যকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। স্থানীয়সূত্রে জানা গিয়েছে, ১০ নভেম্বর দুপুরে সাঁইথিয়া ব্লকের ফুলুর গ্রামপঞ্চায়েতের বিলসা গ্রামে সিভিক ভলেন্টিয়ার দুর্গাপ্রসাদ ভট্টাচার্যের ঘরে বিস্ফোরণে মৃত্যু হয় এক প্রতিবেশীর। ক্ষতিগ্রস্ত হয় বাড়িটিও। বিস্ফোরণের ঘটনা ঘিরে আতঙ্ক ছড়ায় এলাকায় । ঘটনার পর উত্তেজিত জনতা ওই সিভিকের বাড়িতে চড়াও হয়ে ভাঙচুর করে। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে।

সিভিকের বাড়ির লোকজনের গ্যাস বেলুনের ব্যবসা। যে যন্ত্র দিয়ে বেলুনে গ্যাস ভরা হয় সেই যন্ত্র থেকেই কোনওভাবে বিস্ফোরণ ঘটেছে বলে অনুমান। বিস্ফোরণের তীব্রতায় বাড়ির দরজা জানলা উড়ে গিয়েছে। বাড়ির ভিতরে সিলিন্ডার বিস্ফোরণ ঘটেছে। সিভিক ভলেন্টিয়ার দুর্গাপ্রসাদের বাড়িতে বিস্ফোরণের জেরে মৃত্যু হয় প্রতিবেশী বিপত্তারণ বাগদির। বিস্ফোরনের কারণ জানতে তদন্তে নেমেছে পুলিশ। ঘটনাস্থলে গেলে পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় প্রতিবেশীরা। দুর্গাপ্রসাদ ভট্টাচার্য সাঁইথিয়া থানায় কর্মরত সিভিক ভলেন্টিয়ার। সিভিক ভলেন্টিয়ার হয়ে দুর্গাপ্রসাদের অট্টালিকার মতো রাজপ্রাসাদ বাড়ী এখন চর্চার কেন্দ্রবিন্দু। মৃত বিপদতারনের বাড়িতে বৃদ্ধা মা,স্ত্রী,বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ১৬ বছরের ছেলে আছে। মেয়ের মোরগ্রামে বিয়ে হয়েছে। মৃতের স্ত্রী নমিতা বাগদীর অভিযোগের ভিত্তিতে ১১ নভেম্বর দুর্গাপ্রসাদ ভট্টাচার্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে। ধৃতের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার অনিচ্ছাকৃত মৃত্যু ঘটানোর ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করছে পুলিশ । মঙ্গলবার সিউড়ি আদালতে তোলা হলে ধৃতকে পাঁচদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

বিধায়কের হাতে ধৃত পুলিশের গাড়িচালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব বর্ধমান: বালির গাড়ি থেকে তোলা আদায় সহ একাধিক অবৈধ কার্যকলাপে অভিযুক্ত পুলিশের গাড়ি চালক গোপাল দাস পাকড়াও হলেন এলাকার বিধায়কের হাতে। বৃহস্পতিবার এই ঘটনাটি ঘটে পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী থানা এলাকার পারুলিয়া মৌজায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, পূর্বস্থলী থানার আইসির গাড়িচালক গোপাল দাস এলাকার একটি হোটেল কাম রেস্টুরেন্টে বসে দীর্ঘদিন ধরেই অবৈধভাবে কার্যকলাপ চালাচ্ছিল। তিনি আইসির গাড়িচালকের কথা বলে দাপট দেখিয়ে বালি বোঝাই ডাম্পার থেকে মোটা টাকা তোলা আদায় করতেন। পাশাপাশি বহিরাগত মহিলাদের নিয়ে এসে হোটেলে প্রায়শঃই মধুচক্র চালাতেন। এনিয়ে বাসিন্দারা বেশ কয়েকবার প্রতিবাদ করলেও কোনও ফল তো হয়নি, উল্টে গোপাল দাস সহ তাঁর সাঙ্গপাঙ্গদের হুমকির মুখে পড়েছিলেন প্রতিবাদকারীরা। এরপরই এলাকার ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা পূর্বস্থলী উত্তর বিধানসভা ক্ষেত্রের বিধায়ক তথা তৃণমূল কংগ্রেস নেতা তপন চট্টোপাধ্যায়ের কাছে গোপাল দাসের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ জানান। ওই অভিযোগ পাওয়া মাত্রই দাপুটে বিধায়ক নড়েচড়ে বসেন এবং তিনি অভিযুক্তকে এদিন হাতেনাতে পাকড়াও করে পুলিশের হাতে তুলে দেন। এর পরপরই জেলা পুলিশ তৎপর হয়ে ওঠায় গোটা ঘটনার জোরদার তদন্ত শুরু হয়েছে। বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায় অভিযুক্ত গোপাল দাসের প্রসঙ্গে সংবাদমাধ্যমকে জানান, তিনি ভেস্ট জায়গা দখল করে নির্মাণ করছেন। ইঁটভাটায় গিয়ে জোরপূর্বক টাকা চাইছেন, বালিওয়ালাদের গাড়ি থেকে টাকা তুলছেন। তিনি থানার গাড়ি চালান বলে ভয়ে কেউ আর দেখত না। বিধায়ক বলেন, আমার তো ওসব ভয়ভীতি নেই। আমি ধরেছি এদ্দিন পর। মানুষজন আমায় যখনি অভিযোগ করেছে আমি স্টার্ট করেছি। বিধায়কের এহেন তৎপরতায় স্বাভাবিকই অত্যন্ত খুশি পূর্বস্থলীর পারুলিয়া, কালেখাঁতলা প্রভৃতি এলাকার বাসিন্দারা।

ডাইরিয়ায় মৃত ২, অসুস্থ ১২

নিজস্ব প্রতিনিধি : খয়রাশোল ব্লকের লোকপুর গ্রামপঞ্চায়েতের ৪নং সংসদের থান্দের পাড়ায় বমি,পায়খানা,পেট ব্যথা, খিঁচুনি উপসর্গ নিয়ে মৃত দুজনকে ঘিরে এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্ঠি হয়েছে। খবর পেয়ে ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তর,স্থানীয় লোকপুর থানার পুলিশ প্রশাসন, গ্রামপঞ্চায়েত জনপ্রতিনিধি সহ বিভিন্ন স্তরের লোকজন পৌঁছে পাড়ায় চিকিৎসা শিবির করেন এবং আতঙ্কিত না হওয়ার পরামর্শ দেন।

৮ নভেম্বর উক্ত উপসর্গ নিয়ে পাড়ায় প্রথম আক্রান্ত হয় অঞ্জনা বাউরী (২৮) । চিকিৎসার জন্য ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র নাকড়াকোন্দা থেকে সিউড়ি সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় বর্ধমান নিয়ে যাবার পথেই তার মৃত্যু হয়। ১২ নভেম্বর সরস্বতী বাউরী (৪৫) আক্রান্ত হয়ে সিউড়ি সদর হাসপাতালে ভর্তি হয়। ১৩ নভেম্বর মারা যায়। এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। নেপু বাউরি (৬০),রেনু বাউরি (১৮),বর্ষা বাউরী (১৫) তিনজন সিউড়ি সদর হাসপাতালে ওই সমস্ত উপসর্গ নিয়ে বর্তমানে ভর্তি রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বুধবার বিকেলে নাকড়াকোন্দা বিএমওএইচ ডাক্তার সব্যসাচী রায় সহ মেডিকেল টিম এসে এলাকা পরিদর্শন করেন। মেডিকেল টিম সহ স্থানীয়দের অনুমান, পুকুরের জল ব্যবহার থেকেই এধরনের ঘটনা হতে পারে। আপাতত অভিযুক্ত পুকুরটি সীল করে দেওয়া হয়েছে। পানীয় জল হিসেবে ব্যবহৃত টিউবওয়েলের জল পরীক্ষার জন্য নমুনা সংগ্রহ করে ল্যাবে পাঠানো হয়। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে ওআরএস হ্যালোজেন ট্যাবলেট সহ অন্যান্য ঔষধপত্র বিতরণ করা হয়।

বীরভূমে স্ক্রাব টাইফাস রোগের দাপট

নিজস্ব প্রতিনিধি : শীত পড়তেই রাজ্যে ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া রোগের সঙ্গে প্রাদুর্ভাব ঘটেছে স্ক্রাব টাইফাস রোগের। পিছিয়ে নেই বীরভূম জেলাও। এখনো পর্যন্ত রামপুরহাট স্বাস্থ্য জেলার ১২৫ জন স্ক্রাব টাইফাস রোগে আক্রান্ত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ।নলহাটি ১নং ব্লকে ৩৭, রামপুরহাট ১নং ব্লকে ৩০,ময়ূরেশ্বর ১নং ব্লকে ১৮,রামপুরহাট ২নং ব্লকে ১৫,মুরারই ১নং ব্লকে ১৩,মুরারই ২নং ব্লকে ১০,ময়ূরেশ্বর ২নং ব্লকে ০১ এবং নলহাটি ২নং ব্লকে ০১ জন স্ক্রাব টাইফাস রোগে আক্রান্ত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বীরভূম স্বাস্থ্য জেলার অন্তর্গত দুবরাজপুর ব্লকে এক শিশু সহ ২৬ জন স্ক্রাব টাইফাস রোগে আক্রান্ত হয়েছে বলে খবর মিলেছে।

ট্রমবিকিউলিড মাইটস বা পরজীবী পোকার কামড়ের মাধ্যমে মানুষের শরীরে স্ক্রাব টাইফাস রোগের জীবাণু ঢোকে। স্ক্রাব টাইফাস রোগের লক্ষণ – (১)এই রোগের প্রাথমিক লক্ষণগুলির মধ্যে একটি হল জ্বর যা সাধারণত ৩ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হয়। (২) রোগীরা মাথাব্যথা অনুভব করতে পারে যা সাধারণত প্রচণ্ড হয়। (৩) আক্রান্তরা পেশি ও হাড়ের ব্যথা অনুভব করতে পারে। (৪) কাশি এই রোগের আরেকটি লক্ষণ। (৫) গলা ব্যথাও আর একটি লক্ষণ। (৬) বেরোতে পারে চোখের লালা। **সাধারণ প্রতিকার:** (১) অ্যান্টিবায়োটিক – ডক্তরের পরামর্শ অনুসারে অ্যান্টিবায়োটিক সেবন করা হয়। (২) জ্বর ও ব্যথা উপশমকারী ওষুধ প্রয়োগ। (৩) রোগীকে বিশ্রাম নিতে বলা হয়। (৪) পর্যাপ্ত জল পান করা আবশ্যক। চিকিৎসক রামচন্দ্র ডোম বলেন, এই রোগের চিকিৎসা ডাক্তারের পরামর্শ অ

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৯ বর্ষ, ৪ সংখ্যা, ১৬ নভেম্বর – ২২ নভেম্বর, ২০২৪

ট্যাব কি অপরিহার্য

এই মুহূর্তে রাজ্য রাজনীতিতে শিক্ষাদপ্তরের তরুণের স্বপ্ন প্রকল্পের ট্যাব দুর্নীতি নিয়ে উত্তাল। ইতিমধ্যে হাফ ডজনের মত ধৃত হয়েছেন, ট্যাব কেলেঙ্কারী নিয়ে তদন্ত চলছে।

মুখ্যমন্ত্রীর ভাবনায় তরুণের স্বপ্ন প্রকল্প শুরু হয়েছিল। সরকারী বিদ্যালয়ের দ্বাদশশ্রেণীর ছাত্রদের অনলাইনে পড়াশুনোর সুবিধার জন্য এককালীন ১০ হাজার টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। করোনাকালে ছাত্রদের শ্রেণীকক্ষে পাঠদান বন্ধ ছিল। উল্লেখ্য, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর বিখ্যাত বই 'তরুণের স্বপ্ন' যা মুখ্যমন্ত্রীর প্রিয় বই, সেই নামেই প্রকল্পটির নাম নামকরণ হয়। সম্প্রতি, শিক্ষাদপ্তর দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে বিনামূল্যে 'তরুণের স্বপ্ন' বইটি পড়ার জন্য বিতরণ করবে। অবশ্য ওই বই থেকে কোনও প্রশ্ন হবেনা বলে জানানো হয়েছে। তরুণের স্বপ্ন বইটির আবেদন সর্বকালে সর্বদেশে। যদিও সুভাষচন্দ্রের সেই তরুণের স্বপ্ন বইটির সম্পাদনা তিরিশের দশকে যিনি করেছিলেন তাঁর নাম পাল্টে তৃণমূল সাংসদ সুগত বসুর সম্পাদিত লেখা হয়েছে। সুভাষচন্দ্রের সহকর্মী ও সুহৃদ গোপাল লাল স্যানাল প্রথম তরুণের স্বপ্ন বইটি সম্পাদনা করেন।

এবছর একাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্যও তরুণের স্বপ্ন প্রকল্পের অধীনে ১০ হাজারী ট্যাব দেওয়ার কাজ শুরু হয়। অধিকাংশ বিদ্যালয়ে যুদ্ধকালীন ব্যস্ততায় এই কাজ হলেও নানা দুর্নীতিচক্রের হদিশ উঠে এসেছে। যে প্রশ্নটি শিক্ষক মহলে এবং অভিভাবক মহলে উঠেছে সেটি হল আদৌ ট্যাব ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীর প্রয়োজন কি না। প্রায় সর্বত্রই বর্তমানে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান চলছে। শিক্ষক সমাজের একটা বড় অংশ সমাজ মাধ্যমে ট্যাব কেলেঙ্কারী নিয়ে নানা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছেন। তারা শিক্ষা দপ্তরের নানা পদাধিকারীদেরকেও দায়ী করছেন। ডি আই অফিসগুলিতে ফাইল নাড়াতে গেলে আর্থিক গুণগার দিতে হয় বলেও নানা অভিযোগ উঠেছে। এমনকী শিক্ষক শিক্ষিকা কিংবা শিক্ষাকর্মী গেলেও কোনও কোনও অফিস ক্লার্ক রূঢ় ববহার করেন এমনকী বিকেল চারটের আগে ডিআই অফিসে আসার নিদান দিয়ে দেন। এই অভিযোগ করা হয়ে থাকে ডিআই অফিস সহ শিক্ষাদপ্তরের বিরুদ্ধে।

বর্তমান রাজ্য সরকার 'জিরো টলারেন্স' নিয়ে প্রকাশ্যেই বক্তব্য রেখে থাকেন। এক্ষেত্রে শিক্ষাদপ্তরগুলিতে ট্যাব কেলেঙ্কারির মতো আর কোনও আর্থিক দুর্নীতি ব্যাপ্তি লাভ করতে যেন না পারে সে ব্যাপারে টাস্কফোর্স গঠন করতে পারে সংশ্লিষ্ট দপ্তর।

আগামীদিনে ট্যাব ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনোর ক্ষেত্রে কতটা কার্যকরী হবে সে ব্যাপারে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে অনুসন্ধান কমিটি করা প্রয়োজন। শুধু শহর নয়, গ্রামাঞ্চলেও শিক্ষার্থীদের কাছে মোবাইল ফোন থেকে থাকে। আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীদের জন্য ট্যাব বা টাচ ফোন দেওয়া যেতে পারে ক্ষেত্রবিশেষে। কারণ মোবাইল ফোনকে কেন্দ্র করে নানা সামাজিক সমস্যার কথা প্রায়শই অভিভাবককূল সমাজ মাধ্যমে করে থাকেন। কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, সবুজসাথী ইত্যাদি সরকারী প্রকল্প যাতে কোনভাবে দুর্নীতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের হাত দিয়ে না হয় বা কোন চক্র লিপ্ত হতে না পারে সে ব্যাপারে শিক্ষক, সাইবার সেল এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে বিশেষ নজরদারি কমিটি গড়া জরুরী। নইলে সামগ্রিকভাবে শিক্ষক সমাজের দিকে আঙুল উঠলে ভুল বার্তা যাবে যা সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক নয়।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'উৎপত্তি প্রকরণ'

ব্রহ্মা আত্মকায় হয়ে সর্বত্র ব্যাপ্ত রয়েছেন। অজ্ঞানতার কারণে আত্মাকে দর্শন উৎপন্ন সব কিছুই ব্রহ্ম। করা তো দূরস্থান, ভ্রমাত্মক জগৎই দৃশ্যরূপে জ্ঞানগোচর হয়। আবার অজ্ঞানকে উচ্ছেদ করতে পারলে এই জগৎকে সদা নিরাময় আত্মা রূপে উপলব্ধি করা যায়। পূর্বে আমি ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, সৃষ্টি কেন সৃষ্ট হয়। প্রত্যুত্তরে ব্রহ্মা বলেছিলেন, জলাশয়ে জলই নানা আবর্তে আবর্তিত হয়, জগৎ প্রকাশের শক্তিসম্পন্ন মনও বিচিত্র মননে জগদাকারে প্রকাশ পায়। হে বশিষ্ঠ।

কোন এক কল্পে সন্ধ্যাকালে আমি সমস্ত সৃষ্টি সংহৃত করে একান্ত আপনাতে আপনি স্বস্থ হয়ে নিশা অতিপাত করি। দিবসের প্রারম্ভে যথাবিধি আহ্নিক ক্রিয়াদি সম্পন্ন করি। তারপর সৃষ্টির অভিলাষী হয়ে আকাশে দৃষ্টি রেখে দেখি, সেখানে কোন আলো নেই, অন্ধকারও নেই, আছে শুধু অনন্ত আকাশ। সেই শূন্য আকাশে আমি সৃষ্টির কল্পনা করতে দেখি, অনন্ত আকাশে বিষ্ণুপালিত অসংখ্য সৃষ্টি ছড়িয়ে আছে, এমনকি আমার মত আরও দশ ব্রহ্মা সেখানে বিরাজমান। স্বর্গ–মর্ত্য–পাতালে যথাক্রমে অসংখ্য দেব–মানব–সর্প এবং কীট জীবনচারণ করছে। সেই জগতে সূর্য্যের উদয়–অস্ত, বায়ুর চলাচল, নদীর বহমানতা, গিরির স্থবিরতা, ঋতুচক্রের পরিবর্তন–প্রবাহ, প্রাণী সমূহের কর্মচঞ্চলতা, বিভিন্ন প্রাণীর বিভিন্ন কর্মফলে স্বর্গ–নরক ভোগ, আবার কোন মোক্ষার্থীর পুরুষকারবলে মুক্তিলাভ করা, এই সব দেখে আমি বিস্মিত হয়ে যাই। চোখের দৃষ্টিতে যা কখনও দেখিনি, মনোময় দৃষ্টিতে সেদিন এই অদ্ভুত জগৎ দেখলাম। কৌতূহল মেটাতে আমি সেই জগতের সূর্য্যকে জিজ্ঞাসা করলাম, এই জগৎ কেমন, কি কারণে এর উৎপত্তি? সূর্য্য নমস্কারান্তে বিনয় সহকারে বললেন, আপনি সর্বজ্ঞ, তবুও যদি আমার বর্ণনা শুনতে চান তবে বলি শুনুন।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

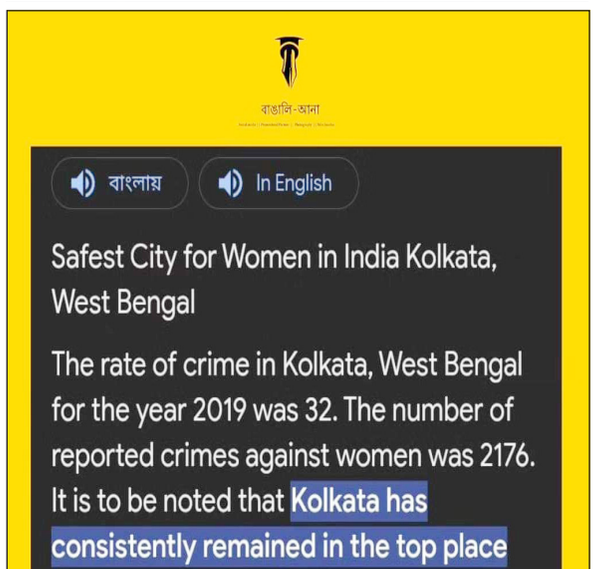

মোদীজির বন্ধু ট্রাম্প, ভারতবাসীর বন্ধু কি ?

নরেন্দ্রনাথ কুলে

ট্রাম্প আমেরিকার ৪৭ তম প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হলেন। দ্বিতীয় বারের জন্য তাঁর এই জয়। এর আগে তিনি ৪৫ তম প্রেসিডেন্ট ছিলেন (২০১৭–২০২০)। প্রেসিডেন্ট পদে দ্বিতীয়বারের জন্য তাঁর জয়ে ভারত সরকার খুশি বলে প্রচারিত হতে দেখা যাচ্ছে। তিনি মোদীজির বন্ধু বলেও পরিচিত। তার জন্য হয়তো ভারত সরকার খুশি। মোদীজির বন্ধু বলে তিনি ভারত সরকারের বন্ধু হতে পারেন, কিন্তু ভারতের মানুষের বন্ধু এমন কথা কি বলা যায়। যেমন বাংলাদেশে হাসিনা সরকারের পতনের পর হাসিনা বিরোধী মানুষজন বলেছে যে হাসিনার বন্ধু ভারত হলেও বাংলাদেশের মানুষের বন্ধু হতে পারেনি ভারত সরকার। ট্রাম্পের ক্ষেত্রে এমন প্রসঙ্গ ভারতে এখনও কেউ সেভাবে উত্থাপন করেনি। তবে ট্রাম্প বা আমেরিকা ভারতের বন্ধু বা মোদীজির বন্ধু হলে তাঁর বন্ধুসুলভ আচরণ কীভাবে বিচার হতে পারে। বন্ধু শব্দটির মধ্যে একটি নিঃস্বার্থ আচরণ জড়িয়ে থাকে। ট্রাম্পের বা আমেরিকার আচরণে সত্যই কি কোনও সেই নিঃস্বার্থ আচরণ আগে ছিল? আমেরিকা তার ব্যবসায়িক স্বার্থ ছাড়া আর কিছু যে বোঝে না তা তো সকলেরই জানা। বিগত ৪৫ তম আমেরিকার মসনদে থাকাকালীন তাঁর পদক্ষেপ বলে দিয়েছে সে কথা। কয়েকটি পদক্ষেপ উল্লেখ করা যেতে পারে।

আমেরিকার সঙ্গে ভারতের ব্যবসায়িক সম্পর্কে ভারতের থেকে আমেরিকার লাভ সবসময়ই বেশি থাকে। ট্রাম্পের আমলে আমেরিকায় ভারতের রফতানি বেড়েছিল ২২%, আর ২৯% বেশি আমদানি করতে হয়েছিল। আমদানির ক্ষেত্রে সামরিক খাতের প্রাধান্য ছিল বেশি। ড্রোন থেকে নানা ধরনের হেলিকপ্টার যা কেবল সামরিক প্রয়োজনে ব্যবহারযোগ্য। ট্রাম্পের আমলে আমেরিকার বাজারে ভারত এই খাতে প্রায় ৪.৪ বিলিয়ন ডলার খরচ করেছে। সামরিকভাবে দেশকে ক্ষমতাশালী করতে বন্ধুর প্রয়োজন নাকি বন্ধু দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার

প্রয়োজনে সামরিক সজ্জা বিক্রি করা –এই প্রশ্নে বন্ধুর ব্যবসায়িক স্বার্থেরই পরিচয় ফুটে ওঠে, তাতে কিন্তু এ দেশের মানুষের জীবনধারণের ক্ষমতা বাড়ে না।

ট্রাম্প বন্ধুর বিগত শাসনকাল ও তাঁর আমেরিকা নিয়ে আরো কয়েকটি কথা বলতে হয়। বর্ণবিদ্বেষ নিয়ে আমেরিকার পথ চলা। উন্নত দেশ। অথচ বর্ণবিদ্বেষের কালো ধোঁয়া থেকে মুক্ত নয়। ট্রাম্পের বিগত শাসনে জর্জ ফ্লয়েড নামক এক কৃষাঙ্গ ব্যক্তিকে প্রকাশ্য দিবালোকে নৃশংসভাবে খুন হতে হয় শ্বেতাঙ্গ পুলিশের হাতে। এর প্রতিবাদে ব্লাক লাইভস্ ম্যাটার আন্দোলন আমেরিকা জুড়ে শুধু নয় বিশ্বজুড়ে সেই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল। আমেরিকার সেই আন্দোলনে সর্বাধিক মানুষের অংশগ্রহণ রেকর্ড ইতিহাস তৈরি করেছিল। আসলে ট্রাম্প ভোটে তাঁর প্রচারকাল থেকে শাসনকালে তাঁর নানা মন্তব্য বর্ণবাদীকে সমর্থন করেছে। যার বহিঃপ্রকাশ প্রশাসনের শ্বেতাঙ্গ মানুষের হাতে কৃষাঙ্গ মানুষকে খুন হতে হয় । বর্ণবিদ্বেষ আমেরিকার একটি জটিল রোগ। ট্রাম্পের আমলে সেই রোগ আবার নতুন করে তখন মাথাচাড়া দিয়েছিল।

বিগত শাসনকালে ট্রাম্প মুসলিম দেশের নাগরিকদের আমেরিকা ভ্রমন নিষিদ্ধ করেছিলেন। শরণার্থীর অনুপ্রবেশ বন্ধ করার জন্য মেক্সিকো বর্ডারে প্রাচীর তুলেছিলেন যা ট্রাম্পের প্রাচীর নামে খ্যাত। এমনকী শরণার্থী শিবিরে পরিবার পৃথকীকরণের নামে অভিভাবকদের কাছ থেকে শিশুদের আলাদা করে রাখার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। সেই ব্যবস্থা শিশুদের জন্য একেবারেই স্বাস্থ্যকর ও সুস্থ পরিবেশ ছিল না বলে অভিযোগ ছিল। এমনকি শিশুদের কান্না থামিয়ে রাখার জন্য ইঞ্জেকশন দিয়ে ওষুধ প্রয়োগ করা হত যা শিশুদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যকে বিঘ্নিত করবে বলে বিশেষজ্ঞরা মন্তব্য করেছিলেন। যে প্রশাসন মানুষকে প্রকাশ্যে খুন করতে পারে, সেই প্রশাসন শিশুদের প্রতি অমানবিক হবে, এতে আর নতুন করে আশ্চর্যের কিছু নেই।

বর্ণবিদ্বেষ, মুসলিম বিদ্বেষ, শিশু বিদ্বেষকারী এই ট্রাম্পের বন্ধু মোদীজি। বাংলায় একটা কথা আছে, সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি। কিংবা সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে নরকবাস। এই সঙ্গ নিয়ে তাঁদের বন্ধুত্ব কোন পথে তা পাঠক নিশ্চয় বুঝতে পারবেন। তবে করোনাকালে দুই বন্ধুর সরকার দেখিয়ে দিয়েছে, সাধারণ মানুষ কত অসহায় হয়েছিল। উন্নত দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও উন্নয়নশীল দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মধ্যে কোন পার্থক্য দেখা যায়নি সেদিন । উন্নত ও উন্নয়ন শব্দের চেহারায় স্বাস্থ্য ব্যবস্থার করুণ চিত্র লুকিয়ে যে ছিল তা দেখিয়ে দিয়েছে কোভিড–১৯। দুই বন্ধু সেদিনও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার করুণ চিত্রে তথ্যের ষড়যন্ত্র তৈরি করেছিল । ষড়যন্ত্র তত্ত্ব ও বিভ্রান্তিকর মন্তব্যে ট্রাম্প আমেরিকার ইতিহাস তৈরি করেছিলেন। এমনকী তাঁর বিরুদ্ধে চৌত্রিশটি জালিয়াতির অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। পরিশেষে আদালতে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে তাঁকে। ইতিহাসবিদ ও পন্ডিতদের মতে ৪৫ তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনিই আমেরিকার ইতিহাসে সবথেকে নিম্নমানের প্রেসিডেন্ট। বিদ্দজনের কাছে একজন নিম্নমানের প্রেসিডেন্ট হিসেবে বিবেচিত হলেও তিনি পুনরায় ক্ষমতা দখল করলেন। তাঁর এই জয় সে–দেশের সুস্থ পরিস্থিতির প্রশ্ন এড়িয়ে যেতে পারে না ।

প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিম্নমানের পরিচিতি যাঁর, তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্বের সমীকরণে তাঁদের বন্ধু বিনে হয়তো প্রাণ নাও বাঁচতে পারে, তবে দেশের মানুষের প্রাণের কথা তাঁদের প্রাণে বাজতে পারে, এ কথা কি নিশ্চিত করে বলা যায়?

পার্ষদ ব্রজবালাদের মনোবাসনা পূর্ণ করতেই হয়েছিল অপ্রাকৃত রাসলীলা

রসিক গৌরাঙ্গ দাস
জনসংযোগ আধিকারিক
ইসকন, শ্রীমায়াপুর

আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার দুইশত একচল্লিশ বছর আগে জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিশেষ সংখ্যাতত্ত্বের (পশ্চাৎগণনানুসারে) শ্রীধাম বৃন্দাবনের ধীরসমীরে, যমুনা তীরে বংশীবটমূলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপাঙ্গনাদের সঙ্গে অপ্রাকৃত রাসলীলা বিলাস করেছিলেন। শারদীয়া পূর্ণিমার রাতে এই রাস নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই রাতে সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি অপরূপসাজে সুসজ্জিত হয়েছিল। পূর্ণ চন্দ্রের স্নিগ্ধ চন্দ্রালোকে গগণমণ্ডল ছিল উদ্ভাসিত। বৃক্ষ, লতা, গুল্মাদি, পশুপক্ষী উন্মুখ হয়েছিল ভগবানের রাসলীলা দর্শনে। শ্রীকৃষ্ণের নরলীলা সমূহের মধ্যে সর্বোত্তম রাসলীলা। এই রাস নৃত্য ছিল সম্পূর্ণ চিন্ময়। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ৮ বছর। শ্রীকৃষ্ণ কেবল আনন্দময় আনন্দময়োহভ্যাসাৎ। বৃন্দাবনে সকলেই আনন্দময়। পশু–পক্ষী, বৃক্ষ–লতা, জল–স্থল, গাভী, গোবৎস, গোপবাল এবং গোপবালিকারা সকলেই কৃষ্ণপ্রেমে আনন্দময়। শ্রীকৃষ্ণকে ভালোবেসে তারা পরম আনন্দে মগ্ন।

ভগবানের ভগবত্তার নির্যাস হল মাধুর্যরস। যা পূর্ণরূপে প্রকটিত হয়েছে দ্বাপর যুগের শেষে কৃষ্ণলীলায়। শরতের শেষে বিশ্বপ্রকৃতি যেন আনন্দমগ্না। যমুনাপুলিন শরদজ্যোৎস্না দ্বারা বিধৌত।

বিশ্বপ্রকৃতির মনোমুগ্ধকর পরিবেশে শরৎ পূর্ণিমার রাতে বটমূলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বংশীবাদন শুরু করলেন। মন প্রাণ হরণকারী ধ্বনি শুনে ব্রজগোপীকারা তাঁদের পতি, পুত্র, গৃহকর্ম, জাতি–কুল–মান সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মহামিলনের জন্য রাসস্থলীতে ছুটে এসেছিলেন। ভগবানের সঙ্গে মিলনের জন্য এইরূপ ব্যাকুলতাই মানুষকে চরম সার্থকতা এনে দেয়। কৃষ্ণানুরাগে রঞ্জিত হয়ে ওঠাই ছিল ব্রজবালাদের একমাত্র সাধনা। শ্রীকৃষ্ণও নৃত্যানুষ্ঠানের উপযুক্ত স্থান–কাল–পাত্র–বিবেচনা করে মল্লিকা, জুঁই ও অন্যান্য অত্যন্ত সুগন্ধিযুক্ত পুস্প দ্বারা নিজেকে সজ্জিত করেছিলেন। অপ্রাকৃত রাসনৃত্য শুরু হল। রাসমণ্ডলীতে দুই গোপী তাঁর মধ্যে কৃষ্ণ। যত গোপী তত কৃষ্ণ। রাসরসের নায়ক শ্রীকৃষ্ণ।

'নাচতঘন নন্দলাল রসবতী করি সঙ্গে। এই রাসনৃত্যে বিশ্বভুবন নাচে। ফুলের উপর নাচে ভ্রমরভ্রমরী। মেঘের তালে নাচে ময়ূরময়ূরী। কদম্ব শাখায় নাচে শুক–শারী। বৃক্ষ–লতা , পশু–পক্ষী, জল–স্থল, আকাশ–বাতাস আনন্দে নৃত্য করে গোপী–গোবিন্দের প্রেমের উদ্বেলতায়। এই চির আনন্দ খেলার বিরাম নেই। চলছে নিরন্তর, নিরবচ্ছিন্ন।

শ্রীকৃষ্ণ কে? সকল বিশ্বজীবের অন্তরে যিনি অধ্যক্ষ বা বুদ্ধি প্রভৃতির সাক্ষী, সেই পরমাত্মা আজ ক্রীড়ার তরে লীলা বিগ্রহধারী। সকলের অন্তরের অন্তরতম রূপে শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমান। তাঁর কেউ পরম নেই। কী পুরুষ, কী নারী, সকলেরই হৃদয় বিহারী। তাঁর এই লীলা আত্মার সঙ্গে আত্মার বিহার। নিজের সঙ্গে নিজেরই খেলা। এই খেলা বিশ্বজুড়ে প্রতিনিয়ত চলছে। তাঁরই বৈচিত্রময় প্রকাশ রাসলীলা। গোপীদের ব্রতসাধন,দীর্ঘদিনের তপস্যা, হৃদয়ে পুঞ্জীভূত অনুরাগের ফলে তাদের অনুগ্রহ করবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ এই রাসলীলা করেন।

বর্তমানে আমরা একবিংশ শতাব্দীর সভ্য মানুষ। আত্মসুখের আয়োজনে তৎপর। উন্নত

প্রযুক্তির সাহায্যে ছোট হয়ে আসা পৃথিবীর মানুষ। সব কিছুই আমাদের হাতের মুঠোয়। আমরা ছুটে চলেছি বিশ্ব বিজয়ে। চলছে পারমাণবিক অস্ত্রের প্রতিযোগিতা। চাহিদা বেড়ে চলেছে ভোগ্য বস্তুর। ভুলে গেছি আত্মানুসন্ধানের যথার্থতা। অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে জানতে চাই শ্রীভগবানের রাসলীলা রহস্য। অথচ মন ছুটে চলে জড় জাগতিক বিকৃত কদর্য রসের দিকে।

কিন্তু এর বাইরেও যে জগৎ আছে তোমরা নিজেরাই জানো না। জগতের কেউ সুখী নয়। সুরভিত চির বিকাশমান পুষ্পের মতো জীবনের আরেক রূপ যথার্থ বাস্তব জীবন। যা শাশ্বত, জরা–ব্যাধি–মৃত্যুহীন। এই জীবনেই তা লাভ করা সম্ভবসম্ভব।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা জড়জাগতিক কাম উপভোগ নয়। আমাদের কাম –কলুষিত দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে শুদ্ধ চিত্তে রাসলীলা রহস্য উন্মোচনে প্রয়াসী হতে হবে। মনে রাখতে হবে ব্রজাঙ্গনারা সাধারণ স্ত্রীলোক ছিলেন না। প্রকৃত পক্ষে তাঁরা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদ। ব্রহ্মসংহিতায় বলা হয়েছে যে, তাঁরা হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তির প্রকাশ।

শ্রীধাম বৃন্দাবনে চার শ্রেণীর ব্রজাঙ্গনাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ রাসনৃত্য করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিল নিত্যসিদ্ধ গোপকন্যারা, যাঁরা ছিলেন শ্রীমতী রাধারানীর কায়ব্যূহ। অন্য শ্রেণী ছিল দেবকন্যারা, যাঁরা নিত্যসিদ্ধদের সঙ্গের ফলে নিত্যসিদ্ধ স্তর লাভ করেছিলেন। অন্য আর এক শ্রেণী ছিল মূর্তিমানশ্রুতিরা, যাঁরা তপস্যা করে গোপকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তারা ছিল সাধনসিদ্ধ। আর ছিলেন ঋষিরা, যাঁরা দন্ডকারন্যে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে দেখে শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে লাভ করতে চেয়েছিলেন।

ব্রজাঙ্গনারা যমুনার তীরে একমাস ব্যাপী কাত্যায়নীর ব্রত করেছিলেন। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে লাভ করতে চেয়েছিলেন। ব্রজবালাদের মনোবাসনা পূর্ণ করার জন্যই রাসনৃত্য অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে অসংখ্য রূপে বিস্তার করে প্রত্যেক গোপীর সঙ্গে যুগপৎভাবে নৃত্য করেছিলেন। রাসপূর্ণিমার রাতটি ছিল ব্রহ্মরাত। মানুষের চারশতবত্রিশ কোটি বছর। ব্রজগোপিকারা একটু গর্বিত হলে রাধারানীকে নিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হয়ে যান।

কৃষ্ণবিরহে গোপাঙ্গনারা প্রেমে উন্মাদগ্রস্ত হয়েছিলেন এবং সারা রাত্রি কৃষ্ণের লীলা অনুসরণ করে অন্বেষণ করেছিলেন। অবশেষে কৃষ্ণ দর্শন দান করে রাসনৃত্যের মাধ্যমে গোপীদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছিলেন। এইভাবেই ব্রহ্মারও দুর্লভ প্রেম গোপীরা প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

ব্রজগোপাঙ্গনাদের কৃষ্ণের প্রতি যে আকর্ষণ বা ভালোবাসা এই আকর্ষণ বা ভালোবাসাই তাঁদের সবকিছু পরিত্যাগ করে কৃষ্ণ সান্নিধ্য লাভে সহায়তা করেছিল। গভীর প্রেমার্তি না থাকলে তাঁকে পাওয়া যায় না। যতরকমের সাধন–মার্গ আছে, সবেরই মূলকথা প্রেম–গভীর আকর্ষণ। আমাদের মন প্রাণকে কৃষ্ণের সেবার প্রতি, কৃষ্ণের প্রেমের দিকে নিয়ে যাওয়াই আমাদের সাধনা। কামার্ত মানুষ যদি রাসনৃত্য অনুকরণ করার চেষ্টা করে তা হলে রুদ্রকে অনুকরণ করে বিষ পান করার মতোই সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

শ্রদ্ধা সহকারে যিনি শ্রীকৃষ্ণের এই অপ্রাকৃত রাসলীলা শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ করবেন, তিনি অচিরেই শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মে প্রেমভক্তি লাভ করবেন।

দেশ দেশান্তরে

নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযানে নিহত ১২

সুমন্ত ভৌমিক

গত বুধবার পাকিস্তানে নিরাপত্তা বাহিনীর পৃথক অভিযানে অন্তত ১২ জন নিহত হয়েছেন। বেলুচিস্তানের কেচ জেলায় নিরাপত্তা বাহিনী সঙ্গে সন্ত্রাসীদের গুলি বিনিময় হয়। এতে মোস্ট ওয়ান্টেড একজনসহ চার সন্ত্রাসী নিহত হন। বালগাটার এলাকায় সন্ত্রাসী কার্যক্রম চলছে এমন তথ্যের ভিত্তিতে পাকিস্তানের নিরাপত্তা বাহিনী এই অভিযান চালায়। নিহতদের মধ্যে একজন সানা, যিনি বারু নামেও পরিচিত। এই ব্যক্তি মাজিদ ব্রিগেডের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। আইএসপিআর তাকে ফোকাল রিক্রুটমেন্ট এজেন্ট হিসেবে চিহ্নিত করেছে। বিশেষ করে কেচ জেলায় আত্মঘাতী বোমা হামলাকারীদের জন্য তার দায় রয়েছে বলা জানিয়েছে পাকিস্তান সেনাবাহিনী। অন্যদিকে, গোয়েন্দা প্রতিবেদনের ভিত্তিতে পাকিস্তানের উত্তর ওয়াজিরিস্তানের মিরানশাহ এলাকায় মঙ্গলবার ও বুধবার পৃথক অভিযানের সময় অন্তত আটজন সন্ত্রাসী নিহত হয়েছেন। এসব অভিযানে আহত হয়েছেন আরও ছয়জন।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, নিরাপত্তা বাহিনী সন্ত্রাসীদের উপস্থিতি লক্ষ্য করে গোয়েন্দা তথ্যভিত্তিক অভিযান শুরু করে। অভিযান চলাকালে নিরাপত্তা বাহিনী ও সন্ত্রাসীদের মধ্যে তীব্র গোলাগুলি হয়। এতে চারজনের মৃত্যু হয়েছে। নিহত সন্ত্রাসীদের কাছ থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদও উদ্ধার করা হয়েছে। আইএসপিআর এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, নিরাপত্তা বাহিনী সফলভাবে জঙ্গিদের আস্তানাকে লক্ষ্যবস্তু করেছে। যার ফলে আটজন সন্ত্রাসী নিহত হয়েছেন এবং ছয়জন আহত হয়েছেন। বাকি জঙ্গিদের নির্মূল করতে এলাকায় তল্লাশি অভিযান চলছে।

চিনে গাড়িচাপায় ৩৫ জন নিহত

গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় জুহাইয়ের একটি স্টেডিয়ামের বাইরে ব্যায়ামের সময় গাড়িচাপায় অন্তত ৩৫ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ৪৩ জনের বেশি। স্থানীয় পুলিশ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, একটি এসইউভি গাড়ি চালিয়ে প্রতিবন্ধকতা ভেঙে জুহাই স্পোর্টস সেন্টারের ভেতরে ঢুকে যান একজন চালক। তার নাম ফান (৬২)। এতে বেশ কয়েকজন আহত হন। এ সময় পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে চালককে গ্রেপ্তার করা হয়। তবে আহত হওয়ায় বর্তমানে তিনি কোমায় আছেন। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদের পর সম্পত্তি বণ্টন নিয়ে বিরক্ত ছিলেন ফান। এ কারণে তিনি এ ধরনের কাণ্ড ঘটাতে পারেন। কিন্তু কোমায় থাকায় তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা সম্ভব হয়নি।

কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী দুর্ঘটনার ভিডিও শেয়ার করেছিলেন। এতে অসংখ্য মানুষকে মাটিতে শুয়ে থাকতে দেখা গেছে। পথচারী ও প্যারামেডিকসরা তাদের সেবা শুশ্রূষা করছেন। চেন নামের একজন প্রত্যক্ষদর্শী চিনের চাইসিন সাময়িকীকে বলেছেন, ছয় ব্যক্তি প্রাত্যহিক ব্যায়ামের জন্য স্টেডিয়ামে জড়ো হয়েছিলেন। ঠিক তখনই দুর্ঘটনাটি ঘটে। চেন আরও বলেন, তাদের দলটি স্টেডিয়ামের চারদিকে তৃতীয়বার চক্কর দেওয়ার পর দ্রুতগতির একটি গাড়ি তাদের দিকে ছুটে আসে। এ সময় গাড়ির ধাক্কায় অনেকে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে অনেক প্রবীণ ব্যক্তি রয়েছেন। এ ছাড়া শিশু–কিশোরেরাও আহত হয়েছে।

পাঠকের কলমে

ধ্রুপদী বাংলা লতাপাতায় ভরা

দক্ষিণ পূর্ব রেলের এক প্রান্তিক স্টেশন আমতা। স্টেশনের প্রবেশ পথে বাংলা, হিন্দি ও ইংরেজিতে লেখা বড় তোরণ। সেই তোরণে হিন্দি ও ইংরেজি নাম অক্ষত থাকলেও, ধ্রুপদী বাংলা আমতা নাম উপেক্ষিত। সেই নাম গ্রাস করেছে নানা লতাপাতায়।জানা যায় আমতা নাকি মডেল স্টেশন। এমনিতেই আমতা স্টেশন অবহেলায় ভরা।আর কতদিন কেন্দ্রীয় তকমা দেওয়া ধ্রুপদী বাংলা 'আমতা' নামটি অন্ধকারে থাকবে? এই বিষয়ে দক্ষিণ পূর্ব রেলের জনসংযোগ আধিকারিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

দীপংকর মান্না
আমতা, হাওড়া

সমস্ত বক্তব্য পাঠকের নিজের, এতে সম্পাদক বা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

জল প্রকল্পের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি : বুধবার ১৩ নভেম্বর ২০২৪ শিলিগুড়ি নগরবাসীর জন্যে নিরবচ্ছিন্ন বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের উদ্দেশ্যে ফুলবাড়িতে টেইল রেগুলেটর –এর সম্মুখে নবনির্মিত বিকল্প জল উত্তোলন কেন্দ্রের আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধন (ভার্চুয়ালি) দার্জিলিং এর মঞ্চ থেকে করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন দুপুর দুটো নাগাদ স্থানীয় বাঘাযতীন পার্কে এই মহতী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল শিলিগুড়ি পুরো নিগমের পক্ষ থেকে। উদ্বোধনের সাক্ষী ছিলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাপতি, শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনার সহ পুলিশের অন্যান্য আধিকারিক বৃন্দ। ছিলেন শিলিগুড়ি পুরো নিগমের সমস্ত মেয়র পরিষদ সদস্য সদস্যা ও বরো অফিসের চেয়ারম্যানরা। এদিন শিলিগুড়ি মেয়র জানান, এই ইনটেক ওয়েলের কাজ শেষ হয়েছে, মানুষের পানীয় জলের যে সমস্যা ছিল তা অনেকটাই মিটে যাবে।

টাকার বিনিময়ে জমির রেকর্ড কাঠগড়ায় তৃণমূল নেতা

ভাইরাল অডিও ক্লিপ

নিজস্ব প্রতিনিধি : জমির রেকর্ড করিয়ে দেওয়ার নাম করে টাকা চাওয়ার অভিযোগ তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। সেই অডিও ক্লিপ ভাইরাল সোশাল মিডিয়ায়। যা নিয়ে জেলাজুড়ে শুরু হয়েছে ব্যাপক শোরগোল। পাশাপাশি, বালুরঘাটের সাংসদ তথা বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার এই ঘটনায় তৃণমূল নেতাদের কাটমানির অভিযোগ তুলে ওই অডিও ক্লিপ তার এক্স হ্যান্ডেলে প্রকাশ করেছেন। যদিও সেই অডিও ক্লিপের সত্যতা যাচাই করেনি সংবাদ মাধ্যম। প্রসঙ্গত, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর ব্লকের বাসুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অঞ্চল সভাপতি সাহেব সরকারের বিরুদ্ধে জমির রেকর্ড করিয়ে দেবার নামে টাকা চাওয়ার একটি অডিও ক্লিপ সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল। এদিন সুকান্ত মজুমদারের এক্স হ্যান্ডেলে তা প্রকাশ করে সরব হয়েছেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি।এনিয়ে তীব্র চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে জেলার রাজনৈতিক মহলে। বিজেপি জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী জানান, তৃণমূল কংগ্রেস একটি দূর্নীতিগ্রস্ত দল। নেতা কর্মীরা বেশীরভাগ তোলাবাজ। টাকার বিনিময়ে একজনের জমি অন্যের নামে রেকর্ড করার চক্রান্তের বিষয়টি প্রশাসনের তদন্ত করে দেখা উচিত।

তৃণমূলের জেলা সহ সভাপতি সুভাষ চাকী জানান, এই ধরনের ঘটনা দলের জেলা নেতৃত্বর কাছে এসেছে। কেউ যদি আইনগত ভাবে তদন্তের দাবি করে থাকেন, তবে আইন আইনের পথে চলবে। তবে বিষয়টি তদন্ত সাপেক্ষ। দল অডিও ক্লিপ এর সত্যতা আছে কিনা তাও খতিয়ে দেখবে। অডিও ক্লিপের কথোপকথনে কোনো জমির রেকর্ডের সমস্যার বিষয় উঠে আসে। সেই সমস্যা দূর করতেই টাকা চাওয়া হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। কথোপকথনের একটি কণ্ঠস্বর গঙ্গারামপুর ব্লকের বাসুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অঞ্চল সভাপতি সাহেব সরকারের বলে সামাজিক মাধ্যমে দাবী করা হয়েছে। যদিও এই অডিও ক্লিপ ভাইরাল হবার পর বাসুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি সাহেব সরকার তার নিজের ফেসবুক প্রোফাইলে একটি ভিডিও পোস্ট করেন। সেই ভিডিওতে তিনি দাবি করেন, এআই টেকনোলজি ব্যবহার করে তার বিরুদ্ধে কুৎসা ছড়াতে এই কাজ করা হয়েছে বলে তিনি জানান। অডিও ক্লিপটি আলিপুর বার্তা থেকে যাচাই করেনি।

প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী

জয়ন্ত চক্রবর্তী, শিলিগুড়ি : শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শিলিগুড়ি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এই দিনের এই বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী উৎসবের শুভ সূচনা করেন শিলিগুড়ি পুরো নিগমের মেয়র গৌতম দেব। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুরো নিগমের চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী, তিন নম্বর বোরো কমিটির চেয়ারপার্সন মিলি সিনহা, কাউন্সিলর তথা শিক্ষক রঞ্জন শীল শর্মা ও অন্যান্য শিক্ষক–শিক্ষিকা বৃন্দ সহ ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরা।

দুটি তুষার চিতার নাম দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি : দার্জিলিঙে আছেন মুখ্যমন্ত্রী, সরকারি কর্মসূচিতে দার্জিলিঙে রয়েছেন। প্রতিদিনের মতো এদিনও হাঁটতে বেরোন মুখ্যমন্ত্রী। হাঁটতে বেরিয়ে তিনি হিলকার্ড রোড যাওয়ার পথে দার্জিলিং চিড়িয়াখানার নিকট আসেন। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন দার্জিলিং পদ্মাজা নাইডু জিওলজিক্যাল পার্কের ডিরেক্টর। এরপর মুখ্যমন্ত্রী তাঁর অনুরোধে দুটি তুষার চিতার নাম রাখেন। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী চারটে রেড পান্ডার নাম রাখেন যথাক্রমে হিলি, পাহাড়িয়া, ভিকট্রি ও ড্রিম। মুখ্যমন্ত্রীর কথা অনুসারে দুটি তুষার চিতার নাম রাখা হয় যথাক্রমে ডার্লিং ও চার্মিং। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেন সংশ্লিষ্ট দার্জিলিং চিড়িয়াখানার ডিরেক্টর বাসবরাজ। মুখ্যমন্ত্রীর সাথে আলোচনা করবার পর তিনি এই বিষয়ে জানিয়েছেন।

সুজলা সুফলা কৃষি কথা

গঙ্গার বুকে জীবনের আশা

গঙ্গা উৎসবে বিরল মাছের পোনা ছাড়লেন মন্ত্রী সি আর পাটিল

নিজস্ব প্রতিনিধি : গঙ্গা উৎসবের পুণ্য মুহূর্তে ব্যারাকপুরের সেন্ট্রাল ইনল্যান্ড ফিশারিজ রিসার্চ ইনস্টিটিউট (সিফরি) গঙ্গা নদীর বিপন্ন প্রজাতির মাছ সংরক্ষণের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করল। হরিদ্বারের চণ্ডী ঘাটে ৬,০০০ মহসীর মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়, যেখানে উপস্থিত ছিলেন জলশক্তি মন্ত্রী সি.আর. পাটিল। এই উদ্যোগের লক্ষ্য হলো হিমালয়ের গঙ্গা নদীতে হ্রাসপ্রাপ্ত মাছের সংখ্যা পুনরুদ্ধার করা। অনুষ্ঠানটি জাতীয় মিশন ফর ক্লিন গঙ্গা(এনএমসিজি) প্রকল্পের অধীনে অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রমন্ত্রী রাজভূষণ চৌধুরী, উত্তরাখণ্ডের মন্ত্রী রেখা আর্য, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও হরিদ্বারের সাংসদ ত্রিবেন্দ্র সিং রাওয়াত, এনএমসিজি'র ডিরেক্টর জেনারেল রাজীব কুমার মিত্তাল, বায়োডাইভার্সিটি কনসালট্যান্ট ডঃ সন্দীপ বেহরা, আইসিএআর– সিফরির পরিচালক ডঃ বি.কে. দাস এবং অন্যান্য ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ।

মহসীর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঠাণ্ডা জলের মাছ, যা নদীর বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই উদ্যোগটি মহসীরের সংখ্যা বাড়াতে সাহায্য করবে, যা দূষণ, আবাসস্থল ক্ষয় এবং অতিরিক্ত মাছ ধরার কারণে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। শ্রী পাটিল তাঁর ভাষণে গঙ্গার জীববৈচিত্র্য রক্ষার জন্য যৌথ প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়ে বলেন, মহসীরের মতো প্রজাতির পুনঃস্থাপন স্থানীয় মৎস্যজীবীদের জীবিকাকেও সমর্থন করবে। সিফরির নেতৃত্বে এই কর্মসূচি মহাশেরের পোনা উৎপাদন ও রক্ষণাবেক্ষণে মনোযোগী থাকবে, যা নদীর মাছের সংখ্যা পুনরুদ্ধারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং বৃহত্তর নামামি গঙ্গে মিশনের অন্যতম লক্ষ্য পূরণে সহায়ক হবে। এই উদ্যোগটি ভারতের পবিত্র নদীগুলির দীর্ঘমেয়াদি স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে এবং প্রকৃতি ও এর ওপর নির্ভরশীল মানুষের মধ্যে একটি টেকসই সম্পর্ক গড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

সুন্দরবনের লবনাক্ত মাটিতে টিস্যু কালচার কলার চাষ শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, সুন্দরবন: এবার সুন্দরবনের লবণাক্ত মাটিতে হবে কলা চাষ,তাই তো হাজারেরও বেশি চাষীদের কাছে তুলে দেওয়া হল জি – ৯ টিস্যু কালচার কলার চারা।দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পাথর প্রতিমা ব্লকের লবণাক্ত জমিতে হবে এবার কলার চাষ।সোমবার প্রায় এক হাজার চাষীকে দেওয়া হল জি ৯ টেস্টটিউব কলার চারা (টিস্যু কালচার)।টেস্ট টিউবে কলার চারার জন্ম! হত্যা টিস্যু কালচারে, হ্যাঁ অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি বিশেষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে টেস্টটিউব এর মধ্যে পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলে উন্নত মানের কলার চারার জন্ম হলো। দি টরেন্টো কলকাতা ফাউন্ডেশন কানাডার সহযোগিতায়

পূর্ব দারিকাপুর মুনস্টার সঙ্গের ব্যবস্থাপনায় পাথর প্রতিমা বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় ব্লকের চারটি অঞ্চলের উদ্যোগী প্রায় এক হাজার চাষীকে ৪ ইঞ্চি থেকে ৮ ইঞ্চি লম্বার এই উন্নত মানের কলার চারা তুলে দেওয়া হয় সোমবার।এই কলা চাষে কোন রাসায়নিক সার ব্যবহার না করে জৈব সার দিয়ে চাষ করার কথা জানান এদিন কৃষি বিশেষজ্ঞরা। মাত্র ৬ থেকে ৭ মাসের মধ্যে ফলন ধরবে।এই কলার কাঁদিতে প্রায় একশটির বেশি কলা হয়।আর এদিন এই কলা চারা হাতে পেয়ে খুশি সুন্দরবনের কৃষকরা।

অকাল ফসলের অবশিষ্টাংশ পোড়ানো প্রতিরোধ দিবস পালন করা হল কাকদ্বীপে

নিজস্ব প্রতিনিধি, সুন্দরবন: অকাল ফসলের অবশিষ্টাংশ পোড়ানো প্রতিরোধ দিবস পালন কাকদ্বীপে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার কাকদ্বীপ কৃষি দপ্তর এবং কাকদ্বীপ পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে মঙ্গলবার পালন করা হলো ফসলের অবশিষ্টাংশ পোড়ানোর প্রতিরোধ দিবস।গত ৬ নভেম্বর এই প্রতিরোধ দিবস পালনের দিন নির্ধারিত থাকলেও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে কাকদ্বীপ ব্লকে তা পালন করা সম্ভব হয়নি। তাই অসময়ে অকাল এই ফসলের অবশিষ্টাংশপোড়ানো প্রতিরোধ দিবস পালিত হলো মঙ্গলবার।এদিন কাকদ্বীপ সহ কৃষি অধিকর্তা যতীন্দ্রনাথ হালদার,পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মদনমোহন হালদার, সহ–সভাপতি সত্যব্রত মাইতি অধ্যক্ষ নন্দলাল মণ্ডল সহ প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপ প্রধান, পঞ্চায়েত সদস্য সদস্যা এবং এলাকার চাষিদের উপস্থিতিতে আমরা ন্যেড়া পোড়াই না পোড়াতে চাই না স্লোগান দিয়ে প্রায়

তিন কিলো মিটার রাস্তায় সচেতনতা মূলক একটি পদযাত্রা হয়।এর পরে এই বিষয়ে একটি আলোচনা সভা হয়, সেখানে উপস্থিত বক্তারা ন্যাড়া পোড়ানোর অপকারিতা সম্বন্ধে সবাইকে বুঝিয়ে বলেন।তবে এই সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানটি সঠিক দিনে না হয়েও আজকের দিনে হওয়ায় খুশি চাষিরা।এই ধরনের অনুষ্ঠান থেকে অনেক কিছু বিষয়ে কৃষকদের সচেতন করেন কৃষি বিশেষজ্ঞরা।

কার্তিক পুজোর গাইড ম্যাপ উদ্বোধন

মলয় সুর : বাঁশবেড়িয়ায় ঐতিহ্যমন্ডিত কার্তিক পুজোতে সিসিটিভি , বাইনাকুলার ও ওয়াচ টাওয়ারের মাধ্যমে নজরদারি চালাবে জেলা পুলিশ। বৃহস্পতিবার সকালে বিখ্যাত হংসেশ্বরী মন্দির সংলগ্ন মাঠে এক সাংবাদিক সম্মেলনে গাইড ম্যাপ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন চুঁচুড়ার এস ডি স্মৃতি সান্যাল শুক্লা। তিনি বলেন ৭১ টি পুজো সাহাগঞ্জ – বাঁশবেড়িয়া কেন্দ্রীয় কমিটির আওতায় রয়েছে। এছাড়া আরো অনেক পুজো কমিটি রয়েছে। এবারের পূজায় অস্থায়ী হোম গার্ড রা ডিউটি করবেন।

সুপারকে প্রাণনাশের হুমকি

প্রথম পাতার পর

চিঠিতে তিনি আরো উল্লেখ করেছেন, স্থানীয় রাজনৈতিক দলের তন্ময় দাস তাঁকে হুমকি দিয়েছে। এমন ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্কে রয়েছেন ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সহকারী সুপার সৌরভ কুমার দাস।অন্যদিকে অভিযোগ পেয়ে খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন জেলার মূখ্য স্বাস্থ্য আধিকারীক মুক্তিসাধন মাইতি।

এলাকায় খোঁজ নিয়ে জানা গেল অভিযুক্ত তনময় তৃনমূলের পঞ্চায়েত সদস্য। ঘতনার পর থেকে গা ঢাকা দিয়েছে । ফোন করলেও পাওয়া যায়নি। সুইচ অফ। ঘতনা প্রসঙ্গে ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশ রাম দাস কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে চাননি। ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক সওকত মোল্লা অবশ্য যে দলেরই লোকহোক না দোষী হলে শাস্তির দাবী জানিয়েছেন। বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার বস্তি উন্নয়ণ সমিতির কনভেনার সমীর মণ্ডল প্রতিক্রিয়া বলেন, আরজি করের এর পর ক্যানিং এ থ্রেট ক্যালচার শুরু হয়েছে । আক্রমন করা হচ্ছে প্রান বাঁচানো ডাক্তারবাবুদের উদ্দশ্য স্বজনপোষনের মাধ্যমে নিয়োক করা কর্মীদের রক্ষা করা ।

পানীয় জলের সঙ্কট চরমে

প্রথম পাতার পর

সেখানে পানীয় জল থাকলেও পুরাতন বিল্ডিংয়ের জরুরী বিভাগ বর্হিঃবিভাগ সংলগ্ন পানীয় জলের ট্যাপ এমনকি টিউবওয়েল দীর্ঘদিন যাবত অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে। সাধারণ রোগী ও তাদের পরিবার পরিজনদের অভিযোগ, হাসপাতালে কল আছে জল নেই,কর্তৃপক্ষ উদাসীন। দীর্ঘদিন ধরে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে পানীয় জলের সংঙ্কট চলছে।সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত আউটডোরে লাইনে দাঁড়ানো রোগীর পরিবার পরিজনদের আরো অভিযোগ প্রয়োজন এবং তেষ্টা মেটাতে প্রতিদিনই শতাধিক টাকার পানীয়জল কিনতে হয়।

প্রসঙ্গে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জয়নগর সাংগঠনিক জেলার বস্তি উন্নয়ন সমিতির কনভেনার সমীর মন্ডল জানান, প্রতিদিনই একজন রোগীর তিন থেকে সাড়ে তিন লিটার জল প্রয়োজন। সেই প্রয়োজন মেটাতে রোগীর পরিবার পরিজনদের গাঁটের কড়ি খরচ করতে হয়।যিনি সুপার রয়েছেন তিনি নিরব। সম্ভবত গ্রামের মানুষদের প্রতি তাঁর কোনও ভালোবাসা নেই। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলুন হাসপাতালে আর কতটা বেহাল অবস্থা হলে আপনি দৃষ্টিপাত করবেন ?যদি দৃষ্টিপাত না করেন আগামী দিনে সমগ্র সুন্দরবনের মানুষ একত্রিত হয়ে আন্দোলন সামিল হতে বাধ্য থাকবে।' হাসপাতালের সুপার ডাঃ পার্থসারথী কয়াল জানিয়েছেন, 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সমস্যা সমাধান করার জন্য উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে।'

বৈঠকে কাটল ভেসেল জট

প্রথম পাতার পর

দফায় দফায় বৈঠকের পর অবশেষে কাটে জট। প্রশাসনিক আশ্বাসে ভেসেল পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত থেকে পিছু হটেন আন্দোলনকারীরা। ভেসেলের এক কর্মী অসীম কুমার দাস জানান, গতকাল রবিবার সাগরের বিধায়ক তথা সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা সহ প্রশাসনিক আধিকারিকেরা আমাদের আন্দোলন মঞ্চে আসেন এবং আমাদের সঙ্গে কথা বলেন। এমনকি রাজ্যের পরিবহন দপ্তরের মন্ত্রী সঙ্গেও আমাদের কথা এবং প্রশাসনিক আশ্বাস মেলে । দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা জেলা পরিষদের সদস্য তথা গঙ্গাসাগর বকখালি ডেভেলপমেন্ট অথরিটির ভাইস চেয়ারম্যান সন্দীপ কুমার পাত্র জানান, ভেসেল কর্মীদের সমস্ত দাবি আমরা অতি মনোযোগ সহকারে শুনি। দাবিগুলোর বিষয় নিয়ে আগামী দিনে ভাবনা চিন্তা হবে। যাত্রী সাধারণের কথা মাথায় রেখে আমরা আন্দোলনকারীদের অনুরোধ করি সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করার জন্য। আমাদের অনুরোধে আন্দোলনকারীরা সেই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে এবং সোমবার থেকে যথারীতি ভেসেল পরিষেবা চলছে। এক নিত্যযাত্রী রহিম ঢালী তিনি জানান, সাগরদ্বীপ বিচ্ছিন্ন একটি দ্বীপ এই দ্বীপের একমাত্র যাতায়াতের পরিষেবা হচ্ছে ভেসেল পরিষেবা। সেই ভেসেল পরিষেবা যদি বন্ধ থাকে তাহলে খুব সমস্যার মধ্যে পড়তে হবে এলাকার মানুষজনদের। ভেসেল এর পরিবর্তে ট্রলারে করে নদী পারাপার করা অনেকটা ঝুঁকিপূর্ণ। যে কোন সময় বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থেকে ।

শারদোৎসব শেষ

প্রথম পাতার পর

কাদের সুপরিচালনায় ছোটখাটো ট্যাব প্রতারণা পুজো আজ উৎসবে পরিণত হয়েছে। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, এ পর্যন্ত ১০ জন ধরা পড়েছে এই জালিয়াতিতে সামিল হওয়ার অপরাধে। এই সংখ্যা যদি আরও কয়েক গুন বেশিও হয় তাহলেও কি তদন্ত আর বিচারের বেড়া টপকে এদের দ্রুত উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া সম্ভব? আমাদের আইনের যা গতি প্রকৃতি তাতে এই প্রশ্ন খোদ আইন বিশেষজ্ঞ মহলেরই।

শুধু বিশেষজ্ঞ মহল কেন, কয়েক গণ্ডা কেলেঙ্কারির তদন্ত ও বিচার দেখে এ প্রশ্ন এখন সাধারণ মানুষেরও। বর্তমানে শোরগোল তোলা আর এক কেলেঙ্কারি আবাস প্রতারণার কথাই ধরুন না, তালিকা সমীক্ষায় হাতেনাতে দুর্নীতি প্রমাণিত হলেও, কে বা কারা জড়িত ধরা পড়লেও সবাই রয়েছে বহাল তবিয়তে। বরং বরাদ্দ দিচ্ছে না বলে কেন্দ্রের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে আড়াল করা হচ্ছে আসল দোষীদের আর সমীক্ষা করতে গিয়ে এর ফল হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন বিডিওরা। তারা এখন নতুন আবেদন নিয়ে, পুরানো তালিকাভুক্তদের এক জোট করে কোনোরকমে সামাল দেবার চেষ্টা করছেন।

অথচ এমনটা কিন্তু হবার কথা ছিল না। ক্ষমতায় আসার পর মমতা ব্যানার্জি বাংলার মানুষের জন্য যে সব কালজয়ী প্রকল্প রচনা করেছেন তা যদি সঠিকভাবে রুপায়িত হত তাহলে রাজ্যের চেহারা সম্পূর্ণ অন্যরকম হত বলে সমাজবিদদের ধারণা। যেগুলি কিছুটা হলেও ঠিক ঠিক ভাবে কাজে পরিণত হয়েছে সেগুলো থেকেই যে বিপুল জনসমর্থন বর্ষিত হচ্ছে শাসকদলের উপর সেটাই এর প্রমাণ। যেসব প্রকল্প মানুষের জীবন বদলে দিতে পারত অদক্ষ পরিচালনায় সেগুলিই এখন মানুষের বিড়ম্বনায় পরিণত হয়েছে। এখন প্রশ্ন, রাজ্যের মানুষের সঙ্গে ঘটা এই বিপুল প্রতারণার দায় কার, প্রশাসনের না শাসকদলের? কাদের প্রশ্রয়ে বাড়বাড়ন্ত জালিয়াতদের? নেতাদের না আমলাদের? কাদের স্বার্থরক্ষা করতে এই জালিয়াতি? বাংলার রাজনীতিতে এ এক নতুন গবেষণার বিষয়।

রাতে অমিল অ্যাম্বুলেন্স

প্রথম পাতার পর

বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালের উপর নির্ভরশীল বারুইপুর সহ সোনারপুর, বিষ্ণুপুর, মগরাহাট, জয়নগর, কুলতলি এলাকার বাসিন্দারা।রোজই রোগীদের ভিড়ে হিমশিম খেতে হয় এখানকার চিকিৎসকদের। হাসপাতালের একেবারে পিছনে বেসরকারি এম্বুলেন্স রাখার জায়গা। সেখানে ১৫টির মতো এম্বুলেন্স থাকার কথা ঠিক করে দিয়েছিল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।কিন্তু রোগীর পরিজনদের অভিযোগ, রাত ১০টা পেরিয়ে গেলে এম্বুলেন্স থাকে ওই জায়গায়। তবে এম্বুলেন্স থাকলে ও চালকের সন্ধান পাওয়া যায় না। ফলে চিকিৎসক কোনও রোগীকে অন্য কোনওহাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার যাও কথা লিখে দিলেও পাওয়া যায় না এম্বুলেন্স।তবে এব্যাপারে কোনো এম্বুলেন্স চালক মতামত দিতে চায়নি।

ক্ষুব্ধ পাঠক

প্রথম পাতার পর

এই প্রসঙ্গে জানার জন্য বিষ্ণুপুর ২ নম্বর ব্লকের বিডিও আলমগীর হোসেনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। তিনি জানালেন, আসলে সরকারি কাজেই ওনাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু লাইব্রেরী বন্ধ থাকায় পাঠকের অসুবিধা হচ্ছে জেনে, ওনাকে রিলিফও করে দেওয়া হয়েছে। ছুটির দিন দেখেই ওনাকে কাজ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু উনি যেহেতু ২ টি লাইব্রেরির দায়িত্বে আছে তাই সমস্যা হয়ে গেছে। ভবিষ্যতে এটা আর হবে না। এই প্রসঙ্গে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার গ্রন্থাগার আধিকারিক সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, আসলে পাবলিক ইন্টারেস্টেই বিডিও সাহেব ওনাকে অন্য কাজ দিয়েছিলেন, ভবিষ্যতে এটা যাতে না হয় আমরা দেখব।

খিদিরপুর ও রিমাউন্ট

প্রথম পাতার পর

মাধ্যমকে জানান, রেল লাভ–ক্ষতি হিসাব করে ট্রেন চালায় না। মানুষকে পরিষেবা দেওয়াই তার মূল উদ্দেশ্য। তবে ওই দুটি স্টেশনে যে সমস্ত অসঙ্গতি আছে তা আমরা খতিয়ে দেখব। দুটি স্টেশনের যাত্রী সাধারণরা জানালেন, অবিলম্বে রেল দপ্তর দুটি স্টেশন কে পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করুক। সেই সঙ্গে যাতে সন্ধ্যের পর দুটি স্টেশনেই পর্যাপ্ত আলো জ্বলে তার ব্যবস্থা করা হোক। পানীয় জল এবং সুলভ শৌচাগারের সুব্যবস্থা করা হোক। সেই সঙ্গে বেআইনি দখলদারদের ব্যাপারে তৎপর হোক রেল দপ্তর।

রাস ও কার্তিক পুজো: দুই উৎসবে মাতোয়ারা দাঁইহাট, কাটোয়া

দেবাশিস রায়, পূর্ব বর্ধমান: এবার রাস উৎসব ও কার্তিকপুজো কার্যত একইসঙ্গে শুরু হওয়ায় শস্যগোলায় পাশাপাশি দুই প্রাচীন শহর দাঁইহাট এবং কাটোয়ার বাসিন্দারা দিনকতক ধরেই মেতে ওঠে। বরাবরের রীতি মেনে দুজায়গাতেই প্রতিবার দুদিন ব্যাপী এই উৎসবের আয়োজন করা হলেও অবশ্য এর জের চলতে থাকে সবমিলিয়ে ৪–৫ দিন। এবার তিথি মেনে ১৫ নভেম্বর শুক্রবার দুদিন ব্যাপী দাঁইহাটের জমজমাট রাস উৎসব সূচনা হয়েছিল এবং যথারীতি কার্তিক সংক্রান্তিতে অর্থাৎ পরদিন কাটোয়ার ঐতিহ্যবাহী কার্তিক লড়াই শুরু হয়। পূর্ব বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী ভাগীরথী নদীর ডান তীরবর্তী এই দুই শহরের প্রাণের উৎসব শতাব্দী প্রাচীন। অতীতে শাক্ত ও বৈষ্ণব মতের মেলবন্ধনে গড়ে ওঠা দাঁইহাটের রাস উৎসব আর প্রভাবশালী বিত্তবানদের বদান্যতায় সৃষ্ট কাটোয়ার কার্তিক লড়াই বর্তমানে বাংলার উৎসব সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে বহন করে নিয়ে

চলেছে। অবশ্য শতাধিক বছর আগে এই দুই উৎসবের প্রারম্ভিক সূচনাকে ঘিরে একাধিক মতবাদের প্রচলন থাকলেও মোদ্দা কথাটি হল উৎসবের অঙ্গনে মানুষের মিলনমেলা। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই উৎসব আরও আড়ম্বরপূর্ণ হয়েছে। প্রতিমা থেকে শুরু করে

মণ্ডপসজ্জা, আলোকসজ্জা, শোভাযাত্রায় লেগেছে হাজারো থিমের ছোঁয়া। উৎসবের শোভাযাত্রায় খোল–করতাল, ঢাকঢোলের পাশাপাশি আধুনিক ব্যান্ড, তাসা, ভাংরা সহ হরেক ধরনের বাজনা যেমন থাকে সেইসঙ্গে বিভিন্ন প্রদেশের নৃত্যগীতের চলমান আসরও মাতিয়ে দেয়। এসবের সঙ্গে থাকা কার্তিক (পৌরাণিক ঘটনা নির্ভর উলম্ব কাঠামোর থাকে কাহিনি বিন্যাস) কাটোয়ার শোভাযাত্রায় অনন্য আকর্ষণত রয়েইছে। এবারও যার অন্যথা হয়নি। দাঁইহাটে শনিবার সন্ধ্যায় শুরু হওয়া রাসের শোভাযাত্রায় দর্শনার্থীদের চমক দেওয়ার জন্য উদ্যোক্তাদের দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি নিতে হয়েছে। অন্যদিকে, রবিবার সন্ধ্যায় আয়োজিত কাটোয়ার কার্তিক লড়াই"য়ের শোভাযাত্রায় উদ্যোক্তাদের এবারের চমক নিয়ে সপ্তাহখানেক আগে থেকেই জনমানসে জোর চর্চা শুরু হয়। উল্লেখ্য, জেলার শ্রীরামপুরেও ধুমধামের সঙ্গে রাস উৎসবের আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি পূর্বস্থলী এলাকার বিস্তীর্ণ অংশের বাসিন্দারা কার্তিক পুজোকে কেন্দ্র করে মেতে ওঠে। দাঁইহাটের বাসিন্দা ইন্দ্রনীল আইচ সরকার, কাটোয়ার বাসিন্দা অভিজিৎ দাসদের কথায় দাঁইহাটের রাস উৎসব এবং কাটোয়ার কার্তিক লড়াই আপন আঙ্গিকে বর্তমানে বাংলার ঐতিহ্যবাহী উৎসবের তালিকায় ঠাঁই করে নিয়েছে।

কালীপুজোর পর কলকাতায় বাড়ল দূষণমাত্রা

বরুণ মণ্ডল : মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম কলকাতার দূষণমাত্রা বিষয়ে অলোকপাত করে বলেন, 'কালী পুজোর পর সারা কলকাতার বায়ু দূষণ অত্যধিক মাত্রায় বেড়ে গিয়েছে। সেটা আমরা মিস্ট ক্যানন ফোয়ারার মাধ্যমে মতো ওয়াটার স্প্রিঙ্কলারব্যবহার করে বাতাসে যে ছাইগুলি উড়ছিল সেটা অনেকটা কমানো গিয়েছে। এছাড়াও বিল্ডিং দফতরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কলকাতা জুড়ে যতো নির্মাণ কাজ চলছে, বহুতলের নির্মাণ কাজ ঢেকে করতে হবে। কোথাও যেন ধুলো না ওড়ে। যেখানেই এক্সপোজ কনস্ট্রাকশন থাকবে। সেখানেই পৌর মহাধ্যক্ষকে বলেছি স্টপ ওয়ার্ক নোটিশ ধরাতেই হবে। দ্বিতীয়ত, পার্ক অ্যান্ড স্কোয়ারকে বলা হয়েছে, রাস্তার ধারে যতো গাছ আছে, সব গাছ

সকালে ভিজিয়ে দেওয়ার জন্য। কলকাতা পোর্ট ট্রাস্ট এলাকায় যেখানে গাড়ি বেশি চলাচল করে সেখানে সকাল ৯ থেকে শুরু করে বিকেল ৫ টা পর্যন্ত কনস্ট্যান্ট মিস্ট ক্যানন বেশি ব্যবহার করতে হবে। যাতে কার্বনটা বসে যায়'। তিনি অরোও জানান, বর্তমানে দু'টি মিস্ট ক্যানন এক সিফটের পরিবর্তে তিন সিফটে চালানো হচ্ছে।

প্রতি বছর কালী পুজো–দেওয়ালির পর এই সময়টায় কলকাতার বাতাসে পিএম ১০ – এর(এই ধূলিকণার ব্যাস আড়াই ১০ মাইক্রন বা তারও কম) মাত্রা থাকে ১০০ থেকে ১২০ – র মধ্যে থাকে। এবার অবশ্য তার থেকে অনেকটা কম আছে। গাড়ির ধোঁয়া, আগুনে পোড়া নিকষ কালো ধোঁয়া, শিল্প–কলকারখানার ধোঁয়া থেকে তৈরি হয় এই পিএম ১০। এই গুলি নিশ্বাসের সঙ্গে ফুসফুসে প্রবেশ করে। দফারফা হয় স্বাস্থ্যের। এই পিএম ১০ – এর মানই কলকাতার বাতাসে কমছে। মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম ৯ নভেম্বর বলেন, বাতাসের মান সন্তোষজনক হয়েছে। কিন্তু আমরা সন্তুষ্ট নই। বাতাসের মানকে আরও ভালো করতে হবে। যার জন্য কলকাতা পৌরসংস্থা একাধিক নির্দেশিকা জারি করেছে।

কলকাতা পৌরসংস্থার পরিবেশ উন্নয়ন দফতরের মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার জানিয়েছেন, বিগত এক বছরে শহর জুড়ে এক লক্ষের বেশি গাছ লাগানো হয়েছে। শহরে কয়লার উনুন জ্বালানোতে নিয়ন্ত্রণ আনা হয়েছে। রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের তথ্য দূষণের প্যারামিটার অনুযায়ী কলকাতা শহরের মান সন্তোষজনকের তালিকায়।

শারদোৎসব সমাপনে হোর্ডিং সমস্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি : শারদোৎসবের পরে বেশ কিছু বিজ্ঞাপন সংস্থার হোর্ডিং কলকাতা পৌরসংস্থা নিজেদের উদ্যোগে সরাচ্ছে। নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেলেও হোর্ডিং না সরানোয় কলকাতা পৌরসংস্থা গত কয়েক দিনে প্রায় ৫০টি সংস্থাকে জরিমানার নোটিশ পাঠিয়েছে। শারদোৎসবের পরে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে না–খুলে ফেলা হোর্ডিং গুলিকে কলকাতা পৌরসংস্থার পক্ষ থেকে বেআইনি ঘোষণা করা হয়েছে। সূত্রের খবর, ওইসব বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছ থেকে কলকাতা পৌরসংস্থা মোটা টাকা জরিমানা আদায় করবে। বিজ্ঞাপন ফির প্রায় তিন গুণ টাকা জরিমানা হিসেবে দিতে হতে পারে। পৌরকর্তারা জানাচ্ছেন, প্রতিবারই দুর্গাপুজোর সময়ে বিভিন্ন কর্পোরেট সংস্থা অনুমতি নিয়ে কলকাতা শহরে হোর্ডিং লাগায়।সাধারণত মহালয়ার দিন থেকে রেড রোডে বিসর্জনের কার্নিভাল পর্যন্ত এজেন্সি গুলি এইসব হোর্ডিং রাখতে পারে। তার পরেও হোর্ডিং খোলার জন্য কয়েকদিন সময় দেওয়া হয়। এই বিষয়ে মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার জানিয়েছেন, শহরের মূল রাস্তা গুলি থেকে বেশির ভাগ হোর্ডিং খুলে ফেলা হয়েছে। বাঁশের কাঠামো সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। বিষয়টি আমরা গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে।

বার্তা

তর্পণ : সেবাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতার সভাপতি দেশবন্ধুর ১৫৫তম জন্ম শতবার্ষিকী পালনের অনুষ্ঠানের কিছু মুহূর্ত! দক্ষিণ কলকাতা সেবাশ্রমের দেশবন্ধু প্রণাম। উপস্থিত ছিলেন চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায়, সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী, বিশ্বজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ও আশ্রমের অবৈতনিক সম্পাদক শুভেন্দ্র মৌলিক প্রমুখ।

ভস্মীভূত : আনোয়ার শাহ রোডের লর্ডস বেকারি মোড় এলাকার বস্তিতে আগুন লাগে। ছবি : অরুণ লোধ

লক্ষাধিক টাকায় গাড়ি, বিনে পয়সায় পার্কিং

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতায় গাড়ির সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে বেআইনি পার্কিং এর সংখ্যা বৃদ্ধি পরিপূরক হয়ে গিয়েছে। বেআইনি পার্কিং একটা ভীষণ সমস্যা। সরু গলিগুলিতে রাতে লোকে গাড়ি পার্কিং করে চলে যাচ্ছে। এর ফলে গলির ভেতরের দিকের বাড়ি গুলির বাসিন্দাদের গাড়ি বার করতে অথবা জরুরি প্রয়োজনে অ্যাম্বুলেন্স ঢুকতে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। এই কারণে মানুষজনের বিক্ষোভের সম্মুখীন হতে হচ্ছে বলে জানান কলকাতা পৌরসংস্থা ১২১ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি রূপক গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি বলেন, কলকাতা পৌরসংস্থার পার্কিং আইনানুযায়ী রাত ১০ থেকে সকাল ৭টা পর্যন্ত প্রতি মাসে ৫০০ টাকা প্রদান করে রাস্তায় ফোর হুইলার ট্যাক্সি, ওলা, ইউবার, প্রাইভেট কার ইত্যাদি পার্কিংয়ের অনুমতি পাওয়া যায়। মাসে ৬০০ টাকা দিয়ে পাবলিক ক্যারিয়ারস্ বা এলজিভি পার্কিংয়ের অনুমতি পাওয়া যায়। কিন্তু এই অনুমতি দেওয়ার আগে বিশেষভাবে দেখা প্রয়োজন সেই সমস্ত রাস্তায় গাড়ি পার্কিংয়ের অনুমতি দিলে স্থানীয় বাসিন্দাদের কোনও অসুবিধা হচ্ছে কী না। রূপক গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রস্তাব, রাতে রাস্তা ব্লক করে গাড়ি পার্কিংয়ের ক্ষেত্রে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কঠোর আইন প্রণয়ন করা হোক। স্থানীয় বাসিন্দাদের অনুমতি ও পরিদর্শন ব্যতীত কোনও রাস্তায় নাইট পার্কিংয়ের অনুমতি যেন না দেওয়া হয়।

এবিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক বলেন, আমরা নাইট পার্কিংও দিতে পারি এবং অবৈধ পার্কিং হলে জরিমানাও করতে পারি। কিন্তু পৌর আইনে কোথাও মানুষের কন্সেন্ট নিতে হবে, এটা বলা নেই। কিন্তু যদি কোথাও নাইট পার্কিং দিলে স্থানীয় বাসিন্দাদের অসুবিধা হয়, নিশ্চিত ভাবে পৌর প্রতিনিধি চিঠি দিয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার পার্কিং দফতরকে বলতে পারে, আমরা নিশ্চিত ভাবে কন্সিডার করতে পারবো। কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় এই নাইট পার্কিং সমস্যার জন্য অ্যাম্বুলেন্সের গাড়ি ঢুকতে–বের

হতে পারছে না। যেমন ধরুন, আলিপুরের জেল গেটের কাছে 'সম্পূর্ণা আছে। রাতে ১০ থেকে সকাল ৭ টা পর্যন্ত মাসিক ১০০০ টাকা করে পার্কিং চার্জ। ১০০ টাকা পার ডে পার্কিং চার্জ। তার থেকে পাঁচ থেকে ছ'ঘন্টা পার্ক স্ট্রিটে গাড়ি রাখলে বেশি টাকা চলে যায়। তা সত্ত্বেও অবৈধ ভাবে রাস্তায় পার্কিং করছে। গাড়িতে কাঁটা লাগানোর কাজটা আবার শুরু করতে হবে। প্রথমে মানুষকে বোঝাতে হবে, আপনারা নির্দিষ্ট জায়গায় পার্কিং করুন। আপনি যখন গাড়ি রেজিস্ট্রেশন করিয়েছেন, তখন একটা ডেক্লারেশন্ দিয়েছেন, যে আপনার পার্কিং কোথায় করবেন। সুতরাং সেই নির্দিষ্ট জায়গায় পার্কিং করুন। তা না হলে সরকার–বেসরকারি পার্কিং সেন্টারে পার্কিং করুন। সরকারি ভাবে আলিপুর মিউজিয়ামের সামনে বিরাট পার্কিং ক্ষেত্র আছে। সেখানে কার পার্কিং করা যায়। পাড়ায় কারোর বাড়ির সামনে ডাবল পার্কিং–এ সত্যি–সত্যি খুবই অসুবিধা হয়। পৌরপ্রতিনিধিরা পার্কিং দফতরে বলবেন, তাহলে আমরা জায়গাঅনুযায়ী পার্কিং ফি নেবো না। আর যদি ফি পার্কিং না নেওয়ার পরেও লোকে পার্কিংটা করে, তবে স্বাভাবিক ভাবে আমাদের চাকায় কাঁটায় মারতে হবে বলে মহানাগরিক জানান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গড়িয়াহাট ফ্লাইওভারের নিচে, রডন স্ট্রিট সাইট পার্কোম্যাটে কার পার্কিং করা যেতে পারে দিন–রাতে।

সরকারি–বেসরকারি সাইনবোর্ড বাংলা ভাষায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাংলা ভাষা ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি পেয়েছে। এই কারণে মধ্য কলকাতার ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি বিশ্বরূপ দে বলেন, 'কলকাতা পৌরসংস্থার উচিত তার অধীনস্থ সমস্ত ক্ষেত্রে বাংলা ভাষাকে মর্যাদার সঙ্গে প্রচার ও ব্যবহার করা, যাতে বাংলা ভাষার এই স্বীকৃতি শুধু খাতায় কলমে না থাকে।' তাঁর প্রস্তাব, কলকাতা পৌরসংস্থার অধীন সরকারি–বেসরকারি স্তরে যত সাইনবোর্ড আছে তা বাংলা ভাষায় করা হোক, এছাড়াও কলকাতা পৌরসংস্থার নথিসহ সমস্ত রকমের চিঠিপত্র ও বিজ্ঞপ্তিও বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা হোক। বাংলা ভাষার এই স্বীকৃতিকে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করার জন্য কলকাতা পৌরসংস্থাকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। আমার বিশ্বাস কলকাতা পৌরসংস্থা যথার্থ ভাবে বাংলা ভাষাকে আরও বেশি করে সমাদৃত করে তুলবে জন সাধারণের মধ্যে।

এ বিষয়ে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, বাংলা ভাষা ধ্রুপদী ভাষা রূপে স্বীকৃতি পাওয়ায় আমরা সবাই অত্যন্ত আনন্দিত। আমি সম্প্রতি উত্তরাখণ্ড রাজ্যে গিয়েছিলাম, সেখানে প্রত্যেকটা সাইনবোর্ড তাই তাদের ভাষায় লেখা আছে। চেন্নাইতেও কিন্তু বোধহয় কলকাতা শহর যেহেতু প্রায় ২০০ বছর ইংরেজ শাসনের অধীনের ছিল এবং ইংরেজদের হেড কোয়ার্টার প্রথমে এখানে ছিল তাই বেশির ভাগ জায়গায় ইংরেজি ভাষায় আমাদের সাইনবোর্ড গুলি লেখার এত প্রবণতা কলকাতা পৌরসংস্থায় ইতিমধ্যেই একটা সার্কুলার দেওয়া হয়েছে যে, কলকাতা পৌরসংস্থার সাইনএজ থেকে আরম্ভ করে সমস্ত জায়গায় এবং কলকাতার কয়েকটি জায়গায় উর্দুতে বা ইংরেজিতে ছিল, সেখানে সবচেয়ে উপরে বাংলা ভাষায় লিখতে হবে। বাংলা ভাষার নিচে অন্যান্য ভাষায় লেখার নির্দেশ দিয়েছি। এজন্যই উত্তরণে'র সাইনবোর্ড পরিবর্তনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন : 'তাজ বেঙ্গল নামটি ইংরেজি লেখা আছে। সেখানেও ইংরেজিতে লেখাটির উপরে বাংলায় 'তাজ বেঙ্গল লেখা উচিত। বিভিন্ন বিল্ডিঙের নাম ইংরেজি ভাষায় লেখাতে আপত্তি নেই। কিন্তু ইংরেজিতে লেখা নামের উপরে বাংলা ভাষায় নামটি লিখতে হবে। প্রাইভেট হোর্ডিং কোম্পানিকেও বাংলা ভাষায় সাইনবোড হোর্ডিং লিখতে বাংলা ভাষায় লেখাটা আবশ্যিক করতে হবে। কলকাতা পৌরসংস্থা এ বিষয়ে সব জায়গায় প্রাইভেট এজেন্সি গুলো অনুরোধপত্র দেবে বলে মহানাগরিক আক্ষা করেন।

রাসবিহারীর চৈতন্য মঠে অন্নকুট উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : গিরি গোবর্ধন পূজা ও অন্নকূট মহা–মহোৎসব উপলক্ষ্যে সারাদিনব্যাপী ধর্মীয় ভাবাবেগে ভরে উঠল শ্রী চৈতন্য রিসার্চ ইনস্টিটিউটের রাসবিহারী শাখা। বহু ভক্তের সমাবেশে এদিন পূজার্চনা, নাম সংকীর্তন থেকে মহা ভোগ প্রসাদের বিশেষ আয়োজন ভগবৎ প্রেমের আবহে সার্থক রূপ নেয় বলে জানান, এই শাখার অধ্যক্ষ ভক্তিভূষণ তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ। এই অন্নকূট

এবং গোবর্ধন পূজার রহস্য অনেকেরই অজানা। রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন মত, নানান বিশ্বাস। প্রসাদ বিতরণ চলাকালীনই সেই সম্পর্কে বিস্তারিত জানালেন রাসবিহারী শাখার এক বিশেষ ভক্ত নিতাই দেবনাথ। প্রত্যেক বছরের মতো এ বছরও এই উৎসব উপলক্ষ্যে বহু ভক্তের সমাগম সকলের মধ্যে পরম আনন্দের সঞ্চার করেছে বলে জানান অফিস ইনচার্জ ভক্তি জীবন তপস্বী মহারাজ।

জানা-অজানা সফরে

কলকাতার কাছে লালগঞ্জ সি বিচ পর্যটকদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে

কুনাল মালিক

নামখানা : কলকাতার খুব কাছেই বকখালি পর্যটন ক্ষেত্রের আগে নামখানা ব্লকের হরিপুর এলাকায় লালগঞ্জ সি বিচ পর্যটকদের আসন্ন শীতে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। গত রবিবার গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম এই নতুন পর্যটন ক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে। ডায়মন্ড হারবার রোড অর্থাৎ ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে কাকদ্বীপ ফেলে নামখানার হাতানিয়া দোয়ানিয়া ব্রিজ পেরিয়ে কিছুটা গেলেই দশ মাইল বাজার। এই বাজার থেকে বাঁদিকের রাস্তা চলে গেছে হরিপুরের দিকে। গাছ–গাছালিতে ভরা গ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে দেখতে আমাদের গাড়ি ছুটে চলেছিল লালগঞ্জ সি বিচের দিকে। গ্রাম্য রাস্তার দুদিকে সবুজ ধান খেত আর পাখ–পাখালির কলতান শুনতে শুনতে পৌঁছে গেলাম হরিপুর ঘোষ খাল বা লালগঞ্জে।

দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরের সাতমুখী নদীর মোহনায় গড়ে উঠেছে ভোরের আলো নামে হোমস্টে। ছোট্ট জায়গার মধ্যে সুন্দর করে সাজানো কটেজ গুলো অবস্থান করছে। এখানে ২৪ ঘণ্টা বিদ্যুৎ এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা আছে। হোমস্টের কেয়ারটেকার জানালেন, মাথাপিছু একদিন থাকার জন্য ১,০৫০ টাকায় এখানে পাওয়া যাবে, সকালে লুচি সবজি; মিষ্টি, দুপুরে ভাত, সবজি, ডাল, মাছের ঝোল, পাপড়, চাটনি, মিষ্টি, বিকালে স্নাক্স, ডিনারে থাকবে রুটি কিংবা ভাত, সঙ্গে চিকেন। ওই টাকার মধ্যে বোটিংও যুক্ত আছে। যারা এখানে আসবেন তাদের সঙ্গে অবশ্যই ভোটার আইডেন্টি কার্ড কিংবা আধার কার্ড থাকতে হবে। আসার আগে ফোনে যোগাযোগ করে বুক করতে হবে। সমুদ্র তীরবর্তী এদের আরো একটি নতুন হোমস্টে গড়ে উঠছে যার নাম নিউ ভোরের আলো। আগামী ১৫ ডিসেম্বর থেকে এখানে পরিষেবা শুরু হবে। এই হোমস্টেটির অবস্থান আরো মনোরম জায়গায়। ঘর থেকে বেরোলেই চোখে পড়বে সমুদ্রের নীল জলরাশি। অদূরেই আছে সুন্দর একটি সি বিচ। এছাড়াও আরো দুটি হোমস্টে চোখে পড়লো লালগঞ্জে। একটি হল ঘরে বাইরে বিচস্টে এবং এন্টিলিয়া ট্রাভেলার্স। এই দুটি হোমস্টে থেকে সমুদ্র তট বিচ আরো কাছে। বিস্তীর্ণ তটে গিয়ে চোখে পড়লো প্রচুর মাছের টলার মাছ ধরার প্রস্তুতি নিচ্ছে। শুটকি মাছ প্রসেসিংয়ের কাজ চলছে। শহর জীবনের ব্যস্ততা থেকে একদিন অনায়াসে কাটিয়ে আসতে পারেন লালগঞ্জ সি বিচে। নিউ ভোরের আলো ও ভোরের আলো হোমস্টের ফোন নাম্বার ৯৭৩৩৯৬০৮৫০। ঘরে–বাইরে লালগঞ্জ বিচস্টে – ৯৩৩১৮৫৭০৯০। এন্টিলিয়া ট্রাভেলার্স ক্যাম্প – ৯৯৩৩০০০৬১৬৬।

ছবি : অরুণ লোধ

পর্যটকদের প্রিয় ঠিকানা পাশাবং

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি: শীতের আগমনে ঘুরে বেড়ানোর আগ্রহ যেন বেড়ে যায়। পর্যটকদের কাছে একেবারে নতুন ঠিকানা পাশাবং। দুর্দান্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ মনোমুগ্ধকর করে তোলে। মণ পিপাসুদের কাছে নিঃসন্দেহে দুর্দান্ত ঘোরার জায়গা। পাহাড়, বন ও নদীর তীর যারা ভালোবাসেন, তাদের কাছে নিঃসন্দেহে দুর্দান্ত মনমুগ্ধকর স্থান। কালিম্পং জেলার অন্তর্গত গরুবাথান ব্লকের গীতখোলা পাশাবং এই রকম এক আদর্শ গন্তব্য। ছোট একটি পাহাড়ি গ্রাম, আর এখানকার পরিবেশ খুব সুন্দর। অল্প কিছু সংখ্যক পরিবার বসবাস করে এখানে।সুন্দর পাহাড়ি উপত্যকা পর্যটকদের নিঃসন্দেহে দুর্দান্ত গন্তব্য স্থল।

পাহাড়ের ঢালে রয়েছে সামাবিয়ং চাবাগান। পাহাড়, বন ঘেরা এক সুন্দর পরিবেশ। ট্রাকিং করে পাহাড়ের চূড়ায় ওঠবার পর দূরে দেখা যাবে শিলিগুড়ি, মালবাজার সমেত ডুয়ার্সকে। মালবাজার শহর থেকে লাভা হয়ে এই এলাকাতে পৌছতে দুরত্ব হবে অন্তত ৪১ কিমি। ঝান্ডি হয়ে গেলে কিছুটা কম

পড়বে ৩৯ কিমি। শহর পেরিয়ে চাবাগান, বন, পাহাড় দেখতে দেখতে ঘণ্টা দেড় সময় লাগবে গন্তব্যস্থলে যেতে।

পর্যটকদের হতাশ করে ভাঙ্গনে ধ্বংসের পথে ফ্রেজার সাহেবের বাংলো

নিজস্ব প্রতিনিধি,বকখালি : বকখালি ও ফ্রেজারগঞ্জে ভাঙ্গন, ইতিহাস বিজাড়িত ফ্রেজার সাহেবের বাংলো রক্ষার দাবী এলাকাবাসীর।দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নামখানা ব্লকের ফ্রেজারগঞ্জের বকখালি, যা একটি টুরিস্ট স্পট হিসাবে বিখ্যাত। আর সেই বকখালিতে হঠাৎ করে ধ্বস,আতঙ্কে ফ্রেজার গঞ্জের মানুষজন,গত ২–৩ দিন আগে থেকে ভাঙ্গন শুরু হয়েছে। যদিও ইতিমধ্যেই প্রশাসন জরুরী ভিত্তিতে কাজে হাতে লাগিয়েছে।এখন একটাই প্রশ্ন ব্রিটিশ আমলে তৈরি হওয়া ফ্রেজার সাহেবের এই বাংলো কিছুটা হলেও রক্ষা করা যাবে তো?ইতিমধ্যে বাংলোর পাশেই নদীবাঁধ দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। এলাকাবাসীদের দাবি যখন দেশ স্বাধীন হয়নি ব্রিটিশরা রাজত্ব চালাচ্ছে তখন ফ্রেজার সাহেব এই বকখালিতে এসেছিলেন আর থাকার জন্য একটি বাংলো তৈরি করেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ব্রিটিশরা বিতাড়িত হয়েছে কিন্তু সেই বাংলো সংস্কারের কোন দায়িত্ব নেয়নি সেই থেকে প্রশাসন।আর তাই ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে চলে যাচ্ছে এই হেরিটেজ বাংলো।বর্তমানে বাংলোর অস্তিত্ব বিলুপ্তের পথে,জরাজীর্ণ অবস্থায় ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ছে, ঘরের মধ্যে গজিয়ে উঠেছে বড় বড় বট অশ্বথগাছ।ভ্রমণ পিপাসু মানুষ দের দাবি,এই বাংলো টিকে হেরিটেজ বিল্ডিং হিসাবে ঘোষণা করে সংস্কার করা হোক।এখন বিল্ডিং রক্ষা করবে না নদী বাঁধ রক্ষা করে বকখালীর মানুষকে বাঁচাবে সেটাই বড় চ্যালেঞ্জ প্রশাসনের কাছে।

চন্দননগরে ভাসমান রেস্তরাঁ চালু

মলয় সুর, চন্দননগর: ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্যুরিজম ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধানে চন্দননগরের গঙ্গাবক্ষে চালু হয়েছে জলশ্রী দ্য রিভিয়েরা হ্যারিট্যাজ।

কেরলের হাউসবোটের আদলে গড়ে তোলা এই বোট চন্দননগরের গঙ্গায় জলে ভাসছে। এখানে একসঙ্গে ৫০ জন বসে খেতে পারবেন। কলকাতায় রয়েছে বিখ্যাত ভাসমান হোটেল ফ্লোটেল। এবার চন্দননগরের বিধায়ক তথা মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের উদ্যোগে পুনরায় চালু হয় ভাসমান রেস্তোরাঁ। বোটের খোলা ছাদে বসে

যেমন গঙ্গাঁ দর্শন করা যাবে, ঠিক তেমনই অর্ডার করলেই মিলবে সব ধরনের সুস্বাদু খাবার। প্রাথমিক ভাবে বেসরকারি সংস্থার তত্ত্বাবধানে এই বোট চালানো হবে বলে জানা গেছে।

বাদাই উৎসব বাঁচিয়ে রাখতে এককাট্টা করন্দাবাসী

দেবাশিস রায়, পূর্ব বর্ধমান : রঙ্গে ভরা রাঢ়বঙ্গে, বাদাই উৎসব আছে সঙ্গে। সঙ্গীত জগতে গান বাঁধার চল বহুদিনের। সেই গান বাঁধা থেকে অপভ্রংশ রূপ লাভ করে হল বাদাই। তার সঙ্গে একদা উৎসব শব্দটি জুড়ে গিয়ে রাঢ়বঙ্গের লোকসংস্কৃতি জগতে ঠাঁই করে নিল বাদাই উৎসব।

পূর্ব বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বর থানার করন্দা গ্রামজুড়ে আয়োজিত দুদিন ব্যাপী বাদাই উৎসব বুধবার শেষ হল। উৎসবটি সুচারুভাবে পরিচালনার দায়িত্বে ছিল করন্দা হংসধ্বনি গীতিনাট্য সংস্থা। এই উৎসবের আনন্দটুকু উপভোগ করতে দূরদূরান্তের আত্মীয় পরিজনেরা করন্দা গ্রামে ভিড় জমিয়েছিল। একসময় গ্রামের সহজ সরল প্রান্তিক শ্রেণীর পরিবারের মানুষজন কাজের ফাঁকে ফাঁকেই আপনমনে গান বাঁধতেন এবং সেইসব গানে নিজেরাই সুর দিতেন। শতাধিক বছর আগে এভাবেই বাঁধাই গান তৈরির পর সময়মতো সেগুলি অভিনয় সহ বিভিন্ন আঙ্গিকে জনসমক্ষে পরিবেশন করা হত। রাঢ়বঙ্গের আরও এক ঐতিহ্যবাহী বোলান গান পরিবেশনের সঙ্গে বাদাই গানের বেশ মিল রয়েছে। লোকসংস্কৃতি জগতের এই দুই ধরনের গানে শুধুমাত্র পুরুষেরাই অংশগ্রহণ করে থাকে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শতাধিক বছর আগে করোন্দা সহ পার্শ্ববর্তী পিপলন, মণ্ডলগ্রামে নিয়মিত বাদাই গানের আসর বসত। কালক্রমে সেটাই উৎসবের রূপ লাভ করে। কিন্তু, আধুনিকতার আতিশয্যে এই বাদাই উৎসব কার্যত কোণঠাসা। এখন শুধুমাত্র করন্দা গ্রামের মানুষজন এই উৎসবের ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছেন। জাতিধর্মনির্বিশেষে করন্দাবাসীর কাছে বাদাই উৎসব একপ্রকার মনের খোরাক। তাই এলাকার শত শত বাসিন্দা এবারও উৎসবের আয়োজনে এককাট্টা হয়েছিলেন। সাধ্যমতো অর্থসাহায্য, শ্রম, খাদ্যশস্য প্রভৃতি নিয়ে এগিয়ে আসায় এবারও বাদাই উৎসব সফল হয়।

করন্দা হংসধ্বনি গীতিনাট্য সংস্থার সম্পাদক রাজীব মুখোপাধ্যায় বলেন, গ্রামের সংস্কৃতি মনস্ক বিভিন্ন বয়সী মানুষজনকে নিয়ে মোট ২৪টি দল তৈরি করা হয়। এই দলগুলিকে নিয়েই করন্দা হংসধ্বনি গীতিনাট্য সংস্থার পরিচালনায় বাদাই উৎসব আয়োজন করা হয়েছিল। ২৪টি দল মোট চারটি ভাগে দুদিন ধরে দুবেলায় করন্দা গ্রামের ২৭টি পাড়ায় নজরকাড়া অভিনয়ের মাধ্যমে বাদাই গান পরিবেশন করে। প্রতিটি দলের বিষয় ছিল স্বতন্ত্র। চিরাচরিত প্রথা মেনে এই গানের কলাকুশলীদের সকলেই পুরুষ এবং বেশিরভাগই খেটে খাওয়া গ্রামবাসী। এমনকি, পুরুষেরাই মহিলার ভূমিকায় অভিনয় করে থাকেন। শতাব্দী প্রাচীন এই ঐতিহ্যকে এখন শুধুমাত্র করন্দাবাসীই রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে। তাই এবারও সকলের আন্তরিক সহযোগিতা সহ সক্রিয় অংশগ্রহণে বাদাই উৎসব সার্থক রূপ লাভ করে।

প্রাক্তনীর অধিবেশনের বিষয় বনফুল

শ্রেয়সী ঘোষ : স্বনামধন্য সাহিত্যিক বনফুলের জন্মের ১২৫ বছর চলছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তনী তাদের অধিবেশনে স্মরণ করলেন বনফুলকে। অধিবেশনটি বসেছিল ৫ নভেম্বর দুপুরে আশুতোষ ভবনের ২১০ নম্বর ঘরে। প্রয়াত অধ্যাপক ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে এই অধিবেশনটি উৎসর্গিত ছিল। কবিতায়, গানে, গল্পে, কথায়, স্মৃতিচারণের মধ্যদিয়ে বনফুলকে স্মরণ করলেন উপস্থিত সভ্য ও নিমন্ত্রিত অতিথিরা। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন অভিযান বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপান্বিতা সেন, অপর্ণা ঘোষ, বিশ্বাস, যীশু দাস, শর্মিষ্ঠা সিনহা, সুরঞ্জনা সান্যাল, চকিতা চট্টোপাধ্যায়, বিদিশা মুখোপাধ্যায়, গোপাল দাস। বনফুলের ভাই প্রখ্যাত পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র অভিজিৎ মুখোপাধ্যায় এবং তার কন্যা অনিকা মুখোপাধ্যায় এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে অনুষ্ঠানের গৌরব বৃদ্ধি করেছিলেন। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা দায়িত্বে ছিলেন প্রাক্তনী'র বর্তমান সম্পাদক ড. শঙ্কর ঘোষ। তিনি একাধিক গানও গেয়ে শোনালেন। অনুষ্ঠানে সভাপতি ডঃ নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় অনুষ্ঠানের একটা সামগ্রিক মূল্যায়ন করলেন এবং সেই সঙ্গে তিনি বনফুলকে নিয়ে আলোচনা করলেন।

জলসাঘরের উদ্যোগে সঙ্গীত মেলা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাওয়ালী: প্রতি বছরের মতো এবছরেও গত ২৭ অক্টোবর বাওয়ালীর সত্যপীরতলা তপন আর্ট স্কুল প্রাঙ্গণে জলসাঘরের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল ১৯ তম বাংলা সঙ্গীত মেলা। সারাদিন ব্যাপী– সঙ্গীত–নৃত্য–আবৃত্তি সহযোগে বিভিন্ন বয়সের প্রায় ৮০ জনের অধিক শিল্পী– অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে জীবনকৃতি সম্মাননা প্রদান করা হয় শ্রী সারদা রামকৃষ্ণ বালিকা বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা শ্রদ্ধেয় শৈলেন্দ্রনাথ পাড়ুই ও সম্ভবনাময়ী চিত্রশিল্পী অনন্যা গায়েনকে, তা তার একশটি–চিত্র প্রদর্শনীও অনুষ্ঠানে স্থান পায়, অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক–কবি স্বপন কুমার মান্না, সাংবাদিক রঞ্জনা মণ্ডল মুখার্জী, বিশিষ্ট সমাজসেবী বাসুদেব কাবড়ী, অনুপ কুমার মান্না, তিমির বরণ মান্না প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন অনিতা অধিকারী ও বাপ্পা ঢালী, সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক রামচন্দ্র খাঁড়া বলেন, জলসাঘর সঙ্গীত মেলার উদ্দেশ্যই হল নব প্রতিভার উন্মেষ ও শিল্পীদের জন্য প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে দেওয়া, যাতে এলাকার মানুষজন বয়স নির্বিশেষে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সুস্থ সাংস্কৃতিক চর্চায় অংশ নিতে পারে। সভাপতি সুভাষ চক্রবর্তী অনুষ্ঠান সফল করার জন্য জলসাঘরের সকল অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

বাঙালির পরম্পরা

হারিয়ে যাওয়া কুলকুলোতি ব্রত ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা

দীপংকর মান্না : সারা কার্তিক মাস জুড়ে পালিত হয় কুলকুলোতি ব্রত। এটি কুমারী মেয়েদের ব্রত। মূলত ৭–৮ বছর থেকে শুরু করে কুমারী মেয়েরাই এই ব্রত পালন করে থাকে। পিতৃকুল, শ্বশুরকুল ও মামাদের বংশ রক্ষার প্রয়োজনে এই ব্রত। আসলে কুলকুলোতি হল প্রয়াতজনদের থেকে বর প্রার্থনার ব্রত। সারা বছর সুখে–দুঃখে প্রয়াত পূর্বপুরুষের জীবিতকালের স্মৃতির কথা এই ব্রতে বিশেষভাবে ভাবা হয়।

এই ব্রতের জন্য কুমারী মেয়েরা বাড়ির উঠান, মনসা বা তুলসীতলায় একটি ছোট গর্ত কাটে। গর্তের তিন দিকে থাকে কাদার বেদী। প্রতিটি বেদীতে ৩টি করে মাটির প্রদীপ জ্বালানো হয়। প্রদীপের নিচে দেওয়া হয় ৩টি করে কুলপাতা। প্রদীপের মাঝের অংশে আঁকা থাকে সিঁদুরের টিপ। গর্তের মুখে রাখা হয় মাটির পুতুল। এই পুতুলগুলো প্রয়াতজনদের প্রতীক। বেদীর পাশে থাকে কতগুলো ধাপ। ভাবা হয় স্বর্গলোক থেকে এই সিঁড়ির পথ দিয়েই তারা মর্ত্যে আগমন করেন। বেদীর কাছেই গাঁথা থাকে বট, আমলকী, অশোক ও বেল ডাল। এগুলো প্রয়াতজনদের আবাস স্থলের প্রতীক। আর অবশ্যই থাকে কাঁটায় ভরা কুলডাল। কাঁটা দিয়ে কুল বা বংশ রক্ষার ইঙ্গিত বহন করে। পুজোর স্থানটি নানা ফুল দিয়ে সাজানো হলেও, এই ব্রতের মূল অর্ঘ্য কিন্তু কুলপাতা। সারাদিন উপবাস থেকে সন্ধ্যাবেলা ব্রত পালনকারীরা মন্ত্র বলে বলে পুজো করেন। মন্ত্রগুলোতেও পাওয়া যায় প্রয়াতদের প্রতি স্মৃতি রক্ষার কথা–

কুলকুলোতি কুলোবতী
কুলের মাথায় ধরো জাতি
বাপকুল, মাকুল,
শ্বশুড়কুল উজ্জ্বলাবতী।
কোথাও শোনা যায়–
কুলকুলোতি কুলকুলোতি
কুলের ঘরে দিয়ে বাতি
মাকুল, বাপকুল, শ্বশুড়কুল
তিন কুলোতি উজ্জ্বলাবতী।

কার্তিক মাসের প্রথম দিন থেকে সংক্রান্তির দিন পর্যন্ত চলে থাকে এই ব্রত পর্ব। শেষ দিন সারা মাসের জমানো পুজোর সামগ্রী কুলোয় করে সন্ধ্যা বেলা পুকুর, খালে ভাসানো হয়। পুজো শেষে ব্রতীরা নিজেদের মতো করে প্রচলিত লৌকিক কাহিনি পাঠ করে থাকেন। এই কুলকুলোতি ব্রত আজ হারিয়ে গিয়েছে। এই ব্রত হারিয়ে যাওয়ার কারণ খুঁজতে কথা বলি সমাজের বিভিন্ন পেশার মহিলাদের সঙ্গে।

শিক্ষিকা তথা লোকসংস্কৃতির গবেষিকা অবন্তী রায় জানান, 'এখনকার মা–জেঠিমারা তাদের কুমারীদের কোনওরকম উৎসাহ দেখায় না বার–ব্রত করার জন্য। তাছাড়া এখনকার কুমারীরা খুব আদুরে, তারা সারাদিন শুকিয়ে থাকতে পারে না, পারে না ব্রত পালনের নানা উপাচার জোগাড় করতে, এসব কারণে হারিয়ে যাচ্ছে কুলকুলোতি ব্রত।' সঙ্গীতশিল্পী শুক্লা রীতের কথায়, 'আধুনিকতা ও মোবাইল ফোনের নেশায় শুধু কুলকুলোতি নয় মেয়েদের অনেক ব্রতই আজ হারিয়ে যাচ্ছে।' আইসিডিএস কর্মী সীমা মান্না জানান, 'এখনকার মায়েরা কর্মব্যস্ত, যেখানে মেয়েদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ আছে, তারা সেই সবে মেতে থাকে, তার ফলে হারিয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন ব্রত।' স্বাস্থ্যকর্মী বাসন্তী কোলের সাফ কথা, 'যেখানে জৌলুস আছে সেখানেই মায়েরা মেয়েদের নিয়ে ছুটে যায়।' নৃত্যশিল্পী দেবাস্মিতা দাসের কথায়, 'কালের মোবাইল গ্রাস করেছে আজকের কুমারী থেকে কিশোরীদের, তারফলে শুধু ব্রত কেন, অনেক গ্রামীণ লোকসংস্কৃতি আজ হারিয়ে যাচ্ছে।' তবে এই হারিয়ে যাওয়া ব্রত ধরে রেখেছে আমতার চাকপোতা গ্রামের কমল পাত্রের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী তিথি পাত্র। তিথি বেশ পরিপাটি করে ব্রত পালন করে। তিথির হাত ধরে কি ফিরে আসবে হারিয়ে যাওয়া কুলকুলোতি ব্রত, সে প্রশ্ন থেকেই যায়!

নেশা মুক্তি সেমিনার

নিজস্ব প্রতিনিধি : নেহেরু যুব কেন্দ্র বারুইপুর এবং পুলকিত সমাজের উদ্যোগে বারুইপুরের কাদাম ফিট এন্ড ফাইন নামক জিম এবং যোগা সেন্টারে ড্রাগ তথা বিভিন্ন নেশা মুক্তির বিষয়ে সচেতনতামূলক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বারুইপুর স্নেহ নীড় ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট মিস্টার ইমরান আলী মোল্লা। এছাড়াও নেশা বিষয়ক কর্মরত কাউন্সিলার তথা ডাক্তার আলেক্ষ মণ্ডল, পুলকিত সমাজের প্রেসিডেন্ট মিস্টার মহিতোষ মণ্ডল। নেশামুক্তি কেন্দ্রের পক্ষ থেকে যুবসমাজকে নেশা থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেন ইমরান আলী এবং বারুইপুর পুলকিত সমাজের সেক্রেটারি নিবেদিতা ভঞ্জ। তিনি জানান, যুব সমাজ আস্তে আস্তে নেশার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এর পেছনে যেমন সমাজেরও একটা বিশেষ দায় রয়েছে তেমনি বাড়ির পরিবেশও সমানভাবে দায়ী। বাচ্চাদের সঙ্গে বাবা মায়ের সম্পর্কের মাঝখানে বিশাল ব্যবধান বর্তমানে সৃষ্টি হয়েছে যার ফলে তারা কী করছে তাদের প্রতি সজাগ দৃষ্টি না রাখার কারণে কোন অসৎ সঙ্গের মাধ্যমে একবার নেশার জগতে প্রবেশ করলে তা তাদের জন্য দুর্বিসহ হয়ে উঠছে। ৬ দিনব্যাপী ডোর টু ডোর ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে এই প্রোগ্রাম চালিয়ে যাবেন। এ বিষয়ে বারুইপুর পুলকিত সমাজের প্রজেক্ট ম্যানেজার মিস্টার দেবব্রত মারিক জানান, স্কুল কলেজ থেকেই কিছু অসৎ সঙ্গে পড়ে যুবসমাজ এই ড্রাগ তথা বিভিন্ন মাদকাসক্ত হয়ে পড়ছে। দৃঢ়ভাবে পাশে থেকে এই সমস্ত যুব সমাজ যারা নিজেদের পথ হারিয়ে ফেলেছে তাদেরকে আবার নেশা মুক্ত ভারত গড়তে নেশার মায়াবী জাল ভেঙে বার করে আনতে হবে।

কবিতা

সবুজ মনের ভূমি
আরতি দে

সুজলাং সুফলাং আমার জন্মভূমি
সবুজের বিলি কেটে আঁকাবাঁকা মেঠোপথ
শোভা বাড়ায় পানাপুকুরে শ্যাপলা–শালুক
মায়াময় বৃষ্টি এসে করে খেলা সবুজের সাথে
কোমর দুলিয়ে গাছের পাতারা সব নাচে
মনের মধ্যে এসে মন প্রেম প্রেম আলাপন
কোকিলা শিষ দেয় গানে।
কখনও কখনও বৃষ্টি এসে বাধা হয়ে দাঁড়ায়
প্রেমবাসর অতল জলে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।
আমি বসে আছি নির্জন ঘন তমসা
মন–খারাপের ঝাঁপি খুলে বারবার দেখি।
কত কিছু করি গোছগাছ –
মানুষের ভালবাসা খুঁজতে গেলেই
নিভে যায় মোমবাতি।
(শহীদ নগর, কলকাতা–৭৮)

কোথায় পাবো
আব্দুল হান্নান

নিশ্চিন্তার পাইনি জীবিকা
শ্রমের ওপর বিশ্বাস
থেমে গেলেই থমকে যাবে
ভাবতে পারিনা অবকাশ
কোথায় পাবো রবিবার ভাই
দারিদ্রতায় করি বাস
রোজ আনাতেই রোজ খাওয়া
নইলে বন্ধ মুখের গ্রাস!
সপ্তা আসে ... সপ্তা যায়
শুনি আজ রবিবার
শ্রমিকেরা শুধু শ্রমই বোঝে
আঁধার থাকতে ছাড়ে দ্বার॥
(সীতারামপুর, দঃ২৪ পরগণা)

প্রতিধ্বনির স্রোত
অরুণ কুমার মান্না

সব শেষে ধ্বনি ধ্বনিত হতে হতে
হারিয়ে যায় প্রতিধ্বনির স্রোতে।
নিথর শবদেহ ধিকি ধিকি জ্বলে ওঠে
এক জন্ম থেকে আত্মা অন্য জন্মে ছোটে
মাটি ভেজে চোখের জলে, রাই কাঁদে
বৃষ্টিরা আবার আকাশেই চাক বাঁধে
নিশ্চুপ ছায়া পাগলের মতো শব্দ খোঁজে
শব্দরা চুপচাপ ছায়াতেই চোখ বোজে।
(বিনগ্রাম, হুগলি)

বোকামী
দত্তা রায়

বোকারা–ও উদযাপন করে তাদের বোকামীকে
আজ যখন পরিস্থিতি এমন
অনিশ্চয়তার নিকষ আঁধারে নিমগ্ন
তখন কিছু মানুষ মুখ টিপে হাসে
হৃদয়ের অস্থিরতা, ব্যাকুলতার সীমাকেও পার করে
ধৈর্যও তলানীতে ঠেকে
কী হবে জানিনা এরপর...
আজ যারা মুখ বাঁকিয়ে যাবে, চোখ টেরে হাসবে
উথাল পাথাল সাগরে পানসী ভাসাবে
তারা জানে না কাল তাদের কী হবে?
পৃথিবী তো গোলাকার
একদিন তোমারও আসবে
হৃদয়ের বেলাভূমি ছিন্ন–বিচ্ছিন্ন হবে,
দুমড়ে মুচড়ে যাবে যত স্বপ্ন।
সেদিন অন্যরাও উদযাপন করবে,
পারো যদি সামলাও –
একদিন তোমারও দিন আসবে।
(গঙ্গারামপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা)

স্থায়ীত্ব সূচক
স্বস্তিকা ঘোষ

আমার আমি দম্ভ বোঝে না
সম্মানকে বাহন করে
অদৃশ্য অদৃষ্ট–কে বিধাতা মানে
চোখ বন্ধ পাথারে পার্থিব আবগাহন,
মনুষ্যত্বের দলগত আবাহনের কাণ্ডারী হয়ে।
প্রাচীনের বিদায় বার্তার মধ্যে
অহংকারী নবীনের বেসামাল আস্ফালন
সুস্থায়ী উন্নয়ন সূচনা করে না।
ময়ূরী কাক কী লুপ্তপ্রায়
ডাইনোসর–কে জিজ্ঞেস করেছিল –
রূপের স্থায়ীত্ব সংকেত?
(দৌলতাবাদ, বিষ্ণুপুর, দ২৪পরগণা)

গাছের যন্ত্রণা
কানাইলাল সাহু

সামনে ধূসর মরু হাতছানি দিয়ে বলে
অনেক হয়েছে, আর নয় বৃক্ষছেদন
ফুল দেব ফল দেব
পাখিরা আমার সাথে গাইবে গান।
আমি তোমাদের আপনজন।
কাঠুরিয়া যখন কুঠার হাতে,
আমাকে করে ক্ষতবিক্ষত
আমার চোখে জল আসে।
আমি তখনো করি ছায়া বিতরণ।
মানুষ খুন হলে হয় খুনির বিচার
আমি খুন হলে তোমরা থাকো নির্বিকার
বোঝো না আমার যন্ত্রণা।
আমি বাঁচলে, তোমরাও বাঁচবে।
গাছের চেয়ে বন্ধু কেউ নাই আর।
(দীনেশ পল্লী, কলকাতা–৯৩)

গাছ আমাদের প্রাণ
গণপতি বন্দ্যোপাধ্যায়

গাছ বাঁচলে প্রাণ বাঁচবে, ঢালো গাছে জল
গাছ আমাদের পরম বন্ধু, দিচ্ছে যে ফুল ফল
গাছে থাকে কত পাখি, ওড়ে পাখির দল,
গাছে বাসা বাঁধে ওরা, কুজন অনর্গল।
গাছে থেকে পাই যে কত ঔষধ সফল
রবির আলোয় আলোকিত হলে লাগে কত উজ্জ্বল
গাছ বাঁচলে প্রাণ বাঁচবে, ঢালো গাছে জল
(সারেঙ্গা, বাঁকুড়া)

একলা চলো
কানন পোড়ে

সেই ভালো সেই ভালো
যে পথের দুই সারি পলাশ
সেই পথেই মন রাঙাল।
পলাশ দেখে শিহরণ, উঠল জেগে
বইল বাতাস বেগে।
কি যে করি উপায়
জড়িয়ে ধরি পলাশের গায়
শীতল বারি পড়ল
দু'চোখে জল ভরে, পথ যে পিছল।
আর নয় – পুরানো চালের ভাত
আলো হয়ে ওঠে পাত
ঝড়–বাদল পলাশ ঝরে
হিসাবনিকাশ থাক পড়ে ।
(ফ্ল্যাট ৩–বি, ডিটিসি সাউদার্ণ হাইটস্ জোকা)

আজব বরযাত্রী
অসীম চক্রবর্তী

পাশের বাড়ির বিয়ের ভোজে
হঠাৎ ভীষণ গণ্ডগোল
কেউ বলছে, 'দিস্ না খাবার,
সব ব্যাটাকে টেনে তোল,
আর দিবিনা গরম লুচি
দিবিনা আর মাংস মাছ,
নাপিতটাকে আন না ডেকে
ক্ষুর দিয়ে গোঁফ দাড়ি চাঁছ'
কেউ বলছে রাখ না বেঁধে, সব কটাকে ধরা চাই
কেউ বলছে, গরম গরম কয়েক মুঠো দে না ছাই
কেউ বলছে, দ্যাখ্ ব্যাটাদের শখখানা নয় মন্দ,
পিটবো এমন চিরতরে খাওয়া হবে বন্ধ
ব্যাপার কি তা জানতে গিয়ে, ফুরিয়ে গেল রাত্রি
বরকে ছাড়া একশ' জনা এসেছে বরযাত্রী!
(পঞ্চাননতলা রোড, পশ্চিম পুটিয়ারী)

পথ
লক্ষ্মীকান্ত ভট্টাচার্য

পথের কথা পথ কেবল জানে
পথের দিশা শুধু আমায় টানে
পথ চলতে অনেক কষ্ট দেখি
কিছু আসল, কিছু মানুষ মেকি।
পথ নেমেই পথ চিনতে হয়
ভালো কাজে ফাঁকি মোটে ভালো নয়।
দশের সেবা দেশের সেবা জানি
পথ ক্রমশঃ বাড়ায় হয়রানি।
বাউল আমি পথে পথেই ঘুরি
এ যে জন্মভূমি, এ যে স্বপ্নপুরি।
পথের মাঝে পথকে খুঁজে পাবো
পথ বেয়েই তোমার কাছে যাবো।
(জাঙ্গিপাড়া, হুগলি)

অস্তিত্ব
সনৎ দে

সবুজ সবুজ পাতা হলুদ হলুদ পাতা
ঝরাপাতা ঝরাপাতা
আর?
আর গাছের নীচে আলো অন্ধকার
আলো অন্ধকার...
লাল ফুল হলুদ ফুল সাদা ফুল নীল ফুল
আর?
আর গাছের নীচে ঝরাপাতা
আর গাছের ডালে ডালে
পাখিরা পাখিরা ...।
(জাঙ্গিপাড়া, হুগলি)

চর
ভীম ঘোষ

তরুণ স্বপ্নে আগুনে ঝাঁপ দিলে লাল হয় শরীর
কোনও স্বীকারোক্তিও নেই, নীচে বইছে স্রোত
ক্ষত বাড়ছে ভেতরে এবং বাইরে জীবন কোষে
সব ক্লান্তি মুছি সভ্যতার রেণুতে,
বিগত জন্মের কথা বলি,
প্রাণচ্যুত হচ্ছো অস্তিত্বের লড়াইয়ে।
ডাইনে পৃথিবী, বাঁয়ে পৃথিবী, খণ্ডিত চরে
রামধনু ছুঁয়ে বসে, সীমাহীন স্মৃতিতে।
(শতল, কলসা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা)

সৎপথই ধর্মের পথ
অশোকানন্দ

সঞ্চয় যদি করতেই হয়, সৎপথেই তা করো,
পাপের বাঁকা পথ ছেড়ে ধর্মের পথ ধরো।
অধর্মের পথে লাভ করে ধন দুঃখ শুধু পাবে
সম্পদ–রাশি রাখতে গিয়ে অধঃপাতেই যাবে
ধর্মই শুধু ধরে রাখবে শান্তি অনশ্বর
যত কর পাপ, তত বাড়ে তাপ
সহ্য করতে পারবে কি সেই চাপ!
সব কিছু ধ্বংস রবে রুদ্র বৈশ্বানর।
(হালতু, কলকাতা–৭৮)

জগদ্ধাত্রী
বিবেকানন্দ নস্কর

মাথার ওপর উড়াল দিল
মাথার চুলে রাত্রি
রাত্রি পথে আঁধার আলো
আঁধার জগদ্ধাত্রী।
মনের ঘরে লুকিয়ে কাঁদে
মনের কোণে কালি
দৃষ্টি জুড়ে অন্ধ দিশা
স্বপ্ন চেখের বালি
পিতার পিঠে পিতামহ
পিতার পূণ্যে পুত্র
পুত্র রক্তে আগুনে পাপ
উত্তরাধিকার সূত্র।
খোলস দেখে লাফিয়ে ওঠো
খোলস শরীর ধাত্রী
মগ্ন আলোয় আঁধার যাত্রী
আঁধার জগদ্ধাত্রী।
(সন্তোষপুর, চাঁদপালা, ফলতা)

হেমন্ত দিনে
শেফালী সরকার

শীতের আগমনী বার্তা পেয়ে হেমন্ত ঘোমটা টানে,
শিশির সিক্ত ভোরে ভাঙ্গে ঘুম।
হেমন্তের বাগানে সোনালী ধানের শীষে,
আলো ঝলমল করে।
কৃষকের মনে খুশির জোয়ার,
কণ্ঠে ভাটিয়ালী সুর,
ঘরে ঘরে নবান্ন উৎসব।
যত অসুন্দরকে লুকিয়েছে বুকের ভেতরে,
মুখে তার হাসি অনাবিল,
ফুসফুসে সবুজ নিশ্বাস!
হিমেল হাওয়ায় সোহাগী আদর,
কুয়াশার চাদর ছিঁড়ে সূর্যটা
আমার দিকে চেয়ে লাজুক হাসি হাসে।
(ম্যুর এভিন্যু, কল–৪০)

হারানোরা আসে
মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল

সব কিছু কেমন যেন থাকে আমার নাগালের বাহিরে
আর কখনও নাগাল পাই না ধরতে চাইলে,
আবার স্বজন হারানো শ্মশানে, প্রিয়জনকে না
পাওয়ার যন্ত্রনাতে
নিভন্ত চিতার আগুন যেন জ্বলছে এ বুকের গভীরে,
চলার পথে সে নীরবে ফেরে
নিস্তঃব্ধ নিশিহিনা ঘুমন্ত পৃথিবী
রাতজাগা পাখীর মত আমি জেগে থাকি।
ভিখারীর মত কেবলি ভালবাসা ভিক্ষা। মাগি
দ্বারে দ্বারে, দূর করে দেয় সকলে
তখনি ক্ষুধার্ত পৃথিবী কাঁদে মরু পথে পথে।
ভালবাসার জন্য কাঙাল সে
জোটেনি কখনও স্নেহ, আদর, ভালবাসা কপালে
জীবনে আসেনি কখনও সকাল
ফুটন্ত গোলাপের মত লাল।
কত আবর্জনার ভিতর চাপা পড়ে আছে যে তার সকাল
সে ডাস্টবিনের পিনের সমস্ত জঞ্জাল সরিয়ে
কে খুঁজে দেবে তার সকালকে?

(প্রতি মাসের একটি সংখ্যায় মাঙ্গলিকীর পাতায় আমরা কবিতা, ছড়া, অণু গল্প প্রকাশের আয়োজন করেছি । কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ) । একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন । জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয় । প্রতিটা রচনার শেষে প্রতিবার অবশ্যই ঠিকানা লিখুন ।যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায় ॥ সুকুমার মণ্ডল, বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১ / 9903835611)

অল বেঙ্গল এক্সিবিশন অফ পেন্টিং

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি : নর্থ বেঙ্গল পেন্টার অ্যাসোসিয়েশনের তরফে দীনবন্ধু মঞ্চের রামকিঙ্কর হলে অনুষ্ঠিত হল অল বেঙ্গল এক্সিবিশন অফ পেন্টিং। গত ৯ নভেম্বর থেকে এই এক্সিবিশন শুরু হয়। চলে ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত। প্রতিদিন দুপুর দুটো থেকে রাত্রি আটটা পর্যন্ত এই এক্সিবিশন অনুষ্ঠিত হয়।

সংশ্লিষ্ট অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য সুজয় মিত্র জানান, সেরকম বিশাল ভিড় না হলেও মানুষজন আসছেন এক্সিবিশন দেখতে। শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি সহ বেশ কিছু জায়গার আর্টিস্টদের ছবি রয়েছে।

আঁতস কাঁচে

সঞ্জুর রেকর্ড

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচেই ঝকঝকে সেঞ্চুরি সঞ্জু স্যামসনের। তাতেই টি২০তে হল একাধিক রেকর্ড। ৪৭ বলে সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে ৫০ বলে ১০৭ রান করে আউট হন। ইনিংসে সাজানো ৭ চার ১০ ছক্কায়। স্ট্রাইকরেট ২১৪.০০। এর আগে হায়দরাবাদে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচেও ৪৭ বলে ১১১ রান করেছিলেন। কেরিয়ারে পেলেন দ্বিতীয় টি২০ সেঞ্চুরি। প্রথম ভারতীয় ব্যাটার হিসেবে টি২০ ম্যাচে ব্যাক টু ব্যাক সেঞ্চুরি করেন ভারতের উইকেটকিপার ব্যাটার। সেইসঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টি২০ তে ভারতীয় ব্যাটারদের মধ্যে দ্রুততম সেঞ্চুরিও হাঁকান। এর আগে ৫৫ বলে ১০০ করেছিলেন সূর্যকুমার যাদব।

নতুন লক্ষ্যে রাহুল

বরফ গলেনি। কিছুতেই লখনউতে থাকতে রাজি হননি কেএল রাহুল। কেন ছাড়লেন দল? একদিন পর মুখ খুললেন ভারতীয় এই তারকা। টেলিভিশনে এক সাক্ষাৎকারে রাহুল বলেন, আমি নতুনভাবে শুরু করতে চেয়েছিলাম। আমি বিকল্পগুলি খুঁজে বার করতে চেয়েছিলাম। আমি যেখানে স্বাধীনতা পেতে পারি। দলের পরিবেশও কিছুটা হালকা হতে পারে। কখনও কখনও আপনাকে দূরে সরে যেতে হবে নিজের প্রয়োজনের জন্য ভালোটাও খুঁজে বের করতে হবে। ২৪ ও ২৫ নভেম্বর রিয়াধে হবে আইপিএলের মেগা নিলাম। তার আগে রাহুল বলেছেন, 'টি২০ দলে আপাতত আমি নেই। তাই আইপিএলের দিকে তাকিয়ে আছি। আশা করি দল পাব। খেলাটাকে উপভোগ করতে পারব।' ভারতীয় টি২০ দলে ঢোকার জন্য আইপিএলকেই ফোকাস করছেন কেএল রাহুল।

ডাহা ফেল

টিম ইন্ডিয়া পরীক্ষায় বসার আগে মহড়া দিতে গিয়েছিল ভারত-এ দল। ডাহা ফেল! ভারতীয় দলের কী হবে তা নিয়েই ভয় ধরল আরও ক্রিকেটপ্রেমীদের। মেলবোর্নে ৬ উইকেটে জিতেছে অস্ট্রেলিয়া এ দল। ভারতের দু'ইনিংসে রান ১৬১ ও ২২৯। একমাত্র দু'ইনিংসেই লড়াই করেছেন ভারতের উইকেটকিপার ও ব্যাটার ধ্রুব জুরেল। প্রথম ইনিংসে করেছেন ৮০, দ্বিতীয় ইনিংসে করেছেন ৬৮। বাকিরা ফ্লপ। কেএল রাহুল দু'ইনিংসে ১৪। অভিমন্যু ঈশ্বরণ দু'ইনিংসে ১৭। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে যেতে গেলে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে সরাসরি ৪ ম্যাচ জিততে হবে রোহিতদের। কামিন্স-স্টার্কদের সামলানো যে কঠিন চ্যালেঞ্জ হতে চলেছে গম্ভীর ব্রিগেডের কাছে তা বলাই যায়।

মেয়েদের রিটেনশন

ডিসেম্বরেই বসবে উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগের নিলাম। তার আগে মহিলাদের প্রিমিয়ার লিগের ৫ দল রিটেনশন লিস্ট জমা দিয়ে দিল। যেখানে ২৫ বিদেশি-সহ ৭১ জন ক্রিকেটারকে ধরে রাখা হলো। গতবারের চ্যাম্পিয়ন আরসিবি একমাত্র দল যারা কোটা পূরণ করে ৬ বিদেশিকেই রিটেন করেছে। মুম্বই রেখে দিয়েছে পাঁচ বিদেশি। হরমনপ্রীত কৌর, স্মৃতি মান্ধানাও তাঁদের ফ্র্যাঞ্চাইজিতেই থাকছেন। রিচা ঘোষকে রেখে দিয়েছে আরসিবি। তিতাস সাধুকেও রেখে দিয়েছে দিল্লি ক্যাপিটালস। স্নেহ রানা, লিয়া তাহুহু, পুনম যাদবদের রিলিজ করে দিয়েছে তাঁদের ফ্র্যাঞ্চাইজি। সবমিলিয়ে ২৫ বিদেশি-সহ ৭১ জনকে ধরে রাখতে ৫৮.৩ কোটি টাকা খরচ করল ৫টি দল। নিলামে ৫ দলের হাতে মোট টাকা রইল ১৬.৭ কোটি টাকা।

ইতালিতে জোড়া পদক জয় বাংলার সিন্ড্রেলার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ইতালিতে জয়জয়কার বাংলার। জোড়া পদক জিতল সিন্ড্রেলা দাস। ইতালির লিগনানোরে অনুষ্ঠিত ডব্লুটিটি ইয়ুথ কনটেন্ডারের মঞ্চে এই কৃতিত্ব অর্জন করে সে। সামনেই সুইডেনে বিশ্ব টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে নামতে চলেছে সিন্ড্রেলা। তার আগে এই জোড়া পদক জয় অবশ্যই বড় পাওনা তার কাছে। আগেই অনূর্ধ্ব ১৭ সিঙ্গলসে ব্রোঞ্জ পদক জয় করেছিল সিন্ড্রেলা, এই প্রতিযোগিতার অনূর্ধ্ব ১৫ মেয়েদের সিঙ্গলসে চ্যাম্পিয়ন হয়। সুইডেনের প্রতিযোগিতাকে সামনে রেখে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে অস্ট্রেলিয়ায় টেবিল টেনিস লিগে অংশ নিয়েছিল সে। সেখান থেকেই ইতালির ডব্লুটিটি ইয়ুথ কনটেন্ডারের মঞ্চে যায় সিন্ড্রেলা। প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ্ব ১৫ পর্যায়ের দ্বিতীয় বাছাই ছিল সে। প্রথম থেকেই প্রতিযোগিতায় নজর কাড়ে সে। অনূর্ধ্ব ১৫ পর্যায়ের প্রথম রাউন্ডে জার্মানির লটা রুথফাসকে ৩-১ ব্যবধানে হারায় সিন্ড্রেলা। পরের ধাপে অ্যান্টিগার স্তুতি কাশ্যপকে ৩-০ ব্যবধানে হারায় সে। এরপর রোমানিয়ার প্যাট্রিসিয়া স্টোইকাকে একই ব্যবধানে হারিয়ে সেমিফাইনালে পৌঁছে যায় সিন্ড্রেলা। এরপর পৌঁছয় ফাইনালেও। ফাইনালে সিন্ড্রেলা মুখোমুখি হয়েছিল দিব্যাংশী ভৌমিকের। লড়াই গড়ায় ৫ সেটে। এখানেও প্রথম দিকে পিছিয়ে পড়েছিল সিন্ড্রেলা। তবে শেষে বাজিমাত করে সে। ম্যাচের ফলাফল ছিল যথাক্রমে: ৭-১১, ১২-১৪, ৮-১১, ১১-৯ এবং ১১-৫। আগেই অনূর্ধ্ব ১৭ পর্যায় ব্রোঞ্জ পদক জিতেছিল সিন্ড্রেলা। সেমিফাইনালে ফ্রান্সের এলিসে পুয়োলের কাছে ৩-১ ব্যবধানে পরাজিত হতে হয়েছিল তাকে। সুইডেনের বিশ্ব টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে নামার আগে এই জয় তার অনেক আত্মবিশ্বাস বাড়াবে। তবে এখন ফের অস্ট্রেয়িয়ার লিগে যোগ দেবে সে। সিন্ড্রেলা বলেছে, 'চ্যাম্পিয়ন হতে পারাটা সব সময় আনন্দের। ২ বছর আগে লিগনানোরে অনূর্ধ্ব ১৩ পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম। এই শহর আমায় কখনও খালি হাতে ফেরায়নি। আমি অস্ট্রেয়িয়ায় লিগ খেলার মাঝে এই প্রতিযোগিতা খেলতে গেছিলাম। দুটোই আমায় বিশ্ব টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে সাহায্য করবে। এছাড়াও এখানে সেমিফাইনাল ৪ জনই ভারতীয় ছিল। ফলে আমার ব্যক্তিগত পয়েন্টও বাড়বে, একই সঙ্গে দলগত র্যাঙ্কিংও উন্নত হবে।'

৯ বনাম ১১

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৯/১১ তারিখটা অনেকদিন মনে রাখবেন লাল হলুদ সমর্থকরা। কারণ, এইদিনই আইএসএল মিনি ডার্বিতে লাল হলুদের ৯ জন অদম্য লড়াই করল সাদা কালো ব্রিগেডের ১১ জনের বিরুদ্ধে। নাটকীয় মোড়ের পর ম্যাচ শেষপর্যন্ত ড্র। জয় না পেলেও, অবশেষে মহমেডানের বিরুদ্ধে গোলশূন্য অবস্থায় শেষ করে প্রথম পয়েন্ট ঘরে তুলল ইস্টবেঙ্গল। প্রথমার্ধেই আধঘণ্টা খেলা গড়াতেই জোড়া লাল কার্ডে ব্যাকফুটে চলে গিয়েছিল অস্কার ব্রুজোর দল। সেই ফায়দা তুলতে ব্যর্থই চের্নিশভের মহমেডান। ম্যাচে নাটকীয় মুহূর্ত তৈরি হয় ২৭ মিনিটে। নন্দকুমারকে ট্যাকল করায় রেফারি হলুদ কার্ড দেখান মহমেডানের ফুটবলার অমরজিৎ সিং কিয়ামকে। নন্দকুমার হতাশায় হাত চালিয়ে দেন। তাতে প্রথমটায় হলুদ কার্ড ও পরে কথা কাটাকাটিতে লাল কার্ড দেখেন। নন্দকে লাল কার্ড দেখানো মাথাগরম করে ফেলেন আবার নাওরেম মহেশ। ক্ষুব্ধ মহেশ লাথি মারেন মাঠে পড়ে থাকা একটি জলের বোতলে আগেই হলুদ কার্ড দেখেছিলেন, এই ঘটনায় ফের হলুদ কার্ড দেখায় মাঠের বাইরে যেতে হয় তাঁকেও। আইএসএলে এই প্রথমবার কোনও দল প্রথমার্ধেই জোড়া লাল কার্ড দেখল। ম্যাচ সেখানেই ঘুরে যেতে পারত। কিন্তু লাল হলুদ ব্রিগেডের একতা তা হতে দেয়নি। ৯ জনে মিলেই ১১ জনের বিরুদ্ধে লড়াই চালায়। যে লড়াই জয় এনে দিতে না পারলেও, লড়াইয়ের প্রেরণা দেবে গোটা লাল হলুদকে।

আগামী মরসুম থেকেই আইএসএলে ভিএআর

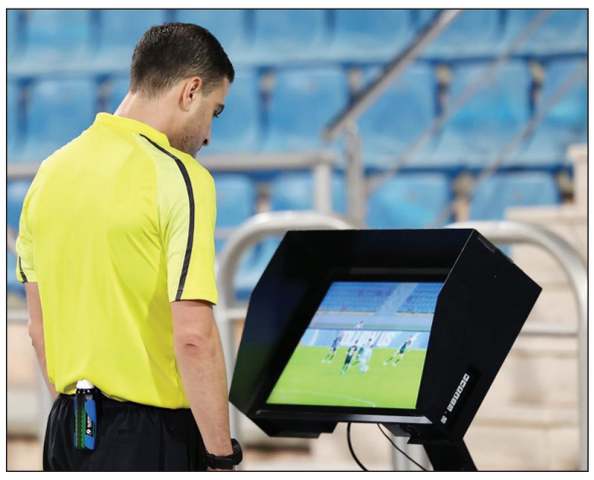

নিজস্ব প্রতিনিধি : বারবার রেফারির ভুল। খেসারত দিতে হচ্ছে ক্লাবদলগুলোকে। অভিযোগের পাহাড় জমছে। বিতর্ক থেকে মুক্তি পেতে আগামী বছর থেকে ভিএআর সিস্টেম চালু করতে উদ্যোগ নিচ্ছে। তাতে কিছুটা হলেও বিতর্ক থেকে মুক্তি মিলতে পারে। কিন্তু কেন এত ভুল? কেন পেশাদারিত্বের অভাব? কেন টেকনিক্যাল এরর? এ নিয়ে প্রশ্ন উঠছেই। ফেডারেশনের রেফারি সংস্থার প্রধান নির্দেশক ট্রেভর কেটেল বলেন, ' ভারতে রেফারিরা এখনও বিশাল টাকা পায় না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পার্টটাইম পেশা হিসেবেই রেফারিরা মাঠে নামে। তবে ফেডারেশন ভাবনাচিন্তা করছে এবার পূর্ণ সময়ের রেফারি নেওয়া নিয়ে।' এদিকে আইএসএলে নিম্নমানের রেফারিং নিয়ে এই মরসুম তোলপাড়। প্রতি ম্যাচেই প্রায় বিতর্ক। যার শেষ শিকার ইস্টবেঙ্গল। মিনি ডার্বিতে নিশ্চিত পেনাল্টি পায়নি লাল হলুদ, সে কারণেই রেফারি হরিশ কুণ্ডুর বিরুদ্ধে এআইএফএফে অভিযোগ জানিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। মঙ্গলবার ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং ডাকা হয়েছে, যাতে ফেডারেশনকে আরও কড়া বার্তা দেওয়া যায়। শুধু তো ইস্টবেঙ্গল নয়, একাধিক ক্লাব রেফারিং নিয়ে সোচ্চার। ক্ষতে প্রলেপ দিতে ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবে রেফারিদের নিয়ে আলোচনায় বসবেন বলেই জানা গেছে। সেখানে রেফারিদের মান নিয়েও আলোচনা হবে। উপস্থিত থাকবেন রেফারি সংস্থার প্রধান নির্দেশক ট্রেভর কেটেল। মিটিংয়ে রেফারিদের থেকে জবাবদিহিও চাওয়া হতে পারে।

ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের চাকরি ছেড়ে বাংলা দলে ঋষভ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সাড়ে তিন দশকের খরা কাটিয়ে জলপাইগুড়ি জেলা থেকে বাংলা রঞ্জি দলে ঋষভ বিবেক। ক্রিকেটের জন্য একসময় ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের চাকরি ছেড়েছিলেন ডানহাতি এই মিডিয়াম পেসার। আর লক্ষ্যে অবিচল থেকে বুধবার বাংলার হয়ে রঞ্জিতে আত্মপ্রকাশ হল তপন মেমোরিয়ালের এই ক্রিকেটারের। দ্বিতীয়দিনটা আরও স্মরণীয় হয়ে থাকল তাঁর জন্য। দ্বিতীয়দিন চিন্নাস্বামীতে কর্ণাটকের জোড়া উইকেট তুলে নিলেন ২০২১ পলিটেকনিক উত্তীর্ণ হওয়া ঋষভ। ছেলের রঞ্জি অভিষেকে বেজায় খুশি বাবা সুনীল বিবেক। সীমান্তরক্ষী বাহিনীতে একদা কর্মরত ঋষভের বাবা জানান, ছোটবেলা থেকেই ক্রিকেটে আগ্রহ ঋষভের। বি-টেক পাশের পর চাকরিও পেয়েছিল সে। কিন্তু ক্রিকেটের জন্যই ঋষভ চাকরি ছেড়ে দেয় বলে জানান বাবা। প্রথমে খারাপ লাগলেও এখন ভীষণ খুশি বলে দাবি সুনীল বিবেকের। ঋষভের সাফল্যে খুশি জলপাইগুড়ি ক্রীড়া সংস্থা। সংস্থার কার্যকরী সভাপতি গৌতম দাস জানান, জলপাইগুড়ি ক্রীড়া সংস্থা আজ গর্বিত। বিহারের বাসিন্দা হলেও ২০ বছর ধরে জলপাইগুড়িতেই ঋষভের পরিবারের বসবাস। জেলার রানিনগরে সীমান্তরক্ষীবাহিনীর অফিসার পদে ছিলেন ঋষভের বাবা। পড়াশোনাতেও মেধাবী ঋষভ ৯৭ শতাংশ নম্বর নিয়ে মাধ্যমিকে উত্তীর্ণ হয়েছিল। জেলার ছেলের সাফল্যে জলপাইগুড়ি ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক সুহৃদ মণ্ডল বলেন, 'জলপাইগুড়ির ছেলে সুদীপ চন্দ ৩৫ বছর আগে রঞ্জি খেলেছিল।বর্তমানে তিনি এখন কোচিং করান। ৩৫ বছর পর ঋষভ রঞ্জিতে সুযোগ পেল। স্বাভাবিকভাবে আমাদের খুব আনন্দের দিন।'

নভেম্বর মাসেই আনোয়ার আলির ভবিষ্যৎ নির্ধারণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতীয় ফুটবলে আনোয়ার আলির নাম ইদানীং বহুল চর্চিত। তরুণ এই ডিফেন্ডারকে নিয়ে সৃষ্ট জটিল পরিস্থিতি শুধুমাত্র ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান সমর্থকদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি করেনি, বরং পুরো ভারতীয় ফুটবল মহলে আলোড়ন ফেলেছে। গত মরসুমে মোহনবাগানের হয়ে দুরন্ত পারফরম্যান্স করা আনোয়ার এবারে যোগ দেন ইমামি ইস্টবেঙ্গলে, যা নিয়ে শুরু হয় একাধিক বিতর্ক। মূলত তাঁর ট্রান্সফার সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের প্লেয়ার স্ট্যাটাস কমিটির কাছে বিষয়টি ওঠে। গত মরসুমে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের হয়ে খেলেছিলেন আনোয়ার আলি এবং দলের সাফল্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সবুজ-মেরুন ব্রিগেডের হয়ে তাঁর পারফরম্যান্স ছিল চমকপ্রদ। এমনকী তাঁর চমৎকার ডিফেন্সিভ স্কিল এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী আক্রমণাত্মক ভূমিকা দলের জন্য খুবই উপকারী প্রমাণিত হয়। তবে নয়া মরসুমে যখন আনোয়ার ইস্টবেঙ্গলে যোগ দেন, তখনই নতুন করে সমস্যার সূচনা হয়। মোহনবাগান আনোয়ারের দলবদল মেনে নিতে পারেনি এবং তাঁকে ফেরত পাওয়ার জন্য আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এই পদক্ষেপে আনোয়ারের ইস্টবেঙ্গলে খেলা নিয়ে একাধিক বাধার সৃষ্টি হয়।

এরপর ভারতীয় ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের অধীনে থাকা প্লেয়ার স্ট্যাটাস কমিটির (পিএসসি) কাছে বিষয়টি উত্থাপন করা হয়। প্রথম পর্যায়ে পিএসসি থেকে আনোয়ারের খেলায় কোনও বাধা না থাকলেও, মোহনবাগান এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করে। পরবর্তীতে দিল্লি হাইকোর্ট বিষয়টি খতিয়ে দেখে এবং নতুন করে পুনর্বিবেচনার জন্য পিএসসিকে নির্দেশ দেয়। আদালতের রায়ের পর আবারও নতুনভাবে নো অবজেকশন সার্টিফিকেট পান আনোয়ার, যার ফলে আপাতত ইস্টবেঙ্গলের হয়ে খেলা চালিয়ে যেতে তাঁর কোনও বাধা থাকে না। এটি ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের জন্য স্বস্তি নিয়ে আসে, কারণ তাঁরা নিজেদের প্রিয় দলের রক্ষণভাগে আনোয়ারকে দেখতে আগ্রহী ছিলেন। তবে ইস্টবেঙ্গলের রঙে খেলা চালিয়ে গেলেও, আনোয়ারের ট্রান্সফার নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য সকলের নজর থাকে পিএসসির পরবর্তী শুনানির দিকে। মূলত সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে এই শুনানি হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু আনোয়ারের আইনজীবীর অসুস্থতার কারণে সেই সময়ে শুনানি স্থগিত রাখা হয়। এরপর পুনরায় দিন ধার্য করা হলেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়নি। এই পরিস্থিতিতে আনোয়ারের কেরিয়ার এবং ইস্টবেঙ্গল দলের রক্ষণভাগ নিয়ে সংশয় থেকে যায়। প্লেয়ার স্ট্যাটাস কমিটি উভয় পক্ষের মতামত শুনে পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য হয় ৩০ নভেম্বর। এই সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করছে আনোয়ারের ভবিষ্যৎ এবং ইস্টবেঙ্গলের রক্ষণভাগের শক্তি। বিশেষজ্ঞদের মতে, পিএসসি'র চূড়ান্ত রায় আনোয়ারের পেশাগত জীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে।ভারতীয় ফুটবল মহলে এখন বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে, ৩০ নভেম্বর কি হবে? পিএসসি আনোয়ার আলির ইস্টবেঙ্গলে খেলা অব্যাহত রাখবে নাকি মোহনবাগানের পক্ষ নিয়ে কোনও নতুন সিদ্ধান্ত নেবে। তবে এই জটিল পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে দুই ক্লাবের সমর্থকরাও অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। ফুটবলপ্রেমীদের মতে, বিষয়টি দ্রুত মিটিয়ে নেওয়া উচিত যাতে আনোয়ার মন দিয়ে খেলার সুযোগ পান। একই সঙ্গে ভারতীয় ফুটবল বোর্ড এবং ফেডারেশনের পক্ষ থেকেও এই ধরনের বিতর্ক এড়াতে স্বচ্ছ এবং নিরপেক্ষ পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানানো হচ্ছে।

ঈশান কেকেআরে

নিজস্ব প্রতিনিধি : শ্রেয়স আইয়ারের জায়গায় কে হবেন কেকেআরের অধিনায়ক! ঋষভ পন্থ থেকে শুরু করে একাধিক নাম ভাসছে। কেকেআর চেনা মুখের দিকে ঝুঁকবে না নতুন কাউকে নেতা হিসেবে তুলে আনবে, তা নিয়ে জল্পনা বেড়েছে। দুয়ে দুয়ে চার মেলাতে ঈশান কিষাণের নামও রয়েছে। ঈশানকে পেলে ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি উইকেটকিপিংয়ের সমস্যাটাও মিটে যাবে কেকেআরের। রিটেনশনে মুম্বই দলে এবার জায়গা হয়নি ঈশানের। নিজেকে লাইমলাইটে আনতে একটা ব্রেক থ্রু'র খোঁজেও রয়েছেন তিনি। কারণ, বোর্ডের কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকেও বাদ পড়েছেন। আইপিএলকেই করতে পারেন কামব্যাকের মঞ্চ। এখন দেখার, শাহরুখ খানের ম্যানেজমেন্ট কোন রাস্তায় হাঁটে!

জেলায় জেলায় টক্কর

উদয়নারানপুরে পাওয়ার বল ট্যুর্নামেন্ট

সঞ্জয় চক্রবর্তী , হাওড়া: ৪ নভেম্বর সোমবার হাওড়া উদয়নারানপুর ব্লকের দেবীপুর পল্লী সংঘের পরিচালনায় সারাদিন ব্যাপী পাওয়ার বল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল। বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দের উপস্থিতে প্রতিযোগিতা শুরু হয়। দিনের শেষে মিস্টি এন্ট্রারপাইজম হড়াল একাদশ বনাম সৌমেন বাহিনীর মধ্যে চুড়ান্ত পর্যায়ে খেলা হয়। এই খেলায় মিস্টি এন্ট্রারপাইজম হড়াল একাদশ জয় লাভ করেন।

ক্রীড়াজগতের নতুন পালক আয়ুশ্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতার মেয়ে আয়ুশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় অক্টোবর - ২০২৪ - এ দক্ষিণ - পূর্ব এশিয়াস্থিত কম্বোডিয়ায় অনুষ্ঠিত এশিয়ান কিকবক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে ফুল কন্টাক্ট ৪৮ কেজি বিভাগে ব্রোঞ্জ পদক পান। আয়ুশ্রী প্রথম কিক বক্সিং খেলোয়াড় যে একজন ভারতীয় নারী হিসাবে বিদেশের মাটিতে রিং স্পোর্টস খেলে মেডেল পেয়েছেন, সেই উপলক্ষে ওয়াকো কলকাতা ডিস্ট্রিক্ট কিকবক্সিং অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আয়ুশ্রীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

ওয়াকো কলকাতা ডিস্ট্রিক্ট কিক বক্সিং অ্যাসোসিয়েসনের সম্পাদক পার্থ মিত্র, আয়ুশ্রীর কোচ ঈশান দাসের উপস্থিতিতে লেক পল্লি ক্লাব প্রাঙ্গণে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে সকলের সামনে টুর্নামেন্টে তার সফল হওয়ার কথা আয়ুশী তুলে ধরেন।

সুন্দরবনের কুলতলিতে দুদিন ব্যাপী ডিঙি ও ডোঙা বাইচ প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুলতলি : বর্তমান সময়ে গ্রাম বাংলা থেকে হারিয়ে যাচ্ছে একাধিক খেলা।আর সেই জায়গা দখল করে নিয়েছে মোবাইল ফোন।এখন কার প্রজন্মের ছেলে মেয়েরা মোবাইলে আসক্ত হয়ে পড়েছে।তবে এখনো কমে গেলেও ধারাবাহিকতা বজায় রেখে সুন্দরবনে নৌকা বাইচ ও ডোঙা ছুট প্রতিযোগিতা চলে আসছে।আর সুন্দরবনের ছেলেদের ডোঙা ছুটের পাশাপাশি মেয়েদের ডিঙি বাইচ প্রতিযোগিতা হয়ে গেল।কুলতলি বিধানসভার মৈপীঠ উপকূল থানার গুড়গুড়িয়া ভুবনেশ্বরী পঞ্চায়েতের চৌরঙ্গী বটতলার মাতলা নদীর শাখা নদীতে মেয়েদের ডিঙিবাইচ ও ছেলেদের ডোঙা ছুট প্রতিযোগিতা হয়ে গেল।পূর্ব গুড়গুড়িয়ার চৌরঙ্গী বটতলা কালী পুজো কমিটির উদ্যোগে শুক্রবার ও শনিবার দুদিন ধরে ডিঙি বাইচ ও ডিঙা বাইচ প্রতিযোগিতা হয়ে গেল।শুক্রবার বিকালে এই প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন গুড়গুড়িয়া ভুবনেশ্বরী পঞ্চায়েতের প্রধান বাবলু প্রধান, পঞ্চায়েত সদস্য সোনালী মান্না, এপিডিআর মানবাধিকার সংগঠনের জেলার সহ সম্পাদক মিঠুন মন্ডল,আয়োজক পুজো কমিটির সভাপতি খোকন মাইতি, সম্পাদক মিন্টু মাইতি সহ আরো অনেকে।আয়োজক কমিটির সভাপতি খোকন মাইতি বলেন, দীর্ঘ ২৮ বছর ধরে আমরা প্রতি বছর কালীপূজা উপলক্ষে এই ডিঙি বাইচ ও ডোঙা ছুট প্রতিযোগিতা করে থাকি। এবারই প্রথম ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদের নিয়ে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।এই প্রতিযোগিতায় মেয়েদের ৮ টি দল ও ছেলেদের ১৬ টি দল অংশ নেন। এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেন কুলতলি ও মৈপীঠ এলাকার মৎস্য জীবিরা। আর এই খেলা দেখতে আশেপাশের এলাকা থেকে বহু মানুষ উপস্থিত হয়েছিলেন।শনিবার দুপুরে ফাইনাল খেলা দেখতে উপস্থিত ছিলেন মৈপীঠ উপকূল থানার ওসি সমরেশ ঘোষ, গুড়গুড়িয়া ভুবনেশ্বরী পঞ্চায়েত প্রধান বাবলু প্রধান সহ আরো অনেকে। এদিন ফাইনালে চ্যাম্পিয়ন হন মহিলা বিভাগে টুম্পা দলুই এবং পুরুষ বিভাগে ইসমাইল মোল্লা।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 8910487197 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com